বাঙ্গালী বীর

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

'রাজপুতের মেয়ে' 'বাঙ্গালীর মেয়ে' 'রাঠোর শিবাজী' 'হিন্দু মুসলমান'
'আলোকের পথে' 'দোকানদার' 'বঙ্গলক্ষ্মী' 'মাতাল'
প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণেতা, বঙ্কিম ভ্রাতু-
পৌত্র, দামোদর দৌহিত্র
শ্রীযুক্ত

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীসতীশচন্দ্র শীল।
৬ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন,
কলিকাতা।

সন ১৩৩০ সাল।

 [মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

উৎসর্গ।

মহোচ্চ-গুণরাশি-ভূষিত, গৌরব-শ্রী মণ্ডিত, দীনজন-প্রতিপালক, মহা-মহিমমহিমান্বিত **আন্দুলেশ্বর শ্রীল শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্র নাথ মিত্র বাহাদুর** সমীপেষু—

মহাত্মন্ !

এই বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথ বাঙ্গালী—বাংলার জমিদার—বাংলার
গৌরব। আপনিও বাঙ্গালী, বাংলার জমিদার—বাংলার গৌরব।
তাই বিশ্বাস আমার, আপনি বাঙ্গালী-বীরের সম্মান বা গৌরব
বুঝ্‌বেন। কেননা, মাননীয় ব্যক্তিই মান্যবরের মান্য
করেন। গুণীই গুণের আদর করে থাকেন। আর
মানব না হলে গুণমুগ্ধ হয় না। আপনি মাননীয়
—বরণীয়—আদর্শ মানব—গুণমুগ্ধ উচ্চ উদার
হৃদয় আপনার। তাই হে করুণাবান
ভূস্বামী, বাংলার কনক-প্রদীপ—বাংলার
গৌরব-হার—সর্ব্বগুণাধার—মানব
শ্রেষ্ঠ—**বাঙ্গালী-বীরকে**
শ্রদ্ধানত হৃদয়ে—স-সম্মানে,—
সাদরে—সাগ্রহে আপনার
যশোতুল করে অর্পণ
করিলাম। ইতি—

আশীর্ব্বাদক—

শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

স্বীকারোক্তি।

সুবিদ্বান সুবিচক্ষণ সুবিজ্ঞ গ্রামবাব জ্যেষ্ঠাগ্রজ তুল্য শ্রীযুক্ত ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায় ও আহিরীটোলা নিবাসী সদা-শিব-সম সদা আনন্দময়, স্বনাম ধন্য, আদর্শ পুরুষ, কমলার প্রিয় সন্তান, কর্মবীর শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ দে মহোদয় শ্রীকর কমলেষু—

মানুষ যে,—উপকার করে সে নিঃস্বার্থে। উপকারী প্রত্যুপকারে সক্ষম না হলেও, কৃতজ্ঞ হওয়া—উপকার স্বীকার করা—তার কর্ত্তব্য ও মনুষ্যত্ব।

আপনারা নিঃস্বার্থে আমার বহুবিধ উপকার করেছেন। উপদেশে—উচ্চ আদর্শে—উৎসাহে আমার হৃদয়কে অনুপ্রাণিত করেছেন—বিপদাপদে অযাচিত করুণায় আমায় উদ্ধার করেছেন। ক্রূর, ঈর্ষান্বিত, সর্প স্বভাবধারী আত্মীয় স্বজনের নির্ম্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার হতে—ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র থেকে—এ নিরাশ্রয় নিঃসম্বল নিরবলম্বন—সংসারহীন গৃহহীন মাতৃহীনকে—এ চির দুঃখী, চির দরিদ্রকে রক্ষা করেছেন। স্বচ্ছ স্নেহ-বারি সিঞ্চনে আমার মরুভূম তুল্য শুষ্ক ঊষর জ্বালাময়—দুঃখ কষ্টময় হৃদয়কে সরস সঞ্জীবিত করেছেন।

তাই আজ সর্ব্বজন সমক্ষ সর্ব্বান্তঃকরণে সুউচ্চ কণ্ঠে স্বীকার করছি—আপনাদের নিকট আমি উপকৃত—কৃতজ্ঞ—ঋণী। আপনারা আমার উপকারী—উপকারী—উপকারী।

শ্রাবণ, ১৩৩০ সাল। ১৫ নং রাজকিশোর দেব লেন, কলিকাতা।	আপনাদের চির-স্নেহ ভিখারী— শ্রীপ্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিম ভ্রাতুষ্পৌত্র—দামোদর দৌহিত্র—

বাঙ্গালী-বীর প্রণেতা—

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায় বিদ্যাবিনোদ প্রণীত অন্যান্য

গ্রন্থাবলী।

হিন্দু-মুসলমান	...	ঐতিহাসিক উপন্যাস	মূল্য	১৷৹
দেবতার দান	...	" "	"	১৲
রাজপুতের-মেয়ে	...	" "	"	১৲
বাঙ্গালীর-মেয়ে	...	" "	"	১৲
মারাঠার-শিবাজী	...	" "	"	১৲
দোকানদার	...	" "	"	১৵৹
বঙ্গ-লক্ষ্মী	...	" "	"	১৲
রণ-জয়ী	...	" "	যন্ত্রস্থ।	
আলোকের-পথে	...	সামাজিক উপন্যাস	"	১।৹
মাতাল	...	রোমাণ্টিক "	"	১।৹

প্রতি উপন্যাসই রোমাঞ্চকর ঘটনায়, তরঙ্গ সঙ্কুল অদ্ভুত ঘাতপ্রতিঘাতে, সজীব সতেজ ভাব ভাষায় অতুলনীয়। প্রতি উপন্যাসই চিত্রযুক্ত, বহুমূল্য য়্যাণ্টিক কাগজে মুদ্রিত—সুদৃশ্য—সুমনোহর মলাটে পরিশোভিত। প্রতি পুস্তকালয়েই প্রাপ্তব্য।

উপহার।

শ্রী

কর কমলে

সাদরে

প্রদত্ত হইল।

শ্রী

তারিখ

বাঙ্গালী-বীর।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

"বৃথা চেষ্টা সুন্দরী। পারবে না,—এই সু-শিক্ষিত সশস্ত্র পঁচিশ জনের কবল হতে নিজেকে উদ্ধার করতে পারবে না।"

"কিন্তু মরতে তো পারবো?"

"মরবে! কেন? কি দুঃখে বিবি? এই অতুল্য রূপরাশি, অপরিসীম সৌন্দর্য্য, অফুরন্ত যৌবন তবুও তোমার দুঃখ! এ সৌন্দর্য্য এ যৌবন বৃথায় নষ্ট করো না! চল নবাবের অন্দর আলো করবে চল। ইঙ্গিতে নবাবকে চালিত কর, নবাবের বাসনা পূর্ণ কর। কুবেরের ভাণ্ডার, নবাবের সিংহাসন, তোমার চরণতলে লুণ্ঠিত হবে।"

সতেজে সু-উচ্চ কণ্ঠে রমণী বলিয়া উঠিল—

"পদাঘাত করি তোর ঐশ্বর্য্যে—আর পদাঘাত করি তোর নবাবের শিরে।"

সশব্দে সকলের কোষোন্মুক্ত অসি শূন্যে উত্থিত হইল। অস্ত গমনোন্মুখ রক্তিম রবিকর সম্পাতে পঞ্চবিংশতি শূন্যোত্থিত অসি রক্তিমাভায় রঞ্জিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে সর্দ্দার হস্তোলন করিল, সকলের অসি আবার পিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু মোগল সৈন্যদের নয়নাগ্নি নিভিল না। মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ তখন রমণীর প্রতি অগ্রসর হইয়া তীব্র কর্কশকণ্ঠে বলিল,—

"এবার বল প্রয়োগে বাধ্য করালে পিয়ারী। তুমি আমাদের প্রভূ, বাংলার নবাবকে ঘোরতর অপমান করেছ। আমি নীরব থাক্‌লেও সৈন্যেরা থাক্‌বে না। তারা তোমায় ধৃত করে নিয়ে যাবেই। তাই এখনও বল্‌ছি যদি মঙ্গল চাও—তবে বিনাবাক্যে শিবিকারোহণ কর। নতুবা প্রভুর অপমানের প্রতিশোধ নিতে সৈন্যেরা তোমার গৃহে আগুণ জ্বালাবে, তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড করবে।"

"তাই কর মোগল। তথাপি হিন্দুনারী বিদেশীর বিলাসের সামগ্রী হবে না,—সতীত্ব বিসর্জ্জন দেবে না। আমার গৃহ আগুণে পোড়াও তাতে কিছুমাত্র দুঃখ নাই। আমায় প্রহারে জর্জ্জরিত, ক্ষত বিক্ষত কর, দেহের মাংস টুক্‌রো টুক্‌রো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াও,—তাতে কিছুমাত্র যন্ত্রণা অনুভব করবো না। বরং হাস্য-মুখে তোমার মঙ্গল কামনা করে মরবো।"

"উত্তম—তবে তাই হোক।"

সৈন্যাধ্যক্ষ সবলে রমণীর হস্তধারণ করিল।

অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিয়া উঠিয়া তেজময়ী রমণী বলিল,—

"ছেড়ে দে—ছেড়ে দে সয়তান,—ছেড়ে দে বেইমান।"

বিকট হাস্যে মোগল তদুত্তরে বলিল—

"হাঃ—হাঃ—হাঃ—। বিবি, আমরা সয়তান নই,—রাজার জাতি,—রাজার দেশওয়ালা ভাই। আমরা বেইমানও নই, তোমার যৌবনের বিনিময়ে নবাব তোমায় দৌলত দেবে।"

"তোরা সয়তানের সহচর, সয়তানের জাতি। যে অবলা অসহায়া বিধবা রমণীর উপর অত্যাচার করতে পারে, সে শত সহস্রবার সয়তান। যে কোন সুদূর দেশ হতে আমাদের সোণার বাংলায় এসে, ধনবান হয়ে—বাংলার শস্যে পুষ্ট হয়ে—বাংলার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা দূরের কথা, তাকে শ্মশানে পরিণত করতে পারে সে লক্ষ-বার বেইমান।

"মোগল, হিন্দু বিধবার অঙ্গে হস্তক্ষেপে নিজের সর্ব্বনাশ, জাতির সর্ব্বনাশ, রাজ্যের সর্ব্বনাশকে আহ্বান করিস না। শত বজ্রাঘাতে মোগলের সিংহাসন চূর্ণ বিচূর্ণিত হয়ে মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হবে, ঈশ্বরের ভীষণ অভিশাপে মোগলের অস্তিত্ব ভারত বক্ষ হতে বিলুপ্ত হবে। তাই বলি এখনও ক্ষান্ত হ।"

"যায় যাক্ রাজ্য, চূর্ণ হোক সিংহাসন তথাপি তোমায় ছাড়বো না বিবি।"

মোগলের ভীষণ কর-নিপীড়নে রমণী আর্ত্ত চীৎকার করিয়া

উঠিল। সহসা জল স্থল ব্যোম প্রকম্পিত করিয়া বজ্রনাদে ধ্বনিত হইল,—"সাবধান।"

চকিত, শঙ্কিত চিত্তে মোগল সৈন্যেরা দেখিল,—

উল্কাবেগে এক অশ্বারোহী আসিতেছেন,—তাঁর পশ্চাতে কয়েক জন মাত্র সৈন্য।

স-ভয়ে মোগল সৈন্য উন্মুক্ত অসি করে অশ্বারোহীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"একি রমণীর উপর অত্যাচার! কে তোরা স্পর্দ্ধিত পিশাচ ?"

অশ্বারোহীর সগর্ব্ব বাক্যে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ বলিল,—"আমরা নবাব অনুচর, তাঁরই আদেশে এই আওরাৎকে নিয়ে যেতে এসেছি।"

"বটে—এত স্পর্দ্ধা! নবাব কি ভেবেছে, হিন্দু নারীর সতীত্ব অতি সুলভ? নবাব কি বুঝেছে বাঙ্গালীর বাহু এতই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে যে তাদের ধর্ম্ম, তাদের ভগিনী জননী প্রভৃতিকে রক্ষা করতেও অক্ষম? নবাব কি জেনেছে—বাংলায় তার প্রতিদ্বন্দী কেউ নেই? আছে, এখনও বাঙ্গালীর হৃদয় আছে, শক্তি আছে, ধর্ম্ম আছে। এখনও বাঙ্গালী স্থবির অথর্ব্ব হয় নাই—মনুষ্যত্ব, বিবেক বিসর্জ্জন দেয় নাই,—বিলাস ব্যসনে আত্ম-বিস্মৃত হয় নাই। মোগল, এই মুহূর্ত্তে রমণীর হস্ত ত্যাগ কর।"

"কার আদেশে ?"

"আমার আদেশে।"

"কে তুই উন্মাদ, জানের ভয় করিস না,—কে তুই মরণেচ্ছুক কাফের,—নবাবের উপর হুকুম চালাস,—নবাবের কার্য্যে বাধা দিস! সরে যা—নইলে সমবেত মোগলের এই উত্থিত অসি, তোর শিরে পতিত হবে।"

"ওরূপ শত অস্ত্র একা গুঁড়িয়ে চূর করে দিতে পারি মোগল,—সে শক্তি, সে সাহস এ কাফেরের আছে,—নতুবা তোমাদের প্রভু বাংলার দুর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী শাসন কর্ত্তার আদেশ রোধ করতে দাঁড়াতুম না!

"শোন মোগল, যদি মৃত্যু ভয় থাকে,—তবে এই মুহূর্ত্তে রমণী-হস্ত ত্যাগে প্রস্থান কর। তোমাদের নবাবকে বলো,—তোমাদের কার্য্যে রাজা দেবনাথ বাধা দিয়েছে।"

রাজা দেবনাথ! নাম শ্রবণে মোগলের গর্ব্বস্ফীত মুখ-মণ্ডল ম্লান হইল। সভয়ে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ রমণী-হস্ত পরিত্যাগে দূরে সরিয়া দাড়াইল।

আশা ও আনন্দে রমণীর বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল। শ্রদ্ধায় কৃতজ্ঞতায় রমণীর হৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রমণী দেবনাথের মুখপানে শ্রদ্ধানম্র নয়নে একবার চাহিল। দেখিল,—অপূর্ব্ব সে মূর্ত্তি—সুন্দর,—সৌম্য,—শান্ত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ। সে পুণ্যোজ্জল মূর্ত্তি দর্শনে ভক্তিতে নারীর হৃদয় রাজা দেবনাথের চরণে অজানিত ভাবে নত হইয়া পড়িল।

ক্ষুদ্র একটা কুর্ণিশ করিয়া মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ বলিল,—"নবাবের আদেশের বিরুদ্ধে দাড়ানর কি পরিণাম তা একবার ভাল করে ভেবেছেন কি রাজা সাহেব?"

"ভেবেছি। নবাবকে বলো,—তাঁর যতদূর শক্তি সামর্থ্য তা আমার উপর প্রয়োগ করুন। তাঁর শত্রুতাকে অপরে ভয় করলেও রাজা দেবনাথ ভয় করে না, করবেও না। ন্যায়ের

মর্য্যাদা, ধর্ম্মের গৌরব, নারীর সম্মান রক্ষার জন্য যদি তোমাদের প্রভুর প্রভু ভারতেশ্বর আকবর শাহের বিরুদ্ধেও অস্ত্র ধারণ করতে হয়,—তথাপি এ বাঙ্গালী রাজা দেবনাথ তাতেও পশ্চাৎপদ হবে না। এখন সদলে এ স্থান ত্যাগ কর মোগল।"

নিষ্ফল ক্রোধে গর্জ্জিতে গর্জ্জিতে ব্যর্থ মনোরথে মোগল সৈন্যাধ্যক্ষ লতি খাঁ নীরবে অনুচর সহ প্রস্থান করিল।

তখন স্নিগ্ধ, শান্ত কণ্ঠে রাজা রমণীকে বলিলেন,—"কে তুমি, কোথায় তোমার বাড়ী—কি বৃত্তান্ত কিছুই আমি জানি না। নিঃশঙ্কচিত্তে তোমার পরিচয় দাও।"

তদুত্তরে করুণ কাতর কণ্ঠে রমণী বলিল,—"কি পরিচয় দেব রাজা! আমার যে পরিচয় দেবার কিছুই নাই। পিতা ভ্রাতা পুত্র আমার যে কেহ নাই। সর্ব্বাপেক্ষা নারীর পরিচয়ের শ্রেষ্ঠ গৌরব 'স্বামী' নাই,—আমার পরিচয়ও নাই। এই বিশাল জগতে আমার 'আমার' বলবার কেউ নাই। একটা সহানুভূতির কথা বলবার,—এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবার, দয়া করবার কেউ নাই,—আমি এমনি অভাগিনী।"

রমণীর পদ্ম-নয়নদ্বয় অশ্রু-প্লাবিত হইল।

সান্ত্বনাপূর্ণ স্বরে রাজা বলিলেন,—"কিন্তু তোমার নারী জীবনের গরিমাহার,—সব চাওয়ার সব প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা—নারীর বাঞ্ছিত ঈপ্সিত—ত্রিলোক উজ্জলকারী অতুল্য রত্ন আছে। তুমি পতিব্রতা, পুণ্যময়ী, তুমি সতী সাধ্বী, এই তোমার যথেষ্ট

পরিচয়। নারীর এর অধিক পরিচয়ে প্রয়োজন নাই,—আর কোন পরিচয় জান্‌তেও চাই না, শুধু এই টুকু জান্‌তে চাই,—মূঢ় পশু নবাব তোমায় দেখ্‌লে কি করে?"

অঙ্গুলী সঙ্কেতে পশ্চাৎস্থিত একটী ক্ষুদ্র গৃহ দেখাইয়া রমণী বলিল,—"এই গৃহখানি আমার। একদিন প্রভাতে নদী থেকে বারি আনয়ন কালে দেখি—একদল সেপাই চলেছে। তাদের মধ্যস্থলে হাতীর পিঠে একজন লোক জাঁকাল পোযাক পরে বসে রয়েছে, অনুমানে বুঝ্‌লেম নবাব। বোধ হয় সেই দিন, পাপাত্মা নবাবের পাপদৃষ্টি আমার উপর পতিত হয়।"

"তাই সম্ভব। এখন কোথায় যাবে?"

"আমার বাড়ীতে।"

"সে তো নিরাপদ স্থান নয়। ভেবেছো কি অপমানিত নবাব তার সঙ্কল্প ত্যাগ করবে?"

"তবে?"

"তবে আমার বাড়ীতে চল।"

সাশ্চর্য্যে রমণী রাজা দেবনাথের পুণ্য-পুলক-মণ্ডিত বদনের প্রতি চাহিয়া বলিল,—"তোমার বাড়ীতে! না রাজা তা পারবো না।"

"কেন?"

"আমার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শান্তিময় সংসারে অশান্তির দাবানল জ্বলে উঠ্‌বে।"

"জ্বলে জ্বলুক।"

"নবাব তোমার প্রাসাদ আক্রমণ করবে।"

"করে করুক। শুধু নবাব কেন,—জগতের সমস্ত শক্তি একত্র হয়েও যদি আমায় আক্রমণ করে,—তথাপিও নিরাশ্রয়কে ত্যাগ করবো না।"

"রাজা তুমি দেবতা। রমণীর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য, নবাবের রোষাগ্নি অগ্রাহ্য করে, এমন মানুষ যে এ স্বার্থময়—বাংলায় আছে, এ ধারণা আমার ছিল না। আজ আমার সে ধারণা ভেঙ্গে গেল।

"হে মহানুভব, ধর্ম্ম রক্ষা করেছ,—উপকারী তুমি। তোমার আশ্রয় গ্রহণ করে, তোমার শান্তিপূর্ণ সংসারে আগুণ জ্বালাব না। আমার অন্য আশ্রয় আছে রাজা। তুমি নিশ্চিন্ত হও।"

"কোথায় তোমার আশ্রয় স্থান?"

"গঙ্গা-গর্ভে।"

"সেকি! ও কথা মনেও স্থান দিও না। যদি 'পর' জ্ঞানে আমার বাড়ীতে যেতে না চাও,—তবে 'সন্তান' জ্ঞানে চল। আজ রাজা দেবনাথ নতশিরে স-সম্ভ্রমে, তোকে মাতৃ সম্বোধনে সভক্তি অন্তরে আহ্বান করছে। চল্ মা, দীন সন্তানের কুটীরে চল্। তার জীবন,—তার কুটীর তোর পবিত্র চরণ-রেণুতে পবিত্র হোক্—ধন্য হোক্।"

উদ্বেলিত হৃদয়ে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রমণী বলিয়া উঠিলেন—"রাজা—রাজা—তুমি মানুষ কি দেবতা কিছুই বুঝ্তে পাচ্ছি না। তুমি যেই হও,—তুমি বাংলার গৌরব—বাঙ্গালীর গৌরব—জাতির কনক কিরীট!

"আর শত পুণ্য, শত সৌভাগ্য আমার—যে তোমার ন্যায় দেবতাকে সন্তান রূপে লাভ করলুম।"

"তবে চল বৎস, চল সন্তান—তোমার কুটীরে চল। আজ থেকে আর আমি অভাগিনী নই,—রাজ-মাতা—দেবতার জননী।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রাজা দেবনাথ—বাঙ্গালী। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুমোর-পাড়া নামক ক্ষুদ্র এক গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। ইতিহাস বলেন,—প্রথমে তিনি অতি দরিদ্র কুম্ভকার ছিলেন। কি প্রকারে যে তিনি একজন অতুল ঐশ্বর্য্যবান,—প্রভূত প্রতাপশালী নৃপতি হইলেন, ইতিহাস তাহার উল্লেখ করেন নাই। তবে জনরব—দৈবক্রমে এক স্পর্শমণি প্রাপ্তে দেবনাথ এই অবস্থায় উন্নীত হয়েন।

রাজা দেবনাথ রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে 'কুমোর পাড়া' নামের পরিবর্ত্তে নিজ নামানুযায়ী 'দেব-গ্রাম' নাম করণ করিলেন।

দেবগ্রামের ভূ-স্বামী দেবনাথের সুবিশাল দুর্গের চারি পার্শ্বে চারিটী সু-উচ্চ স্তম্ভ, সেরূপ দুর্গ, সেরূপ শত্রুগতি নিরীক্ষণের জন্য সু-উচ্চ স্তম্ভ বাংলার কোথাও কোনও দুর্গে ছিল না। দুর্গটী যেমন বৃহৎ—তেমনি সুদৃঢ়।

রাজ-প্রাসাদও কারুকার্য্যময়-সু-মনোরম, সুবিশাল, চিত্ত-চমক-প্রদ।

প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে রাজার 'সাগর দিঘী' নামক এক সু-বৃহৎ—সু-শীতল বারিপূর্ণ দীর্ঘিকা। তার প্রান্ত দেশে এক প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির,—মন্দির মধ্যে স্ফটিকময়ী এক প্রতিমা। মূর্ত্তিটী রাজা দেব-নাথেরই প্রতিষ্ঠিত, সেই জন্য লোকে সাধারণতঃ 'দেবী-মায়ী' নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

রাজা দেবনাথের অগাধ ঐশ্বর্য্য,—অসংখ্য সৈন্য,—অপ্রতিহত প্রতাপ। স্বয়ং বঙ্গেশ্বরও রাজাকে অন্তরে ভয় করিতেন। রাজা দেবনাথ দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম। রাজা দেবনাথ সর্ব্বগুণে বিভূষিত ছিলেন। আবাল বৃদ্ধ বনিতা তাঁর দেবোপম গুণে তাঁহাকে দেবতারই ন্যায় ভক্তি করিত,—ভালবাসিত, হৃদয়ের সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিত। দেবাদেশের ন্যায় আনত মস্তকে—বিনা দ্বিধায় তাঁহার আজ্ঞা পালন করিত। রাজাও পুত্র-কন্যা নির্ব্বিশেষে প্রজাদের পালন করিতেন, দুঃখ বিমোচন করিতেন, বিপদাপদে রক্ষা করিতেন।

তাঁর রাজ্য ক্ষুদ্র হইলেও অশান্তি অত্যাচার অনিয়ম তাঁহার রাজ্যে ছিল না। প্রজারা মহানন্দে নির্ভয় হৃদয়ে পরম শান্তিতে তাঁহার ক্ষুদ্র স্বর্গতুল্য পুণ্য-ধর্ম্ম-শান্তি বিরাজিত রাজ্যে বাস করিত—হাসিত—খেলিত—আর উভয় হস্ত উত্তোলনে রাজার মঙ্গল কামনা করিত—দীর্ঘ জীবন চাহিত।

রাজার নবারুণ তুল্য বর্ণ—দেবশ্রী মণ্ডিত কান্তি দর্শনে শ্রদ্ধায় হৃদয় আপনা হইতেই নত হইয়া পড়ে। মনে হয় দেবনাথ, সত্যই 'দেবনাথ।'

রাজা দেবনাথের রাজ্য শান্তিপূর্ণ,—হৃদয় শান্তিপূর্ণ—সংসারও শান্তিপূর্ণ।

বিংশবর্ষীয় সর্ব্বগুণযুক্ত পুত্র বিশ্বনাথ—রূপময়ী হাস্যময়ী সদ্য স্ফুটিত কুসুম-কলিকা তুল্য কিশোর-বর্ষীয়া অনূঢ়া কন্যা জ্যোৎস্নাময়ী তাঁহার সংসার উদ্যান আলোকিত করিয়াছিল। তদুপরি পত্নী

জ্যোতির্ম্ময়ীর অকৃত্রিম অচঞ্চল প্রেম-অনাবিল অগাধ ভালবাসা শুভ্রস্বচ্ছ ভক্তি রাজাকে আবরিত করিয়া রাখিয়াছিল। বিধাতার নিকট কোন অভাব জানাবার, কোন অভিযোগ করবার তাঁর কিছুই ছিল না।

কেবল একমাত্র দেশের মঙ্গল—জাতির মঙ্গল প্রার্থনা,—মানুষ হবার প্রার্থনা, সতত তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুষ্পাভরণ-ভূষিতা, আলোকমালা পরিশোভিতা, সৌন্দর্য্য-সুষমা প্লাবিতা সুন্দর সুমনোরম নয়নরঞ্জন এক সুশোভিত সুবৃহৎ চিত্রময়ী পুষ্পময়ী—আলোকময়ী কক্ষে সুমসৃণ বহুমূল্য কুসুম-কোমল আসনোপরি উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় রত্ন-খচিত মহার্ঘ পরিচ্ছদ ভূষিত বঙ্গেশ্বর উপবিষ্ট। পার্শ্বে তদীয় প্রিয় অনুচর, সহচর, সচিব একাধারে নবাবের সর্ব্বস্ব, সর্ব্বকর্ম্মচারী সর্ব্বকার্য্যের সাথী মহারত্ন আলিম খাঁ উপবিষ্ট। উভয়েরই নয়ন অর্দ্ধ নিমীলিত—রক্তিমাভায় রঞ্জিত। বাক্যও অর্দ্ধ বিজড়িত।

জড়িত কণ্ঠে নবাব ডাকিলেন, "আলিম খাঁ।"—

"জাঁহাপনা"—

"তাকে দেখেছ আলিম।"

"না।"

"দেখনি! বড় দুর্ভাগ্য তোমার। পৃথিবীর একটা শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য দর্শনে নয়ন তোমার বঞ্চিত হয়েছে। আলিম—সে বড় সুন্দর—বড় মধুর। সে যেন আসমানের তারা, বেহেস্তের হুরী, রমজানের চাঁদ। সে যে কি সুন্দর, কত সুন্দর—ভাষা—কথা তা বোঝাতে পারে না। এই বাংলায় অনেক সুন্দরী দেখেছি;—অনেক সুন্দরীকে এই কক্ষে এনেছি—অনেক রূপের ছবি দেখেছি—কিন্তু এমনটী এমন নিখুঁত রূপের ছবিটী কখনও দেখিনি। বোধ হয় আর

দেখ্‌বোও না। বাংলায়, বাঙ্গালী কাফের পল্লীতে, এমন অপ্সরীর আবির্ভাব কল্পনায় আন্‌তে পারি নি। এ খোদার অবিচার—অন্যায়—সাম্রাজ্ঞীর সৌন্দর্য্য এক নগণ্য দেশের নগণ্য জাতির মধ্যে! খোদা ছিঃ ছিঃ—তুমি অন্ধ,—অবিবেচক। আলিম—তাকে বক্ষে ধারণ করতে না পারলে আমার নবাবী বৃথা—জীবন বৃথা—সবই বৃথা। তার জন্য হৃদয় আমার উন্মত্ত, উৎসুক, উদ্‌গ্রীব। আলিম—সিরাজী সিরাজী দাও—নইলে হৃদয় বড় অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ্‌ছে।"

আলিম খাঁ তড়িতে সুরাপূর্ণ স্বর্ণপাত্র নবাব সম্মুখে ধারণ করিল। অতি শীঘ্র নবাব পাত্রটী শূন্য করিয়া বলিলেন—

"না—না—আলিম, আর হৃদয় ধৈর্য্য মানে না, কথা শোনে না, তার অদর্শন, তার বিলম্ব আর সহ্য হয় না। অতি অপদার্থ, অকর্ম্মণ্য সে লতি খাঁ—তাই একটা কাফের আওরাৎকে আন্‌তে এত দেরী করছে।"

এমন সময়ে সশব্দে কক্ষদ্বার উন্মুক্ত হইল। উভয়েই দেখিলেন, উন্মুক্ত দ্বারপথে লতি খাঁ দণ্ডায়মান।

কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক ভূমি স্পর্শে কুর্ণিশ করিয়া লতি খাঁ বলিল,—"জাঁহাপনার এ অনুমান ভুল। লতি খাঁ অপদার্থ অকর্ম্মণ্য নয়। সে জাঁহাপনার আদেশ পালন করতে তামিজ* ইমান* বেহেস্ত* ত্যাগ করেছে,—দোজাক্‌* বেছে নিয়েছে। সাহানসা আপনার আদেশ পালন করতে এ দীন গোলাম কখনও পরাঙ্মুখ বা পশ্চাৎপদ হয় নি,—জানের শঙ্কাও করে নি।"

---

* তামিজ—বিবেক। * ইমান—ধর্ম্ম।

* বেহেস্ত—স্বর্গ। * দোজাক্‌—নরক।

অধীর ভাবে অধীর কণ্ঠে নবাব বলিলেন,—"লতি খাঁ হৃদয়ের চাঞ্চল্যে যা বলেছি,—তা ভুলে যাও। এখন বল কোথায় সে সুন্দরী। তাকে এইখানেই না হয় নিয়ে এস। আলিম একবার তাকে দেখুক, জীবন নয়ন সার্থক করুক।"

"কিন্তু জাঁহাপনা, সে আসে নি।"

"দেখ্‌ছি তুমি সম্পূর্ণ বাতুল। তাকে এস বল্লেই কি সে আসে? হিন্দু জেনানারা বড় নির্ব্বোধ, তারা জান দেবে,—তবু ইমান দেয় না। অনাহারে কুত্তার মত শুকিয়ে মরবে—চিতার ওপর মরা খসম নিয়ে শোবে—তবু দোসরা নিকা করবে না,—দুনিয়ার দৌলত বিনিময়েও সে ইজ্জত দেয় না, আর সে কি শুধু তোমার দুটো ছেঁদো কথায়, সামান্য প্রলোভনে আস্‌বে! মূর্খ তুমি, তাই এরূপ আশা করেছিলে। তাকে বলপূর্ব্বক আন্‌তে হবে। যাও এই মুহূর্ত্তে আবার যাও। দ্বিগুণ সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে যাও। যেমন করে যেরূপে হোক,—অদ্য নিশার মধ্যে তাকে এইখানে আনা চাইই—নতুবা আর ক্ষমা পাবে না, দেহের উপর শির থাকবে না।"

"জাঁহাপনা, সে তার গৃহেও নেই।"

"তবে কোথায় সে?"

"রাজা দেবনাথের প্রাসাদে—এখন সে রাজা দেবনাথের আশ্রিতা।"

"সেকি! না—না—এ হতে পারে না—এ অসম্ভব। লতি খাঁ তুমি বিকৃত মস্তিষ্ক—প্রলাপ বক্‌ছো।"

"না নবাব—আমি সুস্থ—প্রকৃতিস্থ—আর আমার বাক্য সম্পূর্ণ সত্য। আমরা যখন সেই বিবিকে বহুকষ্টে করায়ত্ত করে শিবিকায়

তুল্‌ছিলুম—তখন রাজা দেবনাথ সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে, বলপূর্ব্বক আমাদের কবল হতে সেই বিবিকে উদ্ধার করে।"

"তোমরা—নবাব অনুচর—নবাব প্রেরিত—এ জেনে শুনেও ?"

"হাঁ—জনাব, এ জেনে শুনেও—রাজা সেই বিবিকে উদ্ধার করেন—জাঁহাপনার প্রতাপ প্রভুত্ব জেনে শুনেও সেই আওরাতকে নিজ প্রাসাদে রক্ষা করেছেন—জাঁহাপনাকে উপেক্ষা করে তাকে আশ্রয় দান করেছেন। শুধু তাই নয়—দম্ভভরে বলেছেন,—তোমা-দের দাম্ভিক নবাবের বাহুতে কত শক্তি একবার তা দেখ্‌বো।"

রোষে নবাবের নয়ন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। রোষ-কম্পিত কণ্ঠে নবাব বলিলেন,—"বটে ! এত গর্ব্ব—এত স্পর্দ্ধা সে বেতমিজ্‌ কাফে-রের। উত্তম—নবাবের বাহুতে শক্তি আছে কিনা—অচিরেই সে কাফের প্রত্যক্ষ দেখ্‌বে। তার মহাজন—রাজ দুর্গের-ভগ্ন-স্তূপের উপর নবাবের বাহুবল দেখ্‌বে—তার প্রাসাদ, তার রাজ্য শশ্মানে পরিণত করে—তাকে মর্ম্মে মর্ম্মে জানিয়ে দেব—নবাবের বাহুতে শক্তি আছে কিনা,—তার হৃদয়ের গাঢ় তপ্ত শোণিতে লিখে দেব—নবাবের বাহুতে শক্তি আছে কিনা। তার ঐশ্বর্য্য সম্পদ সিংহাসন গঙ্গা-গর্ভে নিমজ্জিত করে জানিয়ে দেব—নবাবের বাহুতে শক্তি আছে কিনা।

"লতি খাঁ, যাও—সৈন্য সজ্জিত করবার আদেশ দাও।"

কুর্নিশ করিতে করিতে লতি খাঁ প্রস্থান করিল।

নবাব তখন ডাকিলেন,—"আলিম খাঁ"—

"মেহের বান"—

"তুমি কাল প্রভাতেই কাফের দেবনাথকে গিয়ে আমার আদেশ জানাবে যে—যদি সে নিজে উপঢৌকন সহ রমণীকে নিয়ে যুক্ত করে আসে—তবে তাকে আমি এখনও মার্জ্জনা করতে পারি। আর যদি সে আমার এ আদেশ উপেক্ষা করে, তবে তাকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বল্‌বে। হয় সেই রমণীকে, আর না হয়—সেই কাফের দেবনাথের মুণ্ড—এই উভয়ের মধ্যে একটা আমি চাই-ই। এই আমার প্রতিজ্ঞা। আলিম খাঁ—তীব্র নিরাশা, দারুণ আঘাত—গুরু অপমান—ভীষণ দাহ—আমার অস্থি-মজ্জা-মেদ ভেদ করে ছুটেছে। অনল—অনল প্রবাহ—আমার সর্ব্বাঙ্গে—অন্তরে—নয়নে—শিরায়—উপশিরায় অনল প্রবাহ। ওঃ বড় জ্বালা—বড় অপমান। দেবনাথ! এ রুদ্ধ অপমান—এ অনল প্রবাহ—এ অন্তর্ভেদী জ্বালা—তোমার উপর যখন উদ্গীরিত করবো, তখন সে প্রচণ্ড অনলে তোমার সংসার,—রাজ্য-সিংহাসন—সব ভস্ম হবে, সব রসাতলে যাবে।

"আলিম খাঁ শপথ কচ্ছি—আল্লার নামে শপথ কর্চ্ছি—কাফের দেবনাথকে বধ না করে আমি মরবো না—আজ থেকে এই আমার সঙ্কল্প—এই আমার প্রতিজ্ঞা। এ অটল সঙ্কল্প হতে স্বয়ং দিল্লীশ্বরও আমায় বিচ্যুত করতে পারবেন না।

"ওঃ—ভীষণ—ভীষণ—বড় ভীষণ অপমান।

"আলিম খাঁ সিরাজী দাও—জল্‌দি—জল্‌দি—সিরাজী দাও—আমায় বিস্মৃতি দাও—শান্তি দাও।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"কি সংবাদ সৈনিক ?"

"নবাব দূত, আপনার দর্শন প্রার্থী।"

"কি প্রয়োজনে ?"

"তা জানি না প্রভু।"

"উত্তম—তাকে আস্‌তে দাও।"

অভিবাদন পূর্ব্বক প্রহরী প্রস্থান করিল। রাজাও চিন্তান্বিত হইলেন। ক্ষণিক চিন্তান্তে রাজা বুঝিলেন,—সহসা নবাব-দূতের আগমনের কারণ কি। রাজার নয়ন, বদন ঘৃণায় ও ক্রোধে আর-ক্তিম হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে আলিম খাঁ কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে একটা কুর্ণিশ করিল।

রাজা তাহা কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়াই গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে তুমি ?"

"আমি নবাব-দূত, নাম আলিম খাঁ।"

"এখানে কি প্রয়োজনে ?"

"প্রয়োজন কিছু নেই—তবে জান্‌তে চাই—আপনি এক বিধবা রমণীকে নবাবের কবল হতে বিচ্ছিন্ন করে আশ্রয় দিয়েছেন কিনা ?"

"হাঁ—আশ্রয় দিয়েছি।"

রাজার সতেজ সত্য উত্তরে আলিম সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। ঈষৎ

রূঢ়ভাবে কঠোর কণ্ঠে আলিম খাঁ বলিল,—"আপনার স্পর্দ্ধা দেখ্‌ছি—আকাশ স্পর্শী। কিন্তু এ স্পর্দ্ধা আর অধিক দিন থাক্‌বে না—অচিরে ভেঙ্গে—ভূমে লুটাবে। নবাবের আজ্ঞায় আমি আপনার এ অন্যায় কার্য্যের কৈফিয়ৎ চাচ্ছি। কোন্ ভরসায়, কোন্ সাহসে আপনি সেই রমণীকে আশ্রয় দিয়েছেন, তার কৈফিয়ৎ দিন।"—

"আমি কৈফিয়ৎ দেবো না।"

"কৈফিয়ৎ দেওয়া না দেওয়া অবশ্য আপনার ইচ্ছাধীন। কিন্তু দিলে আপনার মঙ্গল হ'তো।"

"মানুষের মঙ্গলামঙ্গল ঈশ্বরের হাতে, নবাবের হাতে নয়। শোন উপদেষ্টা, অন্য কোন প্রয়োজন যদি না থাকে,—তবে স্ব-স্থানে প্রস্থান কর। বৃথা বাক্যে সময় নষ্ট করবার ইচ্ছা আমার নাই।"

"কৈফিয়ত যখন দিলেন না,—তখন নবাবের আদেশ শুনুন রাজা। যে রমণীকে আপনি দয়ালু নবাবের দয়ার আশ্রয় হ'তে, মেহেরবানী হ'তে বঞ্চিত করে, নিজে আশ্রয় দান করেছেন, সেই রমণীকে নিজে নিয়ে গিয়ে নবাব-চরণে উপঢৌকন প্রদান করতে হবে—এই নবাবের আদেশ।"

"এর উত্তর—বাক্যে নয়—অস্ত্রে দেব। তুমি দূত তাই দণ্ড হ'তে নিস্তার পেলে। তোমার সেই মোগল কলঙ্ক নবাবকে ব'লো,—বাঙ্গালী এখনও বীর্য্যহীন,—শক্তিহীন,—ধর্ম্মহীন হয় নাই—এখনও মনুষ্যত্ব বিবেক বিসর্জ্জন দেয় নাই। আর বলো—রাজা দেবনাথ শিশু নয়,—অবলা রমণী নয়,—অশীতিপর অথর্ব্ব বৃদ্ধ নয়—তার বাহুতে

শক্তি আছে,—হৃদয়ে সাহস আছে,—নয়নে জ্যোতি আছে,—সে সবল—সুস্থ—সশস্ত্র। নবাবের রক্ত আঁখি দর্শনে সে ভীত হয় না।"

"বৃথা ক্রোধে আত্মহারা হয়ো না রাজা। বেশ করে স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা কর—ভবিষ্যতের উজ্জল আলোকের পথে সূক্ষ্ম দৃষ্টি স্থাপনে বল,—সে রমণীকে দেবে কিনা?"

"কিছুতেই নয়।"

"রাজা তুমি বালক নও,—নির্ব্বোধ নও,—এখনও সময় দিচ্ছি—চিন্তা কর।"

"এ চিন্তার কথা নয়,—এতে চিন্তার কিছুমাত্র নাই। এ মানুষের কর্ত্তব্য—স্বাভাবিক ধর্ম্ম। অবলা অত্যাচার পীড়িতা রমণীকে রক্ষা করা,—আশ্রয় দেওয়া—এ মানবের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম—শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্ম আমি পালন করেছি। শোন দূত—ত্রিভুবন যদি আমার বিরোধী হয়, তথাপিও আমি যাঁকে মাতৃ সম্বোধনে আশ্রয় দান করেছি,—তাঁকে কখনই পরিত্যাগ করবো না।"

"যদি পরিত্যাগ না কর, তবে রণ-সজ্জায় প্রস্তুত হও।"

"আমি সতত প্রস্তুত।"

"এক অনাত্মীয়া রমণীর জন্য তোমার এই ষড়ৈশ্বর্য্যময় রাজ্য—স্বর্ণ-সিংহাসন,—সাধনার মানব-জীবন, সব বিসর্জ্জন দেবে?"

"দেব। এ অস্থায়ী রাজ্য-সিংহাসন বিনিময়ে বিধাতার নিকট এক চিরস্থায়ী চিরবসন্তময়—শান্তিময় সীমাহীন রাজ্য,—অক্ষয় ধাতু গঠিত—চন্দ্র-সূর্য্য-কিরণ-দীপ্ত সিংহাসন নেব। আর জগতে থাকবে

অনন্ত কাল ব্যাপী অবিনশ্বর নাম—অটুট কীর্ত্তি,—অক্ষয় যশ। এই তো আমার জীবন। এই তো আমি চাই।"

"তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত?"

"মৃত্যু! বল্লুম তো মোগল—মৃত্যু আমার নাই। মৃত্যু আসে পাপী-ভোগী-বিলাসীর কাছে—মৃত্যু আসে অকর্ম্মণ্য অলস অক্ষমের কাছে। যার যশ আছে, কীর্ত্তি আছে—মৃত্যু তার কাছে আসে না,—আস্‌তে সাহস করে না, যাও দূত—আমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

"'রাণী জ্যোতির্ম্ময়ী"—

"এই যে প্রভু।"

"রাণি, নবাব আমার নিকট দূত পাঠিয়েছিল।"

"কেন?"

"কেন শুন্‌লে তুমি হয়তো ক্রোধে ক্ষিপ্তা হয়ে উঠ্‌বে। নবাব আমার নিকট কৈফিয়ত চায়।"

"কিসের?"

"বিধবাকে আশ্রয় দেওয়ার।"

"কৈফিয়ত দিয়েছ?"

"তোমার স্বামী অতটা হীন নয়। আমি কৈফিয়ত দিই নাই।"

"তাতে মোগল দূত কি বল্লে?"

"কিছু না। শুধু আদেশ করলে,—সেই অনাথিনী, অভাগিনী অসহয়া রমণীকে নবাব চরণে উপঢৌকন দিতে।"

ক্রোধে রাণী জ্যোতির্ম্ময়ীর নয়ন জলিয়া উঠিল। স্ফুরিত—কম্পিত অধরে ক্রোধ জড়িত স্বরে রাণী বলিলেন,—"এ বাক্যের উত্তর স্বরূপ, দূতের জিহ্বা কর্ত্তন করেছ বোধ হয়।"

"না, তা করিনি, সে দূত,—নবাবের আজ্ঞাবাহী মাত্র, তার অপরাধ কি? প্রধান অপরাধী সেই নর-দস্যু নবাব। তারই শাস্তির প্রয়োজন। সে শাস্তি দেবার সুযোগও উপস্থিত।

ক্রোধোন্মত্ত নবাব—আমায় আক্রমণ করবার জন্য রণ-সাজে সজ্জিত হয়েছে।"

"আর তুমি?"

"আমার ক্ষুদ্র বাহিনীও সজ্জিত। তারা কেবল আমার অপেক্ষা কচ্ছে। রাণি, আজ বাঙ্গালীর বাহুবলের পরীক্ষা। তাই—তাই যুদ্ধ যাত্রার পূর্ব্বে তোমার নিকট বিদায় নিতে এলুম। তোমার প্রেমে আমায় শক্তিমান কর প্রেমময়ী, তোমার প্রার্থনায় আমায় জয়ী কর সতী, তোমার স্বভাব সুন্দর হাস্যে, অকম্পিত হৃদয়ে আমায় রণবেশে সজ্জিত করে দাও শক্তিময়ী"—

"আর তার সঙ্গে আমাকেও রণসাজে সাজিয়ে দাও মা!"

বলিতে বলিতে এক উন্নতকায় সুগঠিত বপু—সবল সুন্দর যুবক কক্ষে প্রবেশ করিয়া পুনরায় বলিলেন,—

"পিতা আমায় এ মহাপুণ্য সঞ্চয়ে এ মহতীমহান গৌরব অর্জ্জনে আহ্বান করেন নাই। কিন্তু বীরের সন্তান আমি—আমায় বীর ধর্ম্ম পালনে বাধা দিও না—এই তোমাদের চরণে আমার একমাত্র আকুল প্রার্থনা। দাও মা দাও—আমায় রণবেশ পরিয়ে দাও।"

"তোমায় আমি রণবেশ পরিয়ে দেবো দাদা!"

জল তরঙ্গের ন্যায় রাজনন্দিনী জ্যোৎস্নাময়ী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সহোদর বিশ্বনাথের হস্ত ধারণ করিলেন।

হর্ষোৎফুল্ল অন্তরে আনন্দ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে রাজা বলিয়া উঠিলেন—

"বাঃ—চমৎকার দৃশ্য! স্বর্গের পুণ্যছবি মর্ত্ত্যে ফুটে উঠেছে। শত সৌভাগ্য আমার, তাই এমন পুত্র কন্যা পেয়েছি। বিশ্বনাথ, তুমি

আমার উপযুক্ত পুত্র,—আমার গৌরব—আমার যোগ্য বংশধর। দে মা জ্যোৎস্না তোর দাদাকে রণবেশ পরিয়ে দে।” প্রভাত কিরণ তুল্য মধুরোজ্জল হাস্যে কক্ষ মাতাইয়া—রাজবালা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হস্ত ধারণে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রাণীও আনন্দিত চিত্তে স্বীয় স্বামীকে রণবেশে সাজাইয়া—অম্লান অকাতর বদনে—বিদায় দান করিলেন।

রাজা রাণীর নিকট বিদায় লইয়া দুর্গে বা রণক্ষেত্রে যাইলেন না—তাঁরই অপর একটী মহলে যাইয়া রাজা উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—

“জননী”—

“এস পুত্র আমার। একি! এ রণবেশ কেন সন্তান?”

“নবাবের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে আমায় এই মুহূর্ত্তে যুদ্ধে যেতে হবে! তাই তোমার কাছে—আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করতে এসেছি।”

“সহসা নবাবের এ সমর সজ্জার কারণ কি?”

“কারণ—অত্যধিক অহঙ্কার।”

“উপস্থিত কারণও কি এই?”

“হাঁ”—

“তুমি যথার্থ কারণ না বল্লেও আমি বুঝেছি। বুঝেছি—নবাবের এ আক্রমণ—এ সমর সজ্জা শুধু আমার জন্য।

“রাজা, তুমি লক্ষ লক্ষ নরনারীর ভাগ্য বিধাতা—লক্ষ লক্ষ নরনারীর মঙ্গলামঙ্গল তোমারই উপর নির্ভর কচ্ছে। তোমারই অন্নে তোমারই আশ্রয়ে শত সহস্র নরনারী পালিত—পরিবর্দ্ধিত হচ্ছে। তুমি একটা সুবিশাল জনপদের অধীশ্বর—একটা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা

তুমি—বাঙ্গালীর বীরত্বের আদর্শ,—উপমা—বাঙ্গালীর গৌরবের পরিচয়—বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-মুকুট,—বাংলার ভূষণ,—মহামূল্য জীবন তোমার। আর আমি—এক দীনা হীনা—অভাগিনী ভিখারিণী রমণী, আমার জন্য—কেন রাজা সহস্র সহস্র জীবন নাশ করবে? বাঙ্গালীর শোণিত-প্রবাহে বঙ্গ-প্লাবিত করবে? কেন নিজের প্রতিষ্ঠা,—সুখ-সম্পদ বিসর্জ্জন দেবে? হয় তো জীবনও হারাবে। তাই বলি—তুচ্ছ কারণে, সামান্যা রমণীর জন্য—নিজের বিপদকে আহ্বান করো না। এ যুদ্ধে ক্ষান্ত হও—আমায় পরিত্যাগ কর পুত্র।"

"পুত্র জননীকে ত্যাগ করবে! অসম্ভব—অসম্ভব। এ অসম্ভব যেদিন সম্ভব হবে, সে দিন আঁধারের গর্ভে বিধাতার এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি ডুবে যাবে।"

"কিন্তু আমার জন্য, কেন সহস্রের প্রাণ যাবে?"

"তোমার জন্য প্রাণ যাবে না,—যাবে ধর্ম্মের জন্য,—যাবে মুক্তির জন্য।"

"তথাপি আমি উপলক্ষ্য।"

"উপলক্ষ্যই যে বিধাতার ইঙ্গিত জননী। বলদীপ্ত মোগল অত্যাচারে ক্ষিপ্ত। যদি প্রশ্রয় পায়—তবে প্রতিদিন তারা কুল-কামিনীর ধর্ম্ম নাশ করবে,—হিন্দুর মন্দির ভঙ্গ করে মস্‌জিদ্‌ নির্ম্মাণ করবে,—হিন্দুর অর্থ শোষণ করে—বিলাসিতায় ব্যয় করবে। দেখ্‌ছো না মা, সেই কোন সু-দূর দেশ হতে এসে কেমন করে, কি ভাবে—এরা কোটী কোটী ভারতবাসীকে শক্তিহীন, অন্নহীন করে কুকুরের ন্যায় ইঙ্গিতে

উঠাচ্ছে—বসাচ্ছে। ভারতের বুকে বসে,—ভারতের অর্থ নিয়ে তারা ছিনি-মিনি খেল্‌ছে।

"এত অহঙ্কার এই মোগলের যে,—হিন্দুকে তারা মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। হিন্দুর ধর্ম্ম, হিন্দু রমণীর সতীত্ব তাদের নিকট খেলার সামগ্রী। আমি শুদ্ধ মাত্র তাদের এই—অভ্র-ভেদী অহঙ্কার,—এই অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করছি। আমি মোগলকে জানিয়ে দিতে চাই,—হিন্দু নারীর সতীত্ব সুলভ নয়। আমি শুদ্ধ মোগলকে বুঝিয়ে দিতে চাই,—বাঙ্গালীর বাহুবল এখনও নির্জ্জীব—নিস্তেজ হয় নি,—বাঙ্গালীর ধর্ম্ম এখনও মোগল-পদানত হয় নাই। ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়—নারীর রক্ষায়, বাঙ্গালী এখনও অকাতরে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে পারে।

"আমায় আশীর্ব্বাদ কর মা,—যেন ধর্ম্ম-যুদ্ধে জয়ী হই—যেন বাঙ্গালীর পরিচয় রক্ষায়, মুখ রক্ষায়, সক্ষম হই,—যেন অত্যাচারীর দমন করে, আবার তোর চরণ বন্দনা করতে পারি।"

"তবে তাই হোক রাজা! তবে যাও পুত্র, ধর্ম্মের আহ্বানে,—ঈশ্বর প্রেরণায়,—ছুটে যাও—সমরাঙ্গনে। তবে যাও বৎস,—বাঙ্গালীর বীরত্ব প্রতিষ্ঠায়,—গর্ব্ব-স্ফীত হৃদয়ে, জয়-দীপ্ত-ললাটে—বিজয় মাল্যে কণ্ঠ-ভূষিত করে, আবার ফিরে এস। আবার বাঙ্গালীর জয়-নাদে কেঁপে উঠুক আসমুদ্র হিমাচল। আবার প্রভাতারুণের ন্যায়,—বিশ্ব আলোকিত করে,—ফুটে উঠুক বাঙ্গালীর যশোবিভা।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিন্দু-মুসলমানে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। উন্মাদের ন্যায় উভয় পক্ষই রণ-রঙ্গে মাতিল। রাজা দেবনাথ ও কুমার বিশ্বনাথের জ্বলন্ত অগ্নি উদ্দীপক উৎসাহ-বাক্যে, হিন্দু সৈন্য মা-কালীর জয় রবে মৃত্যু বক্ষে ঝম্প প্রদান করিল। মোগলও হীন বীর্য্য নয়, তাহারাও আল্লা হো ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রকম্পিত করিয়া হিন্দু-সৈন্য মথিত করিতে লাগিল।

আজ হিন্দু-মুসলমানের শক্তি পরীক্ষা,—আজ রাজা দেবনাথের ভাগ্য নির্ণয়,—আজ পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ। কে হারে, কে জেতে, কিছুই তার বুঝিবার উপায় নাই।

সমস্ত বাংলা, উদ্‌গ্রীব উৎসুক ব্যাকুল হৃদয়ে—এই ভীষণ যুদ্ধের পরিণাম ফল দেখিতে অপেক্ষা করিতে লাগিল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা যুদ্ধের ফলাফলের জন্য—স্থির কর্ণে প্রতীক্ষায় থাকিল। বাঙ্গালীর আশা ভরসা,—বাঙ্গালীর গৌরব-গরিমা রাজা দেবনাথের মঙ্গল-প্রার্থনা—প্রতি নরনারীর অন্তস্থল হইতে উত্থিত হইল। বুঝি সে আকুল ধ্বনি—ব্যাকুল প্রার্থনা,—ঈশ্বরের মর্ম্ম স্থলে আঘাত করিল।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে নবাবেরও ভাগ্য—অতল অন্ধকার গর্ভে নিমজ্জিত হইল। পরাজিত নবাব রণ-স্থল ত্যাগ করিলেন।

বাংলার প্রতি পল্লীতে, প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, 'রাজার জয়-গান উত্থিত হইল। সমগ্র বাংলা আনন্দ-তরঙ্গে উৎসব-রঙ্গে মাতিল।

শোক দুঃখ, ব্যথা জ্বালা, অভাব অভিযোগ বিস্মৃত হইয়া—বাঙ্গালী রাজা দেবনাথের সম্বর্দ্ধনা করিল। হাস্য-হিল্লোলে—আনন্দ কল্লোলে —সমগ্র বাংলা পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু দিনের জন্য। আবার নবাব রণ-সাজে সজ্জিত হইলেন—আবার বাঙ্গালীর হাস্য শুকাইল,—আবার বাংলা বিমর্ষ ভাব ধারণ করিল, আবার হিন্দু-মুসলমানে তুমুল ভীষণ সমর বাধিল,—আবার জয়-লক্ষ্মী বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথের কণ্ঠে বিজয়-মাল্য পরাইয়া দিলেন। বঙ্গেশ্বর বাঙ্গালী-বীরের বিক্রমে পরাস্ত হইয়া, লাঙ্গুল কুণ্ডয়নে প্রস্থান করিলেন। কাফেরের নিকট পরাজয় নবাবকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। নবাব পুনরায় বাঙ্গালী-বীরকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু হায়—এবারও পরাজিত হইলেন। এইরূপে নবাব উপর্য্যুপরি ছয় বার বঙ্গ-বীর রাজা দেবনাথকে আক্রমণ করিলেন, ছয়বারই বিজয়-লক্ষ্মী নবাবের প্রতি বিরূপ হইলেন। তখন জল কল্লোলের ন্যায় রাজা দেবনাথের জয়ধ্বনি ব্যোম বিদীর্ণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পথে মাঠে ঘাটে সর্ব্বত্র ধ্বনিত হইল,—

"জয় বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথের জয়।"

পুরাঙ্গনার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"জয় বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথের জয়।"

বালক-বালিকার কোমল-কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হইল,—

"জয় বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথের জয়।"

বাংলার প্রান্ত হতে প্রান্তান্তরে প্রতিধ্বনি উঠিল,—

"জয় বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথের জয়।"

সে গুরু-গম্ভীর জয়ধ্বনি, নবাবের কর্ণে শত বজ্রের ন্যায় ধ্বনিত হইয়া—নবাবের হৃদয়ে প্রলয়াগ্নি জ্বালিয়া দিল। পরাজিত নবাব অত্যল্প কাল মধ্যে বিরাট সৈন্য সংগ্রহে,—বিশাল বাহিনী লইয়া রাজা দেবনাথকে আবার আক্রমণ করিলেন। রাজাও অরিন্দম তেজে প্রতি আক্রমণ করিলেন। সকলেই বুঝিল,—এই যুদ্ধই শেষ যুদ্ধ। এই যুদ্ধেই হিন্দু মুসলমানের উত্থান পতন নির্ণীত হইবে। সকলেই শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে, নির্নিমেষ নয়নে রাজার প্রতি চাহিয়া রহিল।

দলে দলে লগুড় ধারী বাঙ্গালী, অযাচিত ভাবে আসিয়া রাজার সৈন্যদল পরিপুষ্ট করিল। রাজা সেই সব দেশ-ভক্ত, মাতৃ-ভক্ত, বঙ্গ-জননীর গৌরব-প্রয়াসী সৈন্য সহায়ে, মোগল বাহিনীকে প্রমত্ত মাতঙ্গবৎ আক্রমণ করিলেন। নবাব আশা করেন নাই,—রাজা এত সৈন্য সংগ্রহে সক্ষম হবেন। এখন কাফেরের সংখ্যাধিক্যে, নবাব রোষে ক্ষোভে জ্বলিয়া উঠিলেন। তারপর যখন—মাতৃ-সেবক,—বীর-মন্ত্র-উপাসক,—লগুড়ধারী বাঙ্গালীর লগুড়াঘাতে তাঁর অস্ত্রধারী পদাতিকেরা অস্ত্রহীন ও আহত হইতে লাগিল,—তখন নবাবের ক্রোধ মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় পূর্ণ তেজে প্রজ্জ্বলিত হইল। নবাব চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাতে দেখিলেন,—সাক্ষাৎ শমনের ন্যায় রাজা দেবনাথ মোগল সৈন্য সংহার করিতেছেন। ক্রোধোন্মাদ নবাব তখন হিতাহিত জ্ঞান শূন্যে অতি দ্রুতবেগে রাজার প্রতি ধাবমান হইলেন। রাজা তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বীয় সৈন্য-চক্র হইতে কিছু দূরে আসিয়া উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

নবাব রাজ-সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া—রোষ দীপ্ত কণ্ঠে বলিলেন,—

"কাফের, আজ তোমার বক্ষ শোণিতে আমার পুনঃ পুনঃ পরাজয়-কলঙ্ক বিধৌত করবো। সাধ্য থাকে আত্ম রক্ষা কর।"

প্রত্যুত্তরে দৃঢ় কণ্ঠে রাজা বলিলেন,—"নবাব—বাক্য আর কার্য্য এক নয়।"

"কাফেরের নিকট বাক্য ও কার্য্য এক না হতে পারে, কিন্তু মোগলের নিকট এক।"

বাক্য সহ নবাব রাজাকে সমস্ত শক্তি প্রয়োগে আক্রমণ করিলেন। রাজা অতি ধীরতা সহ নবাবকে প্রতি আক্রমণ করিলেন।

ক্রোধে মানুষ কৌশল হারায়, নবাবও হারাইলেন। এমন কি আত্ম রক্ষার প্রতিও তাঁহার দৃষ্টি রহিল না। সহসা রাজার ভীম করবাল আঘাতে নবাবের অসি হস্তচ্যুত হইয়া দূরে নিপতিত হইল। রাজাও পলকে—নবাবের হস্ত প্রবল আকর্ষণে—নবাবকে ভূপাতিত করিয়া বজ্রকণ্ঠে বলিলেন,—

"নবাব, কাফেরের বাহুতে শক্তি আছে কি না,—এইবার বোধ হয় তা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছ। ইচ্ছা করলে—একটা অতি ক্ষুদ্র কীটের ন্যায় তোমায় সংহার কুরতে পারি;—কিন্তু তা করবো না। বাঙ্গালী রাজ্য প্রয়াসী নয়, শান্তি প্রয়াসী। যাও তোমায় আমি প্রাণ ভিক্ষা দিলুম—কিন্তু সাবধান, জীবনে আর কখনও রমণীর প্রতি কু-দৃষ্টিতে চেয়ো না,—হিন্দুর ধর্ম্মে আঘাত করো না,—করলে আর কখনও ক্ষমা পাবে না। যাও"—রাজা নবাবের হস্ত পরিত্যাগ করিলেন। সহসা মোগল সৈন্যের দৃষ্টি নবাবের উপর পড়িল। প্রভুর বিপদ দর্শনে মোগল বাহিনী নবাবের উদ্ধারার্থে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। রাজাও

চকিত গতিতে স্বীয় বাহিনী মধ্যে আসিলেন, মোগলের ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যাইল,—বাহিনী ছত্র-ভঙ্গ হইয়া পড়িল। এই উত্তম সুযোগ বুঝিয়া রাজা অমিত পরাক্রমে—মোগল বাহিনীর উপর প্রলয়োচ্ছ্বাসের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। সে প্রবল তরঙ্গ স্রোতে মোগল বাহিনী ভাসিয়া যাইল।

আবার-আবার বাংলার পুণ্য আকাশ প্রকম্পনে নিনাদিত হইল,—

"জয় বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথের জয়।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"কাফেরের নিকট পরাজয়! ওঃ মেহেরবান খোদা, এ কি অপমানের পর্ব্বতভার শিরে ঢেলে দিলে আমার, এ কি জ্বালা নয়নে,—এ কি তীব্র অগ্নি হৃদয়ে,—এ কি দাহ সর্ব্বাঙ্গে। নিভিয়ে দাও—এ নিযুত-শাখা-বিস্তারী অগ্নি,—ঘুচাও—ঘুচাও,—এ অপমান।"

হে করুণাবান মালেক,—কোন অপরাধে এ গুরু দণ্ড দিলে—যার স্মরণে মৃত্যুইচ্ছা জেগে ওঠে, মনে হয় অন্ধকারে মিশে যাই। ওহোঃ জ্বলে গেল, জ্বলে গেল,—পুড়ে গেল—অন্তর—ওঃ—ওঃ—"

অসহনীয় ক্রোধে নবাব সবেগে আসন ত্যাগ করিলেন, দেহ-ভারে আসন টলিল, কক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। সম্মুখে ক্ষুদ্র এক আধারোপরি স্বর্ণ-পাত্রে সিরাজী ছিল,—নবাব সজোরে আধারে পদাঘাত করিলেন, সিরাজীসহ আধার ভূমে লুণ্ঠিত হইল। নবাবের শিরে উষ্ণীষ নাই,—কটিদেশে তরবারি নাই। বেশও অতি সামান্য—অযত্ন ন্যস্ত, কেশ রুক্ষ, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, নয়ন রক্তিম, বদন বিশুষ্ক। নবাব ধীরে ধীরে কক্ষে পদ-চারণা করিতে লাগিলেন। নবাবের নয়ন কখনও খদ্যোতের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেছে—কখনও মৃতের নয়নবৎ নিশ্চল নিষ্প্রভ হইতেছে। হস্ত কখনও মুষ্টিবদ্ধ, কখনও বা কেশগুচ্ছ সজোরে আকর্ষণ করিতেছিল। নবাবের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিতেছিল। সজ্জিত বিলাস-কক্ষের প্রত্যেক দ্রব্যটীও যেন নবাবের চক্ষে বিসদৃশ প্রতীয়মান হইতেছিল।

কক্ষ ভিত্তি-গাত্রে এক বৃহৎ দর্পণ সম্মুখে,—একটী স্ফটিক নির্ম্মিত পূর্ণ যৌবনা,—অর্দ্ধ বিবসনা রমণী মূর্ত্তি কক্ষ শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। মূর্ত্তিটী নবাবের বড় প্রিয়,—বড় আদরের ছিল—তাই নবাব বড় যত্নেই তাহাকে বিলাস-কক্ষে স্থান দান করিয়াছিলেন, সহসা নবাবের দৃষ্টি মূর্ত্তিটীর উপর নিপতিত হইল। নবাব দেখিলেন,—রমণী মূর্ত্তি যেন তাঁহারই প্রতি চাহিয়া আছে। নবাব পদ-চারণা করিতে করিতে মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে আসিলেন—তথাপিও নবাব দেখিলেন,—রমণীর দৃষ্টি তাঁরই উপর,—দক্ষিণ পার্শ্বে আসিলেন, রমণীর দৃষ্টিও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আসিল। নবাবের প্রতীয়মান হইল—রমণী যেন, প্রখর দৃষ্টিতে তাঁকে তিরস্কার করছে,—উপহাসে যেন বল্‌ছে—

'ছিঃ—ছিঃ—এই বুঝি তুমি মহাবীর, মহারথী, বাংলার মহা শক্তিশালী শাসক!'

জ্বালায়, যন্ত্রণায় চিত্তহারা নবাব সবেগে মূর্ত্তি-বক্ষে পদাঘাত করিলেন। বহুমূল্য পাষাণ মূর্ত্তি স-শব্দে ভূমে পড়িয়া শতধা চূর্ণ হইল। সেই শব্দ রাশি নবাবের কর্ণে বিদ্রূপ ধ্বনির ন্যায় বাজিল। নবাব অস্ফূট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"জাঁহাপনা"—

চমকিত ভাবে নবাব বলিয়া উঠিলেন,—

"কেও"—

"আমি—আলিম খাঁ।"

"আলিম খাঁ! এসেছ! এস এস—আমি তোমাকেই খুঁজ্‌ছিলুম।"

"কেন জাঁহাপনা ?"

"জাঁহাপনা! কে জাঁহাপনা ? আমি!! না, না আলিম, ও নামে আর আমায় সম্ভাষণ করোনা। আমি আর জাঁহাপনা নই, আমি আর নবাব নই। নবাবের গর্ব্ব সাগর গর্ভে লীন হয়েছে,—জাঁহাপনা সম্বোধন এখন ব্যঙ্গের প্রতিধ্বনির মত কর্ণে আঘাত করে।

আলিম—আলিম—দেখেছ কি ? আর কখনও দেখেছ কি ? বাংলার নবাবকে সাত সাত বার এক কাফেরের নিকট—ভুঁইঞার নিকট পরাজিত হয়ে ফিরে আস্‌তে দেখেছো কি ? কোথাও—কখনও শুনেছ কি ? যা অসম্ভব—অগোচর, অচিন্তনীয় তাই আজ সত্য হল,—প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হল।

সমগ্র বাংলার অধরে আজ উপহাসের মসী-হাস্য ফুটে উঠ্‌ছে,—নয়নে তাদের অবজ্ঞার ভাব খেল্‌ছে। ওঃ—কি মর্ম্মদাহী মর্ম্মচ্ছেদী অপমান,—কি শোচনীয় পরাজয়! চিন্তায় নিজের কণ্ঠনালী সজোরে চেপে ধরতে ইচ্ছা করে। আলিম,—আলিম,—আমি সব হারিয়েছি,—আমি এখন, যেন নিরয়-অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপিত—অতীত জীবাত্মা। শুধু দাহ আছে—যাতনা আছে—কার্য্য নাই,—শক্তি নাই।"

"আজ একি দেখ্‌ছি নবাব ?"

"কি দেখ্‌ছো ?"

"আপনার একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন !"

"পরিবর্ত্তন! কোথায় দেখ্‌ছো পরিবর্ত্তন ? আলিম বাইরের এই

অতি সামান্য পরিবর্ত্তন দেখেই তুমি আশ্চর্য্য হচ্ছো! যদি অন্তর দেখবার দৃষ্টি শক্তি থাকতো—তবে দেখ্‌তে কি এক ভয়ঙ্কর—মহা প্রভঞ্জন সেখানে হুহু গর্জ্জনে অবিরত বয়ে যাচ্ছে। দেখ্‌তে,—সেখানে কেবল লেলিহান—অনল ধূ ধূ করে জ্বলছে। উত্তাপে তার দেহের শোণিত শুষ্ক হয়ে গেছে। বড়,—বড় জ্বালা,—বড় উত্তাপ। অসহ্য,—অসহ্য—আলিম দোস্ত আমায় বাঁচাও,—আমায় রক্ষা কর।"

"এতটা অধৈর্য্য হওয়া—বঙ্গেশ্বরের শোভা"—

বাধাদানে নবাব বলিয়া উঠিলেন,

"অধৈর্য্য! না, আলিম, অধৈর্য্য নই,—অধৈর্য্য হলে এখনও আমায় জীবিত দেখ্‌তে না।"

"তবে স্থির হয়ে বসুন, স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করুন,—উপায় উদ্ভাবন আপনিই হবে।"

"উপায় হবে! সত্য বলছো—উপায় হবে! না—না—এ অসম্ভব।"

"অসম্ভব দুনিয়ায় কিছু নেই জাঁহাপনা।"

"যদি উপায় করতে পার দোস্ত, তবে বঙ্গের নবাব তোমার নিকট আমরণ বিক্রীত হয়ে থাক্‌বে,—সিংহাসনে—নবাবের দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার স্থান হবে। বল—বল দোস্ত কি উপায়?"

"শুনুন জনাবালী—রাজা দেবনাথের বিরুদ্ধে দিল্লী দরবারে আর্জ্জী করুন। লিখুন যে, রাজা দেবনাথ অত্যাচারী বিদ্রোহী। সমস্ত বাংলায় সে বিদ্রোহের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিয়েছে,—বাঙ্গালীকে মোগল বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। তার বিদ্রোহিতায় বাধা

দেওয়ায়, সে ষড়যন্ত্র ও কৌশল করে, বহু সরকারী সৈন্য ধ্বংস করেছে, তার সৈন্য, আগ্নেয়াস্ত্র, শক্তি, সাহস দিনে দিনে বর্দ্ধিত হচ্ছে। হয় তো তার দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ, মোগল-ভাগ্যাকাশ বিদীর্ণ করে স্ফীত হয়ে উঠবে। অচিরেই তার দমন প্রয়োজন। নতুবা মোগলের রাজ্য—মোগলের প্রভুত্ব যায়। আশি হাজার সৈন্য ও দশ হাজার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যতীত—সে নব-বল দীপ্ত ভুঁইঞা রাজাকে মোগল অধীনে আনয়ন করা অসম্ভব। বাংলা সরকারের বহুসৈন্য সেই দুর্দ্দান্ত রাজার কৌশলে—অতর্কিত নিশা আক্রমণে নিহত। যা অবশিষ্ট আছে—তা বাঙ্গালী রাজার ফুৎকারে শূন্যে লীন হবে। দিল্লীশ্বর সৈন্য ও আগ্নেয়াস্ত্র না পাঠালে অচিরেই দেবনাথ বাংলা অধিকার করবে। দিল্লী সিংহাসনও নিরাপদ নয়।

"এই কথা গুলো যথাযথ ভাবে লিখে, অদ্যই দিল্লী দরবারে দূত প্রেরণ করুন। এ রাজ্য-সঙ্কট সংবাদে দিল্লীশ্বর কখনই নিশ্চেষ্ট থাক্‌বেন না। অনতিবিলম্বে প্রার্থিত অস্ত্র ও সৈন্য প্রেরণ করবেন। তখন এ অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া অসম্ভব হবে না নবাব।"

জল-মগ্ন ব্যক্তি সহসা ক্ষুদ্র কাষ্ঠ-খণ্ড দেখিলে—গভীরানন্দে সবলে সেই কাষ্ঠ-খণ্ডকে যেমন দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে—নবাব সেই রূপ সহজ সুন্দর উপায় দর্শনে—গভীরানন্দে দৃঢ় বাহু-আলিঙ্গনে—প্রিয় অনুচর আলিম খাঁকে আবদ্ধ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

পুষ্প পরিশোভিতা সুগন্ধানুমোদিতা—মৃদু মন্দ সমীরণ সেবিতা অতি সুন্দর উদ্যান। উদ্যান পার্শ্বে সাগর দিঘী—বক্ষে তার ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিভঙ্গ। দূরে বৃক্ষরাজি মস্তকে প্রভাত রবির রজত কিরণ—অঙ্গে তার অতি সুন্দর পক্ষী সকল, কণ্ঠে তাদের আকুল গান, বিশ্ব বিমোহন তান। সুন্দরে সুন্দরে আলিঙ্গন।

সেই সর্ব্ব রূপময়ী—হাস্যময়ী—নৃত্যময়ী, পক্ষী কাকলী কূজিতা সৌগন্ধ সুরভিতা সমীরণ প্লাবিতা—পুষ্পাভরণ ভূষিতা—আনন্দদায়িনী উদ্যানে আনন্দময়ী রাজ-নন্দিনী জ্যোৎস্নাময়ী সহচরী অলকাসহ পুষ্প চয়নে নিযুক্তা।

রাজ-কন্যার বদনে সরস মধুর হাস্য,—নয়নে আলোক দীপ্তি,—দেহে উচ্ছলিত যৌবন তরঙ্গ,—সৌন্দর্য্যের মোহনীয় অপূর্ব্ব ছটা। যেন জোছনা গঠিতা সে কমনীয় বপু—যেন সৌন্দর্য্যের সজীব প্রতিমা।

রাজবালা বাম করে পুষ্প ডালা গ্রহণে দক্ষিণ হস্তে পুষ্প চয়ন করিতেছিলেন। ঘন কৃষ্ণ মুক্ত অলকদাম তাঁহার পৃষ্ঠে দোদুল্যমান,—যেন চাঁদের পশ্চাতে একরাশ কাল মেঘ।

সরল মৃদু হাস্যে,—ভ্রমর গুঞ্জনে অলকা বলিল,—

"এই প্রভাতে; এত আগ্রহে এ পুষ্প চয়ন কেন রাজকন্যা?"

"মাল্য রচনার জন্য।"

"কার কণ্ঠে পরাবে? দীপেন্দ্রনাথের?"

"না।"

"তবে দেবী-মায়ীর কণ্ঠে?"

"না"—

"নিজের কণ্ঠে?"

"না"—

"পরাস্ত হলুম। এখন তুমিই বল কার কণ্ঠে এ মালা দোলাবে?"

"বঙ্গ-জননীর কণ্ঠে।"

সাশ্চর্য্যে অলকা বলিল,—

"সেকি বঙ্গ-জননীর কণ্ঠে!!"

"হাঁ অলকা—বঙ্গ-জননীর কণ্ঠে। এতে বিস্মিত হবার কিছুই নাই।"

"বঙ্গ-জননী তো নিরাকারা।"

"না অলকা—বঙ্গ-জননী নিরাকারা নন। তটিনী যাঁর হৃদয়,—শৈল শিখর যাঁর কেশ,—সু-শ্যামল উর্ব্বর রত্নময় মৃত্তিকা যাঁর কম বপু,—প্রকৃতি যাঁর রূপ,—পক্ষীর কাকলী যাঁর কণ্ঠস্বর,—সেই সর্ব্ব শোভাময়ী সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের রাণী, সর্ব্ব রত্নের খনি কীর্ত্তি কিরীটিনী বঙ্গ-জননী আমার কখনও নিরাকারা নন। তবে বিদেশীর অত্যাচারে বিমলিনা,—নিরাভরণা,—পদাঘাতে শীর্ণা ক্ষীণা। তাই আমার দীনা ভূষণহীনা,—বঙ্গ-রাণীর কণ্ঠে এই পুষ্প মালা পরিয়ে—নয়নাশ্রুতে তাঁর চরণ ধৌত করব।"

"বঙ্গ-মাতাকে এত ভালবাস তুমি?"

"হাঁ এত ভালবাসি।"

"আর তোমায় যে সকলের চেয়েও ভালবাসে, তাকে কি একটুও ভালবাস না জ্যোৎস্না?"

চমকিত চিত্তে উভয়ে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন,—দীপেন্দ্রনাথ দণ্ডায়মান। অলকা কৌতুক হাস্যে চকিতা কুরঙ্গিণীর ন্যায় পলাইল। জ্যোৎস্না স্থির ভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। দীপেন্দ্রনাথ পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—

"এ অভাগাকে কি একটুও ভালবাস না জ্যোৎস্না ?"

ধীর অবিকম্পিত কণ্ঠে রাজকন্যা উত্তর করিলেন,—

"না"—

"না! এ অসম্ভব অপ্রত্যাশিত উত্তরের কল্পনাও যে করি নাই। এ কঠোর—কঠিন উত্তরের কারণ কি জ্যোৎস্না ?"

"সহজ স্বরে এ প্রশ্ন করতে পারলে দীপেন্দ্র ? যাদের গৃহ নাই,—অন্ন নাই,—মান মর্য্যাদা নাই.—যারা ম্লেচ্ছের ক্রীতদাস, যারা অত্যাচারে প্রপীড়িতা,—অন্নাভাবে ক্লিষ্টা—যারা পশুর ন্যায় উদরের চিন্তায় সদাই বিব্রত,—যাদের সকল ইচ্ছা—সমস্ত স্বাধীনতা—মোগলের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ, যাদের স্বামী ভ্রাতা পুত্র কন্যা—জনক-জননী পর-পদলেহী—পর মুখাপেক্ষী—অত্যাচার আশঙ্কায় সদাই ভীত—ত্রস্ত—তাদের হৃদয়ে প্রেম কোথায় ? তাঁদের আছে শুধু দীনতা—হীনতা আছে শুধু শঙ্কা সঙ্কোচ।

প্রেম প্রীতি-ভালবাসা উচ্চ স্তরের জিনিস। নীচতার আধারে তার স্থান নাই।

দীপেন্দ্র, এই অত্যাচার অনাচার যদি দমন করতে পার, যদি বাঙ্গালীর বীর কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা ভিত্তি স্থাপন করতে পার, যদি বঙ্গ-জননীর কণ্ঠ হতে পরাধীনতার লৌহ নিগড় শতচূর্ণ করে, ভূ-লুণ্ঠিতা ক্রন্দন

নিরতা—মর্ম্ম ব্যথিতা জননীর নয়নের তপ্ত অশ্রু মোছাতে পার, যদি মা'র নিরাভরণা অঙ্গ,—রত্নালঙ্কারে মণ্ডিত করে,—বঙ্গের সিংহাসনে 'মা'কে অধিষ্ঠিতা করতে পার,—তবেই জেন—জ্যোৎস্না তোমার দাসী হবে। আমার সর্ব্বস্ব তোমার পদে উপহার দেবো,—তোমার ধ্যানে নিজেকে লীন করে দেব।"

"কিন্তু এ অসম্ভব"—

প্রজ্জ্বলিত নয়নে,—গর্জ্জিত কণ্ঠে—জ্যোৎস্না বলিলেন,—

"অসম্ভব! কেন—কিসের জন্য অসম্ভব বীর? তোমাদের হৃদয়ে কি উদ্যম নেই,—দেশ প্রীতি নেই,—দেহে কি শোণিত নেই,—স্পন্দন নেই? বাহুতে কি শক্তি সামর্থ্য নেই?"

"থাক্‌লেও—আমার একার শক্তিতে বঙ্গ-জননীর কণ্ঠ হতে পরাধীনতা শৃঙ্খল উন্মোচন অসম্ভব।"

"বেশ—একার শক্তিতে না হয়—বঙ্গ-জননীর সপ্তকোটী পুত্র কন্যার শক্তি একত্রিত কর—সপ্তকোটী কণ্ঠ এক স্বরে এক তানে মিলিত কর। সপ্তকোটী হস্তে অস্ত্র দাও,—শক্তি সঞ্চারণ কর,—সপ্তকোটী হৃদয়কে নব প্রেরণায়, নব উন্মাদনায় মাতিয়ে তোল।

"সে প্রমত্ত প্রচণ্ড শক্তিতে শুধু মোগল কেন,—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আতঙ্কে নয়ন মুদ্রিত করবে। সপ্তকোটী কণ্ঠের মিলিত জয় ধ্বনিতে ত্রিভুবন বিকম্পিত হবে। সে একতার সংমিলন সংঘাতে, প্রভঞ্জন বেগ,—বজ্রের তেজ,—জলোচ্ছ্বাসের গতি সব নিস্তেজ হয়ে, নীরবে বঙ্গের দ্বারে নত হবে। আর তোমার কীর্ত্তি গান,—বজ্র নিনাদে জগতের প্রতি গৃহে গৃহে ধ্বনিত হবে।"

"তোমার এ কল্পনা অতি সুন্দর সত্য, কিন্তু এ দুরাশা।"

"তাই বুঝি নবীন যুবক হয়ে,—শক্তিমান, স্বাস্থ্যবান, অস্ত্রকুশলী হয়ে,—রাজা-দেবনাথের সেনাপতি হয়ে,—দেশোদ্ধার দুরাশা জ্ঞানে, সে পথ ত্যাগে রমণীর প্রেম, রমণীর হৃদয় লাভ অতি সহজ ভেবে, এখানে আমার কাছে এসেছ? বাঃ সুন্দর সাবাস বীর তুমি! কিন্তু জেন দীপেন্দ্র ইহ-জীবনে, আমায় লাভ তোমার দুরাশা।"

"কখনই নয়,—তুমি আমার বাগ্‌দত্তা পত্নী।"

"ছিলুম,—কিন্তু এখন নই।"

"ছিলে,—অথচ এখন নেই! তাহলে কি তুমি অন্যে আশক্তা! তবে কি তুমি দ্বিচারিণী?"

হুতাশন সম জলিয়া উঠিয়া দীপ্ত স্বরে—দীপ্ত কণ্ঠে জ্যোৎস্না-ময়ী বলিলেন,—

"সাবধান দীপেন্দ্র! বারান্তরে এমন কথা আর কখনও মুখে বা কল্পনাতেও এনো না। আজ যদি এ বাক্য অন্য কাহারও মুখে উচ্চারিত হতো, তবে তার উত্তর পদাঘাতে দিতুম। কিন্তু, তুমি যে আমার বাগ্‌দত্ত স্বামী। হিন্দু ললনা বা হিন্দু, পিতা, কখনও সত্য ভঙ্গ করে না, করবেও না,—তাই তুমি আমার স্বামী।

"আত্মায় আত্মায় পূর্ণ মিলনই প্রকৃত পরিণয়। কিন্তু তোমাতে আমাতে তা হবে না,—হতে পারে না। আমি স্বামীর রূপ চাই না,—ঐশ্বর্য্য যৌবন চাই না,—আমি চাই স্বামীর তুষার ধবল হৃদয়—স্বামীর নির্ম্মল অক্ষত পুণ্য পূত দেহ,—আমি চাই,—যুগান্ত স্থায়ী হিমালয় শিখর তুল্য কীর্ত্তি। দেবত্ব, মহত্ত্ব—বীরত্ব। আমি চাই অমর পত্নী

হতে। কিন্তু তুমি মৃত। তুমি হৃদয় ভরা লালসা নিয়ে আমায় আলিঙ্গন করতে ছুটে আসবে—আমি তোমার অসার শীতল কলুষ আলিঙ্গন হতে সভয়ে দূরে সরে যাবো। তুমি সর্ব্বদা মধুর গুঞ্জনে অনর্গল প্রেমের কথা শোনাবে—আমার রূপের বর্ণনা করবে,—আমি বিরক্তি ভরে কর্ণে অঙ্গুলী দেব। তুমি ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য উন্মাদের ন্যায় আমার পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হবে,—আমি ঘৃণায় নয়নাবৃত করবো। এ মিলনে সুখ শান্তি তৃপ্তি কিছুই নাই। তাই আমি তোমায় উন্নত উদার উচ্চ দেখ্তে চাই.—কীর্ত্তির পথে তোমায় পরিচালিত করতে—জগতের বক্ষে তোমায় মানুষ রূপে দাঁড় করাতে চাই। তোমার গলিত, বিকৃত, বিজলী চমকবৎ ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহ চাই না। আমার স্বামীকে কখনও নীচ হতে দেব না। তোমায় এ নীচতার গভীর গহ্বর হতে তুলবো। আমার সমস্ত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে, জীবনের আকুল সাধনায়, ব্যাকুল প্রার্থনায়,—আকাঙ্ক্ষার প্রবল আকর্ষণে তোমায় দেবতা করে তুলে, তোমার চরণে—প্রেমাঞ্জলী অর্পণ করে,—ভক্তি শ্রদ্ধায় পূজা করবো। ইহজন্মে না পারি—পরজন্মে না পারি—জন্ম জন্মান্তরেও পারবো।"

"আমি জন্ম জন্মান্তর জানি না,—জানি শুধু তোমাকে। আমি কীর্ত্তি-অকীর্ত্তি বুঝি না,—বুঝি শুধু তোমাকে। আমি পাপ পুণ্য,—ধর্ম্মাধর্ম্ম দেখি না,—কেবল দেখি তোমার হৃদি-মন মাতান অনন্ত অফুরন্ত রূপ। আমি রাজ্য-ঐশ্বর্য্য কিছু চাই না,—চাই শুধু তোমায়। আমার সমস্ত হৃদয়ে তুমি,—আমার সাথে সাথে তুমি,—তোমায় বক্ষে ধারণ করতে হৃদয় উন্মাদ আকুল। আমি তোমায় চাই। রাজ্য দেশ স্বাধীনতা—সব ডুবে যাক—অজ্ঞাত অন্ধকারে,—আমার

মনুষ্যত্ব বিবেক—বিবেচনা—সব নরকে ডুবুক—তবু আমি তোমায় চাই।

"এই নির্জ্জন জনহীন উদ্যানে,—এই মধুমাখা প্রভাতে, আমি তোমায় রাক্ষস ধর্ম্মে বিবাহ করবো। দেখি কেমন করে তুমি বাধা দাও গর্ব্বিতা নারী।"

দীপেন্দ্র বাহু প্রসারণে রাজ-কন্যার প্রতি অগ্রসর হইলেন। পলকে কয়েক পদ পশ্চাতে হটিয়া—অগ্নিময়ী রাজ-কন্যা শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন,—

"বাঃ—এই তোমার উপযুক্ত কার্য্য! এত যে তুমি পাপাশক্ত,—কামাশক্ত,—এত যে অপদার্থ—অর্ব্বাচীন, তা আমি কখনও কোনও দিন ভাবি নাই দীপেন্দ্র।"

"নিরাশার তীব্র কষাঘাতে তুমিই আমায় এমন ধারা করেছ রাজ-বালা। তোমার দাহময় তিরস্কার—তোমার পশু সম অবজ্ঞা—দারুণ ঘৃণা—আমায় উন্মাদ করেছে। আমি আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না—দেখ্‌ছি, শুধু তোমায়! হৃদয় আমার জগতে আর কিছু চায় না, চায়—শুধু তোমায়। শোন স্পর্দ্ধিতা রাজ-নন্দিনী,—ছলে বলে,—ধর্ম্মে অধর্ম্মে—প্রবঞ্চনায় প্রতারণায়—যে রূপে পারি—আমি তোমায় আমার অঙ্ক-শায়িনী করবোই করবো। এই আমার একমাত্র কার্য্য, একমাত্র লক্ষ্য,—জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য,—আর একমাত্র প্রতিজ্ঞা। এ প্রতিজ্ঞা পালনে যদি আমায়"—

কি ভাবিয়া দীপেন্দ্র নীরব হইলেন। তদ্দর্শনে জ্যোৎস্না বলিলেন,—

"কি থাম্‌লে যে? বল, আর তুমি না বল্লেও আমি বুঝেছি,—তুমি কি বল্‌তে যাচ্ছিলে।"

"কি ?"

"এ প্রতিজ্ঞা পালনে যদি আমায় রাজার অনিষ্ট সাধন করতে হয়, করবো। কেমন এই তো ?"

"তুমি বুদ্ধিমতী।"

"দীপেন্দ্র"—

"জ্যোৎস্না"—

"মনে পড়ে ?"

"কি ?"

"সে দিনের সে সব কথা ?"

"কোন দিনের ?"

"যেদিন এ জগতে তোমার ঝড়ে—রৌদ্রে—বৃষ্টিতে মাথা গোঁজবার একতিলও স্থান ছিল না,—যে দিন এ বিশাল সংসারে তোমায় দেখবার শোনবার পিতা মাতা—আত্মীয় স্বজন কেউ ছিল না—যে দিন ক্ষুদ্র শক্তি, ক্ষুদ্র সামর্থ্য নিয়ে—আচ্ছাদন হীন, কর্ণধার হীন হয়ে—অনাহারে প্রায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়েছিলে,—সে দিন আমারই পিতা তোমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন,—করুণার আচ্ছাদনে আবরিত করে যত্নে বক্ষে তুলে নিয়েছিলেন,—পুত্রের সচ্ছল স্নেহ তোমার শিরে অজস্র ধারায় ঢেলে দিয়েছিলেন,—তাঁরই অন্নে তুমি আজ সুস্থ,—সবল—সজীব। তাঁরই দেব দুর্ল্লভ অপার করুণায়—তুমি আজ বাঙ্গালীর বীরত্বের মেরুদণ্ড রাজা দেবনাথের প্রধান সেনা-নায়ক। তাঁরই অকৃত্রিম অনুকম্পায় তোমার দেহ বর্দ্ধিত—পুষ্ট। বালক দীপেন্দ্র আজ যুবকে পরিণত। সেই তোমার পিতার অপেক্ষা পূজ্য,—দেব-

তুল্য পালক রাজা দেবনাথের কন্যাব উপর আজ তুমি অবৈধ অত্যাচারে উদ্যত! যে রাজা তোমায় অগাধ বিশ্বাসে, উদার উন্মুক্ত করুণায়—দিনে দিনে তোমায় বর্দ্ধিত করেছেন,—সেই মহানুভব রাজার শত্রুতা সাধনে তুমি সঙ্কল্প করেছ!! আর তার কারণ এক নারী। ছিঃ—ছিঃ—তুমি অতি ঘৃণিত, অতীব নিন্দিত। তোমার সঙ্গে বাক্যালাপ দূরের কথা,—তোমার মুখাবলোকনেও ঘৃণা হয়। যাও দূর হও,—যদি মানুষ হতে পার,—তবেই আবার সম্মুখে এস,—নতুবা জীবনে আর এস না,—আর ইহ জনমে আমায় পাবার আশা হৃদয় হতে সমূলে উৎপাটিত কর। রাজা দেবনাথের কন্যা কাপুরুষ কুলাঙ্গারের পত্নী হবে না,—সয়তানকে কখনও আত্ম-বিক্রয় করবে না,—দেশ-দ্রোহী—ধর্ম্ম-দ্রোহীর অঙ্গ স্পর্শও করবে না।"

বাক্য শেষ হইতে না হইতে রাজকন্যা অতি দ্রুত বেগে প্রাসাদাভিমুখে প্রধাবিতা হইলেন।

রাজবালার জলন্ত বাক্যে দীপেন্দ্রনারায়ণ প্রথমটা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। রাজ-নন্দিনী তাঁর নিকট হইতে অনেকটা পথ অতিক্রম করিবার পর তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। দীপেন্দ্রনারায়ণ তখন অতি দ্রুত রাজতনয়ার গমন পথে অগ্রসর হইলেন।

সহসা দীপেন্দ্র দেখিলেন,—

দূরে কুমার বিশ্বনাথ তাঁহারই দিকে আসিতেছেন। দীপেন্দ্রের গতি নিরুদ্ধ হইল। কেবল নয়নদ্বয় তাঁর অগ্নি গোলকের ন্যায় ভীষণ উত্তাপে জ্বলিতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

"একি বাবা, আবার এ রণ-বেশ কেন? কোথাও কি আবার যুদ্ধ বাধ্‌ল?"

"না মা বাধে নি, তবে বোধ হয় বাধবে।"

"কার সঙ্গে?"

"মোগলের সঙ্গে। পরাজিত—পলায়িত নবাব—অপমানের প্রতিশোধ নিতে দিল্লীশ্বরের নিকট লক্ষাধিক সৈন্য ও বহু আগ্নেয়াস্ত্র চেয়ে পাঠিয়েছে। আমায় রাজদ্রোহী—অত্যাচারী প্রতিপন্ন করতে দিল্লী দরবারে এক দূত পাঠিয়েছে।

নবাব যদি দিল্লীর সাহায্য পায়—তাহলে সে আগুণ জ্বালাবে। এমন আগুণ জ্বালাবে যে এই ধন-জন পূর্ণ দেবগ্রাম নগরী—এই বিরাট বপু মহাজন—রাজদুর্গ সে আগুণে পুড়ে ভস্মে পরিণত হবে। শুধু তাই নয়,—অত্যাচার স্রোত সমগ্র নদীয়ার বক্ষের উপর দিয়ে পূর্ণ তেজে চালাবে—আর্ত্তনাদে হাহাকারে নদীয়ার পুণ্য বক্ষ দীর্ণ হয়ে যাবে। সে ভীষণ, ভয়াবহ বীভৎস দৃশ্য কল্পনায় নয়নের জ্যোতি ম্লান হয়ে পড়ে—জিহ্বা শুষ্ক হয়ে যায়—বক্ষের স্পন্দন নীরব হয়।"

পিতার বাক্যে কম্পিত কলেবরা শঙ্কাকুলিতা রাজকন্যা বিরসকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"তবে কি হবে বাবা?"

"কি যে হবে—তা জানি না। তবে চেষ্টা করবো—আমার সর্ব্বস্ব

পণে,—সর্ব্বশক্তি নিয়োগে এ অত্যাচার দমন করবার চেষ্টা করবো। তাই আমি দিল্লীতে যাব সঙ্কল্প করেছি।"

"কবে যাবে?"

"আজই—এই মুহূর্ত্তে। বিলম্বে দিল্লীর পরোয়ানা অসংখ্য সৈন্যসহ আমায় দমন করতে এসে উপস্থিত হবে। আর—একবার যদি সম্রাট দেবগ্রাম ধ্বংসের আদেশ দেন—তবে সে আদেশ রদ করা অসম্ভব হবে। তাই সকলের নিকট যাত্রার জন্য বিদায় নিয়েছি। কেবল বাকী রইল দীপেন্দ্রের নিকট বিদায় নেওয়া—কুমারকে পাঠিয়েছি তাকে ডেকে আন্‌তে।"

"দিল্লীতে গিয়ে কি কোন ফল হবে?"

"ফলাফল ঈশ্বরের হাত। তবে একবার সম্রাট সকাশে জানাব,—কি ভাবে কেমন করে, তাঁর প্রতিনিধি রাজ্য শাসন করে,—একবার আমাদের মর্ম্মান্তিক দুঃখ জ্বালা,—অভাব—দৈন্যতা জানাব,—একবার আমাদের হৃদয়ের কথা,—অন্তরের ব্যথা—সম্রাটকে বলবো। সসাগরা ভারতের অধীশ্বর, আমাদের রাজা,—আমাদের ভাগ্য বিধাতার নিকট কি সুবিচার পাব না জ্যোৎস্না?"

"যদি না পাও?"

"তখন যুদ্ধ করবো।"

"তোমার উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য নেই,—অস্ত্র নেই। পারবে কেন বাবা।"

"সম্রাট যদি কোটী কোটী প্রজার অভাব—অনুযোগ অগ্রাহ্য করেন, তাদের কাতর ব্যথিত প্রার্থনা পদদলিত করেন—এই অসংখ্য প্রজার

হৃদয়ে যদি আঘাত প্রদান করেন,—যদি প্রজার দুঃখ কষ্ট উপেক্ষা করে—অত্যাচারে ব্রতী হন,—যদি সত্যই ভারত-সম্রাট এত অহঙ্কারী, অত্যাচারী, নারী পীড়ক, প্রজা-পীড়ক, বিচার বিবেক হীন হন—তবে জেন মা,—স্থির জেন, আবার রাম অবতারের আবির্ভাব হবে—আবার নিরস্ত্র বানর-কুল যুদ্ধ করবে। ক্ষুদ্র কাঠ্ বিড়ালী সাগর বন্ধনে সাহায্য করবে—আবার বামন মূর্ত্তি—নৃসিংহ মূর্ত্তি ভারতে উদয় হবে। আবার ব্রাহ্মণ দৈত্য বিনাশে নিজের অস্থি দেবে। আবার মহাশক্তি, ছিন্নমস্তা, কালী, দুর্গা, বগলা অথবা অন্য যে কোন একটা মূর্ত্তি গ্রহণে দৈত্য বিনাশনে আয়ুধ ধারণ করবেন। তখন আমার অস্ত্র শস্ত্র, সৈন্য কিছুরই প্রয়োজন হবে না। প্রয়োজন শুধু এক প্রাণে কোটী কণ্ঠের আকুল প্রার্থনা,—প্রয়োজন শুধু মহাশক্তির আবাহন ধ্বনি।”

“কিন্তু ভারতের সে ধ্বনি,—সে প্রার্থনা—কই বাবা?”

“যদি সম্রাট প্রজার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন,—তখন অতীতের সেই সব কথা,—বাংলার দ্বারে দ্বারে গিয়ে শোনাব। নহুষ,—দুর্য্যোধন, হিরণ্য-কশিপু, বলীরাজা, রাবণ প্রভৃতির অত্যধিক অহঙ্কারে কি ভাবে পতন হয়েছিল সে কাহিনী তাদের শোনাব। বোঝাব—ধর্ম্ম পথে পরাজয় নাই—ধর্ম্ম-পথে দেবীর আরাধনা কর, মুক্তি নিশ্চয়ই। যদি এ কথা বিলাস নিমগ্ন বাঙ্গালী না বোঝে, না শোনে,—তবে এ জড়পিণ্ড জাতির মরণই মঙ্গল।”

বলিতে বলিতে রাজার নয়ন বদন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ক্ষণিক নীরব থাকিয়া জ্যোৎস্না মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"প্রাসাদ আর দুর্গ রক্ষার ভার কার উপর দিয়ে যাচ্ছ ?"

"প্রাসাদ ও রাজ্যের ভার কুমারের উপর। আর দুর্গ যে রক্ষা করছে সেই করবে।"

"না বাবা, দীপেন্দ্রকে এ ভার দিয়ো না। তাকে বরং শাসন ভার দাও। তাহার অধীনে তোমার সৈন্যদল রেখ না।"

"আজ সহসা এ কথা কেন মা ?"

"রাজার প্রকৃতশক্তি তাঁর সৈন্য। সে শক্তি অন্যের হস্তে সমর্পণ করোনা বাবা।"

"দীপেন্দ্র কি আমার পর জ্যোৎস্না ? কুমারও যেমন, দীপেন্দ্রও তেমনি। তারা দুটী সহোদরেরই ন্যায় আমার স্নেহ বক্ষে শিশুকাল হতে পালিত হয়েছে। দীপেন্দ্রকে আমি পুত্রেরই মত ভালবাসি, স্নেহ করি।"

প্রত্যুত্তরে রাজ-নন্দিনী কি বলিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু ঠিক সেই সময়ে কুমার ও দীপেন্দ্র কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দীপেন্দ্রকে দর্শনে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—

"এই যে এসেছ দীপেন্দ্র,—আমি তোমারই সন্ধানে কুমারকে পাঠিয়েছিলুম। তোমারই জন্য অপেক্ষা কচ্ছি।"

অতি বিনীত ভাবে,—বিনয় নম্র কণ্ঠে দীপেন্দ্র বলিলেন,—

"আদেশ করুন।"

"শোন দীপেন্দ্র, নবাব আমার বিরুদ্ধে সম্রাটের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করে সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছে। আমি তার সে অভিযোগের প্রতিবাদ করতে এই মুহূর্ত্তেই দিল্লীতে সম্রাটের নিকট যাব।"

"সঙ্গে কে যাবে,—আমি না কুমার দাদা?"

"না তোমরা এখানে থাকবে।"

"সেকি আপনি একাকী যাবেন?"

"একাকী নয়,—সঙ্গে দ্বি-সহস্র দেহরক্ষী সৈন্য থাকবে।"

"কিন্তু পথে যদি নবাব অতর্কিতে আক্রমণ করেন?"

"আমার দিল্লী যাত্রা তোমরা ব্যতীত আর কেউ জানে না। আর আমরা দ্রুতগামী অশ্বে যাব, নবাব সংবাদ পেলেও, আমাদের ধরতে সক্ষম হবে না। তোমার উপর দুর্গ রক্ষার সম্পূর্ণ ভার অর্পণ করলুম।"

"এ দুরূহ ভার বহন করতে কি পারবো পিতা?"

"কেন পারবে না দীপেন্দ্র? আমার সমস্ত শক্তিতে তোমাদের দুটী ভাইকে মানুষ করেছি,—উচ্চ উপাদানে তোমাদের গঠিত করেছি। নিজেকে কোন কাজে অক্ষম বা ক্ষুদ্র মনে করোনা দীপেন্দ্র,—করলে ইচ্ছাশক্তি—কর্ম্ম শক্তি লোপ পাবে। কোন শঙ্কা নাই দীপেন্দ্র,—আমি অবিলম্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করবো। আর যাতে শীঘ্রই আমার সংবাদ অবগত হতে পার, সে জন্য বহু অর্থে ক্রীত, আমার অতি প্রিয়, 'জয় ও বিজয়' নামক কপোত দুটীকে নিয়ে যাচ্ছি। যদি শ্বেত-কায়া জয়কে উড়ে আসতে দেখ তবে বুঝবে,—দরবারে আমি জয়লাভ করেছি। আর যদি কৃষ্ণকায় বিজয়কে আসতে দেখ, তবে বুঝবে,—আমি পরাজিত হয়েছি। সঙ্গে সঙ্গে এও বুঝবে যে দেবগ্রাম গ্রাস করতে ধ্বংসের মূর্ত্তির ন্যায় সম্রাটের বিশাল বাহিনী আসছে। তখন তোমরা উপযুক্ত সন্তান,—তোমাদের আর কি বলবো। এ পুণ্য-মন্দির যবন

পদস্পর্শে কলুষিত হবার পূর্ব্বেই যেন প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়। স্ব-হস্তে প্রাসাদে অগ্নি জ্বেলে দেবে। আশা করি আমার গৌরব, তোমাদের দ্বারা উজ্জ্বল বই ম্লান হবে না। আর তুমি আদরিণী নন্দিনী আমার, যদি,—ভগবান না করুন,—কিন্তু যদি প্রয়োজন বোঝ—তবে সন্তানের কার্য্য করো। অস্ত্র ধারণেও ভীতা হয়ো না। সকলে অতি সাবধান,—সতর্ক থাকবে। দুর্গে সর্ব্বদা সৈন্য সুসজ্জিত করে রাখবে। সতত নবাবের গতি বিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে। কপোতের কথা ঘুণাক্ষরেও যেন প্রকাশ না হয়—সে দিকেও সাবধান থাকবে।

আশীর্ব্বাদ করি তোমরা চির-জয়শ্রী মণ্ডিত হও,—কীর্ত্তি তোমাদের মাথার মুকুট হোক—ধর্ম্ম সজাগ নয়নে সতত তোমাদের রক্ষা করুন।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

"প্রহরী"—

"কেও ?"

"চিনবে না,—আমি অপরিচিত।"

"এখানে কি প্রয়োজন ?"

"প্রয়োজন নবাবের দর্শন।"

"কি উদ্দেশ্যে ?"

"উদ্দেশ্য নবাব সকাশেই জানাব।"

"কে তুমি ?"

"আমি মোগল সম্রাটের অনুগত এক প্রজা।"

"তা বুঝেছি,—কিন্তু পরিচয় ?"

"পরিচয় প্রদানে অক্ষম।"

"বঙ্গের নবাব এই রাত্রে এক অপরিচয় হীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, এই অসম্ভব আশা নিয়ে তুমি এসেছ! দেখ্‌ছি বাতুল তুমি। যাও তফাৎ যাও,—বিরক্ত করো না।"

"আমি বাতুল নই প্রহরী, সম্পূর্ণ সুস্থ প্রকৃতিস্থ। আমি মোগল সাম্রাজ্যের হিতপ্রার্থী; নবাবের মঙ্গল কামী। তাই নবাবেরই মঙ্গলের জন্য, তাঁকে এক জরুরী সংবাদ দিতে এই রাত্রেই ছুটে এসেছি।"

"তোমার কথায় বিশ্বাস কি ? যদি তুমি শত্রু অনুচর হও।"

"দেখ্‌তেই তো পাচ্ছ,—আমি একাকী নিরস্ত্র।"

"অস্ত্র নাই?"

"না—সন্দেহ হয় অনুসন্ধান করতে পার। শত্রু অনুচর হলে নবাবের সশস্ত্র, সদা জাগ্রত প্রহরী বেষ্টিত প্রাসাদে, নিরস্ত্র, একক প্রবেশ করতে সাহসী হতুম না। স্বেচ্ছায় কেউ ব্যাঘ্র মুখে আত্ম সমর্পণ করে না।"

প্রহরী অপরিচিতের উত্তরের সত্যতা উপলব্ধি করিল। কিন্তু সে নবাব প্রাসাদের দ্বার রক্ষী, এই গর্ব্বে সহসা নত হইল না। গম্ভীর ভাবে আদেশেরই ন্যায় বলিল,—

"রাত্রে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না। কাল প্রাতে এস।"

"এই রাত্রেই নবাবের সঙ্গে সাক্ষাতের আমার বিশেষ প্রয়োজন। যদি তুমি সাক্ষাৎ করিতে দিতে পার, দশ আশরফি তোমায় পুরস্কার দেব।"

পুরস্কারের উচ্চতায় প্রহরীর গর্ব্ব নত হইল। তার মুখ চোখেরও ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহা দর্শনে অপরিচিত বলিল,—"ভাবছো আমি দেব না? বেশ তোমার অবিশ্বাস হয়,—অর্দ্ধেক অগ্রিম নাও। সাক্ষাতের অনুমতি আন্‌লে অপরার্দ্ধ দেব।"

সত্যই অপরিচিত পাঁচটী আসরফি প্রদানে উদ্যত হইল। ক্ষণিক ইতস্তত করিয়া প্রহরী তাহা গ্রহণে নম্র মৃদু কণ্ঠে বলিল—

"দেখছি আপনি ধনী ও দাতা। কিন্তু যদি নবাবের সাক্ষাৎ পান,—তবে মেহের বাণী করে, এ গোলামের নামে কিছু বল্‌বেন না,—গরীবের নেমক্‌ যাবে।"

অন্তরে মৃদু হাসিয়া অপরিচিত বলিল—

"আমি শপথ করে বল্‌ছি—এ কথা নবাব কেন, কারও নিকট প্রকাশ করবো না।"

"আপনাকে বহুৎ সেলাম।"

রজত প্রভাবে প্রহরী অপরিচিতকে সেলাম করিয়া, অন্য আর এক প্রহরীকে আহ্বান করিল। প্রধান দ্বার রক্ষীর আহ্বানে সত্বর অন্য প্রহরী আসিল। তাহাকে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া প্রহরী পুঙ্গব প্রাসাদ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অপরিচিত চিন্তান্বিত হৃদয়ে প্রাসাদ দ্বারেই অপেক্ষা করিতে লাগিল। সৌভাগ্য বশতঃ অধিক-ক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। অনতি বিলম্বে প্রহরী প্রবর আসিয়া দর্শন দিলেন। তাহার হাস্যোৎফুল্ল বদন নিরীক্ষণে অপরি-চিত বুঝিল, কার্য্য সফল হইয়াছে।

সন্নিকটে আসিয়া সুদীর্ঘ এক সেলামে প্রহরী বলিল,—

"নবাবের অনুমতি পেয়েছি হুজুর।"

"দেখছি ভাগ্য আমার সুপ্রসন্ন।"

এই বলিয়া অপরিচিত বক্রী আশরফি কয়টা অপর প্রহরীর অলক্ষ্যে সর্দ্দার প্রহরীর হস্তে নিঃশব্দে প্রদান করিল। স-সম্ভ্রমে পুনরায় আর একটা সেলাম করিয়া প্রহরী বলিল,—

"আমার সঙ্গে আসুন মেহের বান। নবাবের নিকট আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।"

পথ প্রদর্শক রূপে প্রহরী অগ্রে,—অপরিচিত পশ্চাতে চলিল।

তখন সবে মাত্র রজনী যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। তবে চঞ্চলা

নয়,—ধীরা। শ্বেত বসনা সুন্দরী নয়,—কৃষ্ণময়ী।—শুভ্র-হাস্য-তরঙ্গ-ময়ী নয়,—বিষাদময়ী।

নিশারাণী মেঘান্তরালে। সহচরীরাও রাণীর সঙ্গে মেঘমধ্যে ডুব দিয়েছে।

নবাব তখনও বিলাস কক্ষে বসিয়াছিলেন।

বিলাস কক্ষের এখন আর সে যৌবন,—সে সজ্জা, সে মনো-মোহিনী বেশ নাই,—শোভা সৌন্দর্য্যও নাই। বিধবার ন্যায় অলঙ্কার হীনা—বিরহিনীর ন্যায় বিমলিনা—পুত্র হারার ন্যায় বিষাদিনী।

দীপাধারে দীপ আছে, কিন্তু তাতে প্রখরতা নাই, সুগন্ধ প্রবাহ নাই। সে পুষ্প গুচ্ছ—কুসুম সজ্জা, কুসুমাভরণ,—সে প্রকৃতি সৌন্দর্য্য আহরিত পট,—সে বহুমূল্য চিত্তহারী প্রস্তর মূর্ত্তি, পুষ্পদান নাই। যেন সর্ব্বস্বহারা ভিখারিণী।

নর্ত্তকীর অলক্ত-চরণ ধ্বনিত, মধুর নূপুর শিঞ্জিনী,—সুধা মাখা মধু-মাখা আকুল উন্মাদনাময়ী সঙ্গীত মুখরা,—শত মধু বাদ্য ঝঙ্কৃতা,—সদা উচ্ছ্বাস আনন্দ কল্লোলময়ী বিলাস কক্ষ, এখন স্থবিরার ন্যায়, বারিহীন তটিনীর ন্যায়—সর্ব্ব সৌন্দর্য্য হীন।

নবাবের পার্শ্বে বা সম্মুখে নর্ত্তকী বা মোসাহেবের দল নাই। আছে কেবল তাঁর একমাত্র দোস্ত, একমাত্র উপদেষ্টা আলিম খাঁ।

অপরিচিত নবাব কক্ষে প্রবেশ করিয়া স-সম্মানে অভিবাদন করিল। প্রখর দৃষ্টিতে আগন্তুককে নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি?"

"বলবো না।"

"তবে এসেছ কেন?"

"পরিচয় দিতে আসিনি বঙ্গেশ্বর! এসেছি,—আপনাকে দুটো সংবাদ দিতে। আপনাকে কিছু সাহায্য করতে।"

"বাংলার নবাব কারও সাহায্য চায় না। যাও, চলে যাও বাতুল।"

"বাতুল এখনও হয়নি, তবে হবো। কিন্তু উপস্থিত আপনি বাতুল হয়েছেন। প্রতিশোধ তৃষ্ণা আপনাকে বাতুল করে তুলেছে। তাই আপনি দিল্লীর সাহায্য চেয়ে পাঠিয়েও বলছেন, আপনি কারও সাহায্য চান না। উত্তম, সাহায্য না চান,—সাহায্য করুন। আমি আপনার প্রজা—বিপন্ন, আমায় সাহায্য করুন।"

"কে তুমি অদ্ভুত যুবক?"

"বলেছি তো,—বল্‌বো না।"

"কি তোমার সংবাদ?"

"রাজা দেবনাথ আপনার অভিযোগ ব্যর্থ করিতে দিল্লী গিয়েছেন। সঙ্গে তাঁর নাম-মাত্র দ্বি-সহস্র অশ্বারোহী!"

"তা জানি।"

"জানেন অথচ"—

"তাকে ধৃত করতে সৈন্য প্রেরণ করিনি কেন? যুবক,—এ কৈফিয়ৎ কি আজ তোমাকে দিতে হবে?"

"না—নবাব, আমি কৈফিয়ৎ চাই না, চাইবোও না। আমার জীবনের আকাঙ্খা মিটে নাই যে, আপনার নিকট কৈফিয়ৎ চাইবো। অন্য উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন করেছি—জাঁহাপনা।"

"যখন কৈফিয়ৎ চাও না, তখন শোন যুবক, কেন সৈন্য পাঠাই নাই। রাজা দেবনাথ অসীম বলশালী। তার বাহুবলে আমি সাত সাত বার পরাজিত, যা কল্পনার কল্পনাতেও আসে না। সেই দুর্ধর্ষ বীরের সঙ্গে দ্বি-সহস্র সু-সজ্জিত সুশিক্ষিত দ্রুতগামী অশ্বারোহী যোদ্ধা। তাদের পরাস্ত করে ধৃত করতে, আমার তিন সহস্র সৈন্যের প্রয়োজন। এই তিন সহস্র সৈন্য সজ্জিত করে রাজার আক্রমণে যাত্রা করবো যখন,—তখন রাজা দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হবেন। তাই ধৃত করবার বৃথা প্রয়াস করি নাই।"

"অপরাধ হয়েছে। মার্জ্জনা করুন জাঁহাপনা।"

"মার্জ্জনা করতে পারি, যদি তুমি আর আমায় বিরক্ত না করে, এ কক্ষ ত্যাগ কর।"

"তবে আমায় মার্জ্জনার প্রয়োজন নেই বঙ্গেশ্বর। মাত্র এই সংবাদ জানাবার জন্য জাঁহাপনাকে বিরক্ত করতে আমি আসি নাই। আরও সংবাদ আছে নবাব। রাজা তাঁর সঙ্গে দুটী কপোত নিয়ে গেছেন।"

"গেছেন বেশ করেছেন, দেখ্‌ছি রাজা সৌখিন লোক।

"সৌখিনতার জন্য নয় নবাব।"

"তবে কি খেলা করতে?"

"না নবাব। দিল্লী দরবারের ফলাফল যাতে শীঘ্র মহাজন-রাজদুর্গে পৌঁছে সেই জন্য।

কপোত দুটী দৌত কার্য্যে বিশেষ পটু, শিক্ষিত। একটীর বর্ণ কৃষ্ণ,—তার আগমন কু-লক্ষণ—অপরটীর বর্ণ শ্বেত, তার নিদর্শন

শুভ। রাজা যদি পরাজিত হন,—তবে কৃষ্ণবর্ণ কপোতকে শূন্যে উড্ডীন করে দেবেন—,আর যদি জয়ী হন—শ্বেতকায় কপোতকে প্রেরণ করবেন,—প্রাসাদে এইরূপ প্রচার করেছেন।”

“বেশ বুদ্ধিমানেরই কাজ করেছেন।”

“কিন্তু আপনি কি করছেন নবাব?”

“কেন আমি কি কিছু নির্ব্বোধের মত কাজ করছি?”

“যদি বলি হাঁ—”

“তাহলে তোমায় বাতুলালয়ে প্রেরণ করবো।”

“করুন, তাতে আমার কোন আপত্তি, কোন দুঃখ নাই। আপনিই আপনার এক মস্তবড় হিতৈষীকে হারাবেন—মস্তবড় একটা সাহায্য থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন—আর কিছু নয়।—

বিদ্রূপ হাস্যে নবাব বলিলেন,—

“কে বঙ্গের নবাবের সাহায্যকারী?”

“আমি।”

“তুমি!”

“হাঁ—আবার বলছি আমি।”

“তবে আমি আদেশ করছি তুমি চলে যাও,—নতুবা তোমায় বন্দী করবো—দণ্ড দেবো।”

“সে দণ্ড আমি মাথা পেতে নেব। কিন্তু একটু অপেক্ষা,—আমার বক্তব্য সমাপ্তের অপেক্ষা,—আমার আর একটা প্রশ্নের অপেক্ষা।

শুনুন নবাব, এখন বাংলায় বিদ্রোহ,—রাজস্থানে বিদ্রোহ,—ভারতের সর্ব্বস্থানে করাল মূর্ত্তিতে বিদ্রোহানল প্রজ্জলিত। এ

সময়ে,—মোগল সম্রাজ্যের এই দারুণ দুঃসময়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্রাট আকবর সাহ, রাজা দেবনাথকে পরিতুষ্ট করতে,—করতল গত করতে,—রাজার অভিযোগ অগ্রাহ্য নাও করতে পারেন। সম্রাট হয়তো আপনারই উপর রুষ্ট হয়ে, পরওয়ানায় আপনাকে রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করবেন,—হয়তো দিল্লীতে আহ্বান করবেন! তখন? তখন কি সম্রাটের অটল আদেশ লঙ্ঘন করে রাজাকে আক্রমণ করতে সাহসী হবেন?"

"আমি সম্রাটের আজ্ঞাধীন। তাঁর আদেশ অমান্য করবার অধিকার বা শক্তি আমার নাই।"

"তবে নিশ্চেষ্ট ভাবে শুধু অভিযোগ পাঠিয়ে বসে রয়েছেন কেন নবাব?"

"কি করতে বল?"

"কি করতে হবে তা আমায় জিজ্ঞাসা করছেন নবাব! এ বিদ্রূপ না পরীক্ষা?"

"না যুবক,—এ কেবল আমার বুদ্ধিহীনতার পরিচয়। বারংবার পরাজয়ে সত্যই আমার বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। বল যুবক কি করতে হবে?"

"দরবারের আমীর ওমরাহ ও অমাত্যগণের মুখ বন্ধ করতে এই মুহূর্ত্তে বহু উপঢৌকন সহ দ্রুতগামী অশ্বারোহী প্রেরণ করুন। যেন দরবারস্থিত কারও মুখে আপনার বিরুদ্ধে একটী বাক্যও উচ্চারিত না হয়।"

"যুবক—বাতুল তুমি নও—আমি। তোমার উপযুক্ত উপদেশ আমি সাদরে গ্রহণ করলুম।"

"আরও শুনুন নবাব—আমি বহু উৎকোচে রাজার কপোতবাহীকে বশীভূত করেছি। দরবারে রাজার জয়-পরাজয় যাই হোক, সে অশুভ দর্শন কৃষ্ণকায় কপোতটীকেই উন্মুক্ত করে দেবে।"

"এর উদ্দেশ্য ?"

"এর উদ্দেশ্য—রাজার পরাজয় বার্ত্তার নিদর্শন—সেই কপোতকে দর্শনে, দেবগ্রাম বিরাট শোকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। আপনিও সেই মুহূর্ত্তে দেবগ্রামের সে মূর্চ্ছা যাতে আর না ভাঙ্গে তাই করবেন।

দেবগ্রাম, প্রাসাদ ও দুর্গ এককালীন আপনার কর-কবলিত হবে। রাজা দরবারে জয়ী হলেও সম্রাটের আদেশের পুর্ব্বেই আপনি দেবগ্রাম দখল করেছেন। এতে সম্রাট আপনার প্রতি তুষ্ট বই রুষ্ট হবেন না। কারণ, যদিও সম্রাট রাজার প্রতি করুণা প্রদর্শন করেন,—সেটা মৌখিক। সম্রাটের বিনা সাহায্যে শত্রুরাজ্য ধ্বংসে সম্রাট অন্তরে আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। আপনারও প্রতিজ্ঞা রক্ষা হবে,—দেবগ্রাম ধ্বংসে প্রতিশোধ মিটবে,—পরাজয়ের অপমান যাবে!"

"তুমি ঠিক বলেছ যুবক। অতি সদ্যুক্তি,—অতি সুন্দর উপায়,—অতি সুন্দর কৌশল,—দেখ্‌ছি—তুমি মহা কৌশলী, বুদ্ধিমান। কিন্তু একটা কথা।"

"আদেশ করুন।"

"রাজা, তাঁর প্রাসাদ বা দুর্গ অরক্ষিত রেখে যান নি। পুত্র বিশ্বনাথ ও পুত্রস্থানীয় দীপেন্দ্র নারায়ণ—রাজারই তুল্য বিক্রমশালী। এই দুই নবীন যুবকের প্রতি রাজা প্রাসাদ ও দুর্গ রক্ষার ভারার্পণ করে গেছেন। আমার পরাজয়ে নিরুৎসাহিত মুষ্টিমেয় সৈন্যেরা,

সেই অতুল শৌর্য্য-বীর্য্য-শালী যুবক দ্বয়ের আক্রমণে সমূলে ধ্বংস হবে।”

“নবাব, আমি সেই বীর্য্যবান যুবকের একজন। আমিই রাজা দেবনাথের প্রধান সেনাপতি—দীপেন্দ্র নারায়ণ।”

বাক্যসহ যুবক ছদ্মবেশ দূরে নিক্ষেপ করিলেন।

নবাব ও আলিম খাঁ এককালীন বিস্ময় চকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

“সেকি! এ সম্পূর্ণ অসম্ভব—সম্পূর্ণ মিথ্যা পরিচয়।”

“মিথ্যা নয় নবাব—এ আমার স্বরূপ পরিচয়। এই দেখুন আমার অঙ্গুরীতে কার নাম খোদিত রয়েছে—এই দেখুন আমার সেনাপতির বেশ—এ পরিচ্ছদ অপরের অঙ্গে ওঠা অসম্ভব।”

সন্দেহের অন্ধকার অপসৃত হইল। নবাব দেখিলেন, এ সেই মুখই বটে—যে মুখ সাত সাত বার রণ-স্থলে দেখিয়াছিলেন। নবাব তখন বলিলেন,—

“সত্যই আপনি যে দীপেন্দ্র নারায়ণ—এতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতই কি আপনি আমার মঙ্গল প্রয়াসী—আমার হিতৈষী?”

“হাঁ নবাব।”

“কিন্তু এযে বিশ্বাস হচ্ছে না, সেনাপতি।”

“আমার ধর্ম্মের নামে, দেবতার নামে বলছি—আমি আপনার হিতৈষী। আর এতে আমারও স্বার্থ আছে নবাব।”

“কি স্বার্থ? দেবগ্রামের সিংহাসন?”

"না।"

"ঐশ্বর্য্য ?"

"না।"

"উচ্চপদ ?"

"না।"

"তবে কি ?"

"তৎপূর্ব্বে শপথ করুন নবাব—আমার প্রার্থনা পূর্ণ করবেন।"

"শপথ করছি।"

"নবাব, আমি রাজ্য ঐশ্বর্য্য চাই না,—আমি চাই অহঙ্কৃতা রাজ-নন্দিনী জ্যোৎস্নাকে। বলুন, রণ-জয়ে পুরস্কার স্বরূপ আমায় রাজ-কন্যাকে অর্পণ করবেন ?"

"এ আর বেশী কথা কি সেনাপতি। যুবক-যুবতীর মিলন এতো স্বাভাবিক। শপথ করছি—এ মিলনের জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো।"

"আপনিও আমার সাধ্যমত সাহায্য পাবেন। আমি আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে রণ-স্থলে যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট থাকবো। রাজার পরাজয়ের সংবাদ, আমার নিশ্চেষ্টতা—অবিলম্বে আপনাকে জয়দান করবে। আপনার সৈন্য দলকে সতত সুসজ্জিত রাখ্‌বেন। কৃষ্ণ-কপোতের আগমন সঙ্গে সঙ্গে দেবগ্রাম আক্রমণ করবেন।"

"উত্তম—আপনার আদেশ মতই কার্য্য হবে। আলিম খাঁ—সেনাপতিকে সৈন্য সজ্জিত করে রাখ্‌তে আদেশ দাও। আর তুমি দিল্লী যাত্রার জন্য শীঘ্র প্রস্তুত হও। যাও—শীঘ্র যাও,—বিলম্ব করো না।"

আলিম কক্ষত্যাগ করিল। দীপেন্দ্র বলিলেন,—

"তবে বিদায় নবাব"—

"সেকি! এখনই! আপনি আমার মাননীয় অতিথি। শুধু তাই নয়,—আমার পরমাত্মীয়—আমার যথার্থ উপকারী দোস্ত। আমায় অতিথির যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনা করবার অবসর দিন।"

"না নবাব—এখন নয়। আগে দেবগ্রাম ভগ্ন-স্তূপে পরিণত হোক,—তারপর।"

"তবে আসুন বন্ধু,—আলিঙ্গন দানে আমায় ধন্য করুন। আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন—যেন আমাদের এ আলিঙ্গন চির অটুট হয়—যেন এ শুভ মিলন—শুভ-সরল হাস্যেই আজীবন থাকে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দিল্লীর দরবার,—হিন্দুস্থানের ভাগ্যালয়,—ভারতের উত্থান-পতনের আধার স্থল। শত নক্ষত্র চূর্ণিত, ভারতের ঐশ্বর্য্য মণ্ডিত, ত্রিদিবের সৌন্দর্য্য আহরিত, সে দরবার কক্ষ। দরবার গৃহের শেষ প্রান্তে উজ্জ্বলতম মণিময় ভারত সিংহাসন। হিন্দুস্থানের মহাশক্তি নমিত সে সিংহাসন তলে,—কোটী কোটী শির নত তার পাদমূলে। দুই প্রচণ্ড হিন্দুশক্তির উপরে সে সিংহাসন স্থাপিত। শতদিক হ'তে শত কল্লোল, শত ঝঞ্ঝা প্রবল বেগে,—ভীম ভৈরব গর্জ্জনে, মোগল সিংহাসন গ্রাস করতে ছুটে এসে, সেই দুই মহাবীরের ভুজবলের নিকট প্রহৃত হয়ে আনত মস্তকে ফিরে গেছে। সেই সিংহাসনের একটী রত্নও স্থানচ্যুত করতে পারে নাই। সেই হিন্দুবীরদ্বয়—মহারাজ মান-সিংহ ও মহারাজ টোডর মল্ল।

দিল্লী দরবার। রাজপুত, পাঠান ও মোগলের বহু কীর্ত্তি পুঞ্জিত, বহু বীরশোণিত সঞ্চিত। একটী অতি বড় বিস্ময়ে নির্ম্মিত সে দরবার কক্ষ। দরবার বিশাল জনতায় পূর্ণ। কিন্তু শব্দ শূন্য—কোলাহল শূন্য। মহা মহা রথী,—আমীর, ওমরাহ, রাজন্যগণ সমাসীন,—কিন্তু সকলেই শঙ্কিত-কম্পিত।

কোটী কোটী নরনারীর ভাগ্যবিধাতা, নৃপশ্রেষ্ঠ, নরশ্রেষ্ঠ, মহামতি ভারত সম্রাট আকবর সাহ শুভ্র বেশে,—শান্ত সৌম্য মূর্ত্তিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট। সম্রাটের করে একখানি লিপি। অতি মনোযোগ সহকারে

সম্রাট লিপিখানি পাঠ করিতেছিলেন। সহসা সম্রাটের বদনে ক্রোধের রেখা ফুটিয়া উঠিল,—নয়ন রক্তজবার বর্ণ ধারণ করিল,—পত্র-ধৃত হস্ত কম্পিত হইতে লাগিল।

সম্রাটের সে ভাব,—সে মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই বুঝিল অগ্নি জ্বলিয়াছে,—বুঝি বাড়বানলের সৃষ্টি করিবে,—বুঝি সে অগ্নি একটা রাজ্য ভস্মীভূত না করিয়া নির্ব্বাপিত হইবে না। সভয় চিত্তে—সশঙ্কিত নয়নে সকলে সম্রাটের মুখের প্রতি চাহিল।

পত্র পাঠান্তে সুগম্ভীর কণ্ঠে সম্রাট ডাকিলেন,—

"মহারাজ মানসিংহ।"

আসন ত্যাগে দীর্ঘায়ত বপু বীর কেশরী অম্বররাজ মানসিংহ দণ্ডায়মান হইলেন।

"মহারাজ মানসিংহ—বাংলায় আবার অশান্তি অনল ধূমায়িত হ'য়ে জ্বলে উঠেছে। আবার রণ-রঙ্গে বাংলা মেতেছে,—বাঙ্গালী আবার উন্মাদ হয়েছে,—আবার তারা বিদ্রোহের ধ্বজা উড্ডীন করেছে।

আপনি মহাতেজ সম্পন্ন মহাশক্তিশালী অজেয় বীর। আপনার বাহুদ্বয় শত্রু ভয়োৎপাদক, আপনার সুশাণিত সুদীর্ঘ তরবারী মোগল শত্রু রুধিরে বহুবার রঞ্জিত হয়েছে। আশা করি,—এবারেও আপনার তরবারী মোগল শত্রু শোণিতে রঞ্জিত হবে।"

"মহানুভব সম্রাট আমি শক্তিমান, সে কেবল আপনারই করুণায়। আমার বাহুর শক্তি যতদিন না অচল হয়,—ততদিন সে, জাঁহাপনার কার্য্যে বিরত হবে না। কিন্তু সাহানসা বাংলা তো এখন সম্পূর্ণ

নির্জ্জিত। দুরন্ত দায়ুদখাঁ দুর্দ্ধর্ষ বীর প্রতাপাদিত্য—দুর্দ্দমনীয় যোদ্ধা কেদার রায়, অমিত বিক্রম চাঁদ রায়, অমানুষিক শক্তিশালী রথীন্দ্র ঈশা খাঁ,—শক্তিশালিনী বাঙ্গালী বীরাঙ্গনা সোনামুখী, প্রভৃতি সকলেই নিহত।

অপ্রতিহত প্রতাপশালী ভারত সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে,—এমন দুর্জ্জয় সাহস, মহাতেজা নির্ভীক বীর, বাংলায় আর কেউ নেই।

সমগ্র বাংলায় সম্রাট বিরুদ্ধে দাঁড়াবার যদি কেউ থাকে,—তবে একমাত্র ভুরস্থটের করুণার প্রতিমূর্ত্তি রূপিনী—অসীম বলবীর্য্য-শালিনী-তেজস্বিনী রমণী রাণী ভবশঙ্করী আছেন।

সম্রাট, বাংলায় এক রাণী ভবশঙ্করী ও রাজস্থানের একমাত্র মহারাণা প্রতাপসিংহ ব্যতীত মানসিংহ পৃথিবীতে আর কাকেও ভয় করে না, শ্রদ্ধাও করে না।

বলুন সম্রাট, কে সে গর্ব্বান্ধ বাঙ্গালী? কে সে বহ্নি-পতনোন্মুখ, মরণ আলিঙ্গনেচ্ছুক পতঙ্গ?"

"সত্যই সে অতি ক্ষুদ্র। কিন্তু গর্ব্ব তার অতি উচ্চ। মহারাজ সে এক অতি নগণ্য ভুঁইঞা,—নাম তার দেবনাথ।

বঙ্গের নবাব পত্রে লিখেছেন,—দেবনাথ মোগল শাসন উপেক্ষায় চরণে দলিত করে,—নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র বাংলায় সে রাজ-দ্রোহিতার অগ্নিকণা ছড়িয়ে দিয়েছে,—তার ফলে বাঙ্গালী ক্ষেপে উঠেছে। নবাবের শক্তি সে অগ্নি নির্ব্বাপিত করতে সক্ষম হয় নি। তাই নবাব দিল্লীর সাহায্য প্রার্থনা করে দূত সহ পত্র প্রেরণ করেছেন।

অম্বররাজ! আমি আপনারই উপর এ শত্রু দমনের ভারার্পণ করলুন। অবিলম্বে সসৈন্যে বাংলার বক্ষে ঝঞ্ঝার মত আপতিত হয়ে, সমস্ত কণ্টক নির্ম্মূলিত করুন। সে আত্মগর্ব্বী রাজ-দ্রোহী দেবনাথের শির আমি চাই-ই।"

"এই যে এনেছি সম্রাট, রাজার অভিলাষের সঙ্গে সঙ্গেই রাজ-ভক্ত প্রজা, স্বেচ্ছায় রাজ-চরণে নিজের শির উপহার নিয়ে এসেছে। গ্রহণ করুন বাদসা।"

স্তম্ভিত বিস্ময়ে সকলে দেখিল,—এক দীর্ঘকায়, দিব্যকান্তি সশস্ত্র যোদ্ধা আসিয়া সিংহাসন সোপান পাদ-মূলে দণ্ডায়মান হইল।

চমকিত সম্রাট বিস্ময় চকিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"একি! কে তুমি?"

নত শিরে অভিবাদন পূর্ব্বক, যোদ্ধ্ পুরুষ বলিলেন,—

"এই মুহূর্ত্তে যার শির আনয়নার্থে মহারাজ মানসিংহকে আদেশ করলেন,—সেই শিরই সম্রাটের সিংহাসন সম্মুখে উপস্থিত।"

"সেকি! তুমিই কি সেই বিশ্বাস-ঘাতক, রাজদ্রোহী কাফের দেবনাথ!!"

"হাঁ সম্রাট, আমিই দেবনাথ! তবে বিশ্বাস-ঘাতক, রাজদ্রোহী নই,—কর্ত্তব্য-পরায়ণ রাজ-ভক্ত প্রজা।"

"তুমি কি মোগল সৈন্য নিহত কর নাই?"

"করেছি। প্রয়োজন হয় আবার করবো।"

রাজা দেবনাথের এই অপ্রত্যাশিত উত্তরে সকলে চমৎকৃত হইল। প্রধান উজীর বলিয়া উঠিলেন,—

"রাজ-দ্রোহীর দণ্ড কি জান ?"

"জানি,—মৃত্যু।"

"হাঁ মৃত্যু—কিন্তু একেবারে নয়—তিলে তিলে তা জান ?"

"জানি।"

"জেনে শুনেও স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে ছুটে এসেছ ? উত্তম,—ইচ্ছা তোমার অচিরেই পূর্ণ হবে। সম্রাট"—বলিয়া উজীর কুর্নিশ করিলেন।

সম্রাট উজীরের মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন—

"হাঁ—বন্দী কর।"

"সাধ্য কি সম্রাট আমায় বন্দী করেন। আমার প্রার্থনা না জেনে, আমার অভিযোগের প্রতিকার না করে,—আমায় বন্দী করতে পারবেন না দিল্লীশ্বর। হে হিন্দুস্থানের অধিপতি—আমার কি প্রার্থনা জানেন ? আমার একমাত্র প্রার্থনা—আমার শৈল-গিরি-মালা শোভিনী সুচারুহাসিনী, কলগীতিময়ী—সৌন্দর্য্য তরঙ্গায়িতা,—সুষমা মাধুর্য্য-বিগলিতা, আমার দেবী—আমার, সোনার দেশ—সোনার বাংলাকে অত্যাচারের গ্রাস হতে রক্ষা করুন—উদ্ধার করুন,—এই আমার প্রার্থনা। বিনিময়ে আমার ঐশ্বর্য্য সম্পদ,—রাজ্য-সিংহাসন যা কিছু আছে গ্রহণ করুন। যদি আমার শির চান,—আপনার তৃপ্তির জন্য—দেশের মঙ্গলের জন্য—নীরবে আনন্দস্ফীত হৃদয়ে তা অর্পণ করবো ভারতেশ্বর।"

বিদ্রূপ হাস্যে সুতীব্রকণ্ঠে মহারাজা মানসিংহ বলিলেন,—

"দেবনাথ, এ দরবার, উন্মাদাগার নয়।"

তদ্রূপ কণ্ঠে দেবনাথ বলিলেন,—

"এ উন্মাদাগারই মহারাজ মানসিংহ। তুমি দেখ্‌ছ দরবার, আমি কিন্তু দেখ্‌ছি এ পুণ্য পবিত্র তীর্থ। তুমি দেখ্‌ছ এর বিচিত্র শোভা, কিন্তু আমি দেখ্‌ছি এই শোভার অন্তরালে কত পুণ্য-কাহিনী, কত কীর্ত্তিগাথা, কত দেবতার কথা জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্‌ছে। তুমি ভাবছো কি অপূর্ব্ব এই দরবার, আমি ভাব্‌ছি—কি হতশ্রী জঘন্য এই দরবার। তুমি এর অসার কৃত্রিম সজ্জিত শোভা সৌন্দর্য্য দর্শনে—উন্মাদের ন্যায় নিজের মনুষ্যত্ব, বিবেক, এই দরবারের চরণে অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়ে ক্রীতদাস হয়েছ। তোমার ন্যায় শত শত হিন্দুবীর এরই চরণতলে আশ্রয় গ্রহণে উন্মাদের ন্যায় এই দরবারেরই পূজা করছে। আর আমিও উন্মাদ—তাই এই মানুষ-হীন দরবারে ছুটে এসেছি সুবিচারের আশায়। তাই আজ তোমার ন্যায় দেশদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী—ভগিনী বিক্রয়কারীর মুখ দেখ্‌তে, কথা কইতে হলো।"

সশব্দে মহারাজ মানসিংহের সুচিক্কণ,—দীর্ঘ করবাল পিধান-উন্মুক্ত রাজা দেবনাথের মস্তকোপরি উত্থিত হইল। পলকে পার্শ্বস্থিত মহারাজ টোডরমল্ল স্বীয় প্রহরণে তাহা প্রতিহত করিয়া গম্ভীরাননে বলিলেন,—

"মহারাজ মানসিংহ,—আমার এ অপরাধ মার্জ্জনা করবেন। আর স্মরণ রাখ্‌বেন, আপনি অম্বরাধিপতি,—ভারতের প্রধান সেনাপতি। আপনার কার্য্য লোকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করবে।"

"তাই বলে, এক নগণ্য ভুঁইঞার তীব্র মৃত্যুতুল্য অপমান,—অম্লানবদনে নীরবে সহ্য করতে হবে? এই কি মহারাজ টোডরমল্লের উপদেশ!"

"এ উপদেশ নয়,—কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত। দেবনাথ অপমানকারী,—কিন্তু পশু নয়,—মানুষ। অস্ত্র যখন তার কোষবদ্ধ,—তখন অঙ্গে তার অস্ত্রাঘাত,—পশুহত্যারই নামান্তর মাত্র। মহারাজ এ বধ্যভূমি নয়।"

মহারাজ মানসিংহের নয়নে অগ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিল—প্রভাতা-রুণের ন্যায় বদন রক্তবর্ণ ধারণ করিল। নিষ্ফল ক্রোধে মহারাজ দন্তে দন্ত নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন।

দরবার দেবতা—আকবর সাহেরও বদনে ক্রোধ চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। সকলে ভাবিল, বাঙ্গালী ভৌমিকের উপর সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। কিন্তু মহারাজ টোডরমল্লের ন্যায়,—অন্তর্ভেদী দৃষ্টিবান ব্যক্তিরা বুঝিলেন,—সম্রাটের এ ক্রোধ বাঙ্গালী ভৌমিকের উপর নয়,—অম্বরেশ্বরের প্রতি।

জলদ নিঃস্বনে সম্রাট ডাকিলেন,—

"দেবনাথ"—

"সম্রাট"—

"তুমি অপরাধ স্বীকার করছো?"

"কিসের অপরাধ! জ্ঞানতঃ আমি কখন কোনও দিন অপরাধ করিনি সম্রাট।"

"কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে তুমি স্বীকার করলে যে, মোগল সৈন্য নিহত করেছ।"

"করেছি। তাতে অপরাধ কি ভারতেশ্বর?"

"অপরাধ কি! রাজ-সৈন্য নিহত করা কি রাজদ্রোহিতা নয়?"

"না সম্রাট—রাজ-দ্রোহিতা নয়। যাদের আমি নিহত করেছি—তারা রাজ-সৈনিকের বেশে সয়তান। তাই আমি তাদের হত্যা করেছি।"

"তুমি নবাবকে আক্রমণ কর নাই?"

"করেছি। প্রাণের জ্বালায়,—আত্মরক্ষার্থে, দেশ রক্ষার্থে—নারীর ধর্ম্ম রক্ষার্থে—নবাবকে আক্রমণ করেছি। রাজা,—রাজা।—প্রজা পালক, প্রজা নাশক নন। রাজা শান্তি দাতা,—অশান্তি দাতা নন! রাজার করুণাই দেশকে সঞ্জীবিত করে রাখে,—রাজার শিক্ষা, সহানুভূতি,—জাতিকে রক্ষা করে, জাতির মেদ মজ্জা গঠন করে। রাজার শাসন দণ্ড প্রজার চতুঃপার্শ্বে থেকে, অত্যাচার হতে প্রজাকে রক্ষা করে। অত্যাচার প্রতিমূর্ত্তির ন্যায়, ভীম নর্ত্তনে প্রজার গৃহে গৃহে ছোটে না। কিন্তু বাংলায় তা ছুটে ছিল,—তাই তার গতিরুদ্ধ করেছি,—তাই নবাবকে আক্রমণ করেছিলুম। রাজ-প্রতিনিধি নামে যে সয়তান রাজার কলঙ্ক বর্দ্ধিত করছিল,—তার শক্তি—বল-বীর্য্য সব অপহরণ করে, রাজার কাছে তার অত্যাচার নিবেদন করতে এসেছি। এখন বিচার করুন সম্রাট—আমি বিদ্রোহী কি না,—বিচার করুন আমি নিরপরাধী কি না,—।"

"তুমি শুধু রাজদ্রোহী নও,—দেখ্‌ছি তুমি মিথ্যাবাদী।"

সহসা কোমল অথচ সতেজ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"মিথ্যাবাদী, রাজা দেবনাথ নন,—মিথ্যাবাদী ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি বাংলার শাসন কর্ত্তা।"

বলিতে বলিতে এক বিদ্যুৎবরণী, দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী, মুক্ত কেশা,

শ্বেত বসন পরিহিতা, নিরাভরণা রমণী রাজা দেবনাথের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইলেন।

আশ্চর্য্যে অপলক নেত্রে সকলে দেখিল,—

রমণী যেন অমরার রাণী,—যেন ভুবন মনোমোহিনী। রমণীর সুবর্ণ গঞ্জিত ললাট তলে মুক্তাফল সম ঘর্ম্ম-বিন্দু, ভ্রূযুগ মদন চাপ সম কুঞ্চিত—আকর্ণ বিশ্রান্ত। রোষ বিস্ফারিত সু-উজ্জ্বল নয়নদ্বয় পুণ্য গর্ব্ব দীপ্ত। পৃষ্ঠে বন্ধন মুক্ত ঘোর কৃষ্ণ রাশিকৃত চরণ লুণ্ঠিত কেশ লতিকারা সর্ব্বাঙ্গে শোভিত। সে মর্ত্ত্যের দুর্ল্লভ শোভা—সে পাপী হৃদয় শঙ্কিত নয়ন জ্যোতি—সে স্বর্ণ দেহের অদর্শনীয় সৌন্দর্য্য দর্শনে, নীরব বিস্ময়ে নির্ন্নিমেষে সকলে দেবী জ্ঞানে রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

নিদ্রার স্বপ্নের ন্যায় সহসা দেবী রূপিণী এক রমণীর আবির্ভাবে সম্রাটও—অবা,ক্—বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ রহিলেন।

সাশ্চর্য্যে রাজা দেবনাথ বলিয়া উঠিলেন,—

"একি জননী! তুমি এখানে কেন মা?"

"সম্রাটের বিচার দেখ্‌তে।"

"বিচার দেখ্‌তে সেই সুদূর বাংলা থেকে এখানে এই শত কুৎসিত দৃষ্টির সম্মুখে একাকিনী এসে বড় অন্যায় করেছ মা।"

"দেশের রাজার যখন ন্যায় অন্যায় নাই, তখন অত্যাচার ক্লিষ্টা নারীর ন্যায় অন্যায় কেমন করে থাক্‌বে পুত্র? তবে একাকিনী আসি নাই,—এই দেখ,—"

রাজা স-ভীত হৃদয়ে দেখিলেন,—রমণীর কোমল করে প্রাণ-ঘাতিনী উজ্জ্বল একখানি ছুরিকা।

বিচক্ষণ হৃদয়ে সম্রাট সম্ভ্রমময় নয়নে রমণীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কে তুমি নারী?"

"কে আমি? অকম্পিত স্বরে ঐ পুণ্য রাজাসন থেকে জিজ্ঞাসা করতে পারছো সম্রাট—কে আমি? তুমিই না ভারত-ভাগ্য বিধাতা? লোকে তোমাকেই না জগদীশ্বর নামে অভিহিত করে? কিন্তু আমি করবো না—আমি তোমায় জগদীশ্বর নামে অভিহিত করবো না,—সয়তান নামে তোমায় অভিহিত করবো,—আমি তোমায় ভারত-ঈশ্বর বলবো না,—বলবো ভারত-শোণিত শোষক পিশাচ।"

বলিতে বলিতে রমণীর নয়নদ্বয় যেমন দীপ্ত তেজে জ্বলিয়া উঠিল,—তদ্রূপ ক্রোধে জ্বলিয়া—সুতীব্র কণ্ঠে সম্রাট বলিলেন,—

"সাবধান নারী—রসনা সংযত কর,—জেন এখানে রমণী বা পুরুষ নাই—অপরাধের শাস্তি সকলেরই মস্তকে সমভাবে বর্ষিত হয়।"

"চোখ্ রাঙাচ্ছ কাকে সম্রাট? জানি,—আমি রমণী—কিন্তু সম্রাটের ক্রীতদাসী নই,—জানি এ দরবার, কিন্তু আমি নয়নাশ্রুতে দরবার কক্ষ ধৌত করতে আসিনি। আর জানি,—সত্য বাক্যের সমাদর এখানে নেই। তথাপি ধর্ম্ম অপলাপে স্তুতি গান করতে এ রসনা অনভ্যস্ত,—চির অপারগ।

ভারতাধিপতি, তোমার ও রক্ত-নয়ন এ রমণী হৃদয়ে কণিকা মাত্রও শঙ্কার উদ্রেক করতে পারবে না। চোখ্ রাঙান্ আপনার স্তুতি-কারক মানসিংহ ও টোডরমল্লকে। যারা আপনার বিরাগ ভাজন হবার আশঙ্কাতে পূর্ব্ব হতেই—স্বেচ্ছায় সহাস্যে দেব-নৈবেদ্যের ন্যায়

ধর্ম্ম পুণ্য বিবেক, বিচার, সব স্তরে স্তরে সজ্জিত করে—স-ভক্তি হৃদয়ে—আপনার চরণে অর্পণ করে—নিশ্চিন্ত হয়েছে।"

"দেখ্‌ছি তুমি উন্মাদিনী। যাও—দরবার কক্ষ ত্যাগ কর।"

"হাঁ যাচ্ছি সম্রাট,—তবে যাবার পূর্ব্বে একটা কথা বলে যাই,—হৃদয়ের একটা ব্যথা জানিয়ে যাই,—আর শুনিয়ে যাই কে আমায় উন্মাদিনী করেছে। বাদসা—আমি উন্মাদিনী ছিলুম না,—কে আমায় উন্মাদিনী করেছে জান?"

"না।"

"তুমিই আমায় উন্মাদিনী করেছ সম্রাট।"

"সেকি আমি!!"

"হাঁ তুমি। পুত্র যদি উচ্ছৃঙ্খল, উদ্ধত হয়—লোকে পিতারই শাসনের দোষারোপ করে। রাজ-প্রতিনিধি যদি অত্যাচার করে, সেটাও তেমনি রাজারই স্কন্ধে অর্পিত হয়। তোমার প্রতিনিধির নির্ম্মম, নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর অত্যাচারে বাংলা জর্জ্জরিত ক্ষত বিক্ষত রুধিরাপ্লুত। মর্ম্ম-বিদারী, উচ্চ আর্ত্তনাদ সতত বাংলার আকাশ দীর্ণ করছে। সদা শুভ্র হাস্যলীলা তরঙ্গায়িত, বাংলার সে সহজ সরল হাস্য নাই,—সে নির্ম্মল আমোদ প্রমোদের উৎস আর নাই,—সব শুকিয়ে গেছে—নিরুদ্ধ হয়েছে। শুধু তোমার প্রতিনিধির দানবীয় অত্যাচারে। স্বর্ণময়ী রত্নময়ী—বঙ্গ-জননী—এখন ভিখারিণী—কঙ্কালময়ী—মুমূর্ষ্যার ন্যায় ভূলুণ্ঠিতা—ক্রন্দন নিরতা। শান্তির হিল্লোল—অশান্তির দাবানলে শুষ্ক হয়ে পড়েছে। আলো নিভেছে, অন্ধকারে বাংলা ডুবেছে।

বাংলার স্নিগ্ধ মলয়, অত্যাচার পীড়িত কোটী কোটী নর-নারীর অগ্নি-নিশ্বাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শশ্মানের জীবেরা নগরে প্রবেশ করেছে। প্রকৃতি শোভা-রূপিনী—সর্ব্ব সৌন্দর্য্য—আধারময়ী—বঙ্গ-রাণী, এখন শোকে মুহ্যমানা।

হিন্দুনারীর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ গৌরব,—যা তার শ্রেষ্ঠ পরিচয়,—যার অভাব আশঙ্কায় নারী মৃত্যু কামনা করে, সেই নিযুত পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নারীর 'সতীত্ব' নবাবের ক্রীড়ার সামগ্রী। নিত্য নব নব ক্রীড়ায় সেই মূঢ় পশু নবাব, শত শত নারীর,—কোটী কোটী জন্মের সাধনা,—লহমায় পদতলে নিষ্পেষিত করছে। আর তার সেই পৈশাচিক অত্যাচার, জগৎ নীরবে, নির্ব্বাকে, নিশ্চলে দেখ্‌ছে। কেউ একটীও কথা কয়নি,—কেউ একটীও অঙ্গুলী উত্তোলন করে নাই। কেবল একজন—একজন মাত্র বঙ্গ-বীর—সেই প্রখর, প্রবল অবাধ অত্যাচার স্রোত রুদ্ধ করতে দেবতার মত—নিজের সুবিশাল বক্ষ প্রসারিত করে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন। সে বীর,—সে দেবতা,—এই দেবনাথ। যাঁকে মিথ্যাবাদী বল্‌তে সম্রাটের হৃদয়ে কিছুমাত্র ভাবান্তর হয় নাই—সেই কাফের নামে সম্বোধিত নগণ্য ভুঁইঞা দেবনাথ,—নিজের প্রাণ-বিনিময়ে সম্রাটের কোটী কোটী প্রজাকে মৃত্যু মুখ হতে, অত্যাচার হতে, উদ্ধার করতে জীবন পণে—দৃঢ় করে অসি ধারণ করেছিলেন।

যেদিন,—যেদিন,—ওঃ সে দিনের সে কথা স্মরণ হলে হৃদয়ে দাবাগ্নির প্রবাহ ছোটে—সমস্ত ইন্দ্রিয় বিদ্রোহী হয়ে ওঠে,—ব্রহ্মরন্ধ্র দীর্ণ হবার উপক্রম হয়। ইচ্ছা হয় চপলার গতি,—বজ্রের তেজ দানব-

দলনীর শক্তি হরণে—দানব দলনীর ন্যায় উন্মত্ত রঙ্গে এই সব দানব-কুল নির্ম্মূল করি, ধ্বংস করি।"

ক্রোধে রমণীর বাক্য স্ফূরণ হইল না। নয়ন বদন সত্যই যেন অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। এক অনৈসর্গিক, অপার্থিব, স্বর্গ-জ্যোতি-তরঙ্গ রমণীর স্বর্ণাভ অঙ্গের উপর খেলিতে লাগিল। মুহুর্মুহুঃ নিশ্বাসে সু-উন্নত বক্ষস্থল সাগরোর্ম্মির ন্যায় স্ফীত হইতে লাগিল।

সকলে সত্রাসে সে মূর্ত্তি দেখিল—সভয়ে ভাবিল মহাশক্তি স্বরূপিণী জ্বলন্ত পাবক শিখাময়ী রমণী বুঝি দ্যুলোক ভূলোক নাশে আবির্ভূতা!!

স্পন্দন হীন নেত্রে, সকলে সে অপূর্ব্ব দেবী মূর্ত্তির প্রতি চাহিল। কিন্তু সে জ্বলন্ত অগ্নি বিচ্ছুরিত রমণীর নয়নের উজ্জলতা কেহ সহ্য করিতে সক্ষম হইল না, সকলের নয়ন ভূ-সংলগ্ন হইল।

সম্রাট ভাবিলেন,—একি সত্যই অত্যাচার পীড়িতা মানবী,—না কোন মহাশক্তি মোগল ধ্বংসে মূর্ত্তিময়ী!

রমণী পুনরায় ক্রোধ স্ফুরিত উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—

"শোন সম্রাট,—তোমরাও সম্রাট অনুচর, তোমরাও শোন—অন্তরীক্ষে দেবতা যদি থাক, তবে তোমরাও শোন,—শোন দানব অত্যাচার কাহিনী। যদি কেউ মানুষ থাক অশ্রু ফেলবে,—যদি কেউ শক্তিমান্ হৃদয়বান থাক, প্রতিকার করবে,—যদি দেবতা থাক—দানব কবল থেকে পুণ্য ভূমি ভারতকে উদ্ধার করবে।

যে দিন পাপিষ্ঠ নবাব প্রেরিত অনুচর আমায় একাকিনী দেখে অসহায়া ভেবে—আমার হস্ত ধারণ করলে,—যখন, আমার জীবনের সার, রমণী ধর্ম্মের সার, আমার শত মণি-মাণিক্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

নারী ধর্ম্ম অপহরণে উদ্যত হলো, যখন আমার নয়নে শত করোজ্জ্বল রবি কিরণ ম্লান হয়ে পড়লো,—যখন ঘোরান্ধকারে সমগ্র মেদিনীকে নিমজ্জিতা, বিঘূর্ণিতা বোধ হল—যখন চতুর্দ্দিক হতে শুধু প্রলয় কল্লোল বেজে উঠ্‌লো,—যখন তখন একবার গভীর আর্ত্তনাদ করে উঠ্‌লুম। সে আর্ত্তনাদে আকাশ বক্ষ বিদীর্ণ হয়েছিল কি না জানি না। কিন্তু—কিন্তু তখন এই দেবনাথ,—এই কাফের দেবনাথ,—এই ভূঁইঞা দেবনাথ—এই রাজদ্রোহী দেবনাথ, সহসা সেখানে উদয় হযে আমায় দানব কবল হতে উদ্ধার করেন। শুধু তাই নয়,—আমায় মাতৃ সম্বোধনে নিজ অট্টালিকায় আশ্রয় দান করেন। তখন আমার মনে হলো—মনে হলো, যেন—দেবনাথ এ মর্ত্ত্যময় জগতের নন ঐ—ঐ মহাশূন্যের উপরে যে জগৎ, সেই জগতের। মনে হলো—দেবনাথ সত্যই দেবনাথ।

"বিফল মনোরথে কামান্ধ নবাবের ইন্দ্রিয় তৃষ্ণা দ্বিগুণ জ্বলে উঠ্‌লো। আমায় তার নিকট সমর্পণ করবার জন্য সে দেবনাথকে হুকুম পাঠালে দেবনাথ সে হুকুম তামিল করলে না,—সে তো আর মোগলের চরণে নিজের সহোদরাকে অর্পণ করে নাই,—ধর্ম্ম ও বিসর্জ্জন দেয় নাই; মূর্খ—দেবনাথ নবাবকে বলে পাঠালে 'আশ্রিতা অবলাকে ত্যাগ করতে কখনই পারবো না,—রাজ্য ঐশ্বর্য্য বিনিময়েও নয়।' নবাবের হৃদয়ে যদি কণামাত্রও মনুষ্যত্বের বিকাশ থাক্‌তো—তবে সে এ উত্তর শ্রবণে রাজার চরণে পতিত হতো,—মুগ্ধচিত্তে রাজার পদ-ধূলি গ্রহণ করতো। কিন্তু সে কামান্ধ পশু, ক্রুদ্ধ হয়ে রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করলে। কিন্তু মহাধার্ম্মিক লক্ষ লক্ষ প্রজার আশা ভরসার

স্থল,—ঈশ্বরানুগৃহীত দেবশক্তিসম্পন্ন রাজার নিকট পরাজিত হলো। আবার নবাব প্রাসাদ ও দুর্গ আক্রমণ করলে—তবুও মহা তেজশালী ধর্ম্মবলসম্পন্ন রাজার বাহুবলের নিকট নবাবের শির নত হয়ে পড়লো।

এইরূপ পুন পুনঃ পরাজয়ে, হৃতবল নির্জ্জিত নবাব যখন নিজের শক্তিতে প্রতিশোধ গ্রহণে অক্ষম হলো,—তখন দেবতাকে পিশাচরূপে পরিণত করে, দিল্লীর সাহায্য প্রার্থী হলো। তাই আজ মহাপ্রাণ, মহাপুরুষ, মহৎগুণ সম্পন্ন রাজা দেবনাথ, রাজ-দ্রোহী রূপে দিল্লীর দরবারে দণ্ডায়মান, বিচারপ্রার্থী। আর বিচারক সূক্ষ্ম বিচারে তাকে মিথ্যাবাদী উপাধিতে বিভূষিত করলেন। বাঃ—বাঃ—চমৎকার—চমৎকার তোমার বিচার সম্রাট। আর অতি সুন্দর—তোমার প্রতিনিধি,—তোমার অনুচর দল। যেমন রাজা—তার তেমনি প্রতিনিধি,—যেমন বিধি তার তেমনি বিচার, যেমন যার বুদ্ধি,—তার তেমনি কার্য্য। কিন্তু সম্রাট এই মহর্ষিগণ পদলিপ্ত দরবারে—ঐ স্বর্ণ-মনিময় সিংহাসনে অধিকদিন আর উপবেশন তোমার ভাগ্যে নাই,—যখন নারীর উপর অত্যাচার তোমার রাজত্বে আরম্ভ হয়েছে,—তখন তোমার পতন অবশ্যম্ভাবী,—এটা স্থির জেন।"

রমণীর বাক্য দৈববাণীর ন্যায় সম্রাটের কর্ণে বাজিল। শঙ্কায় বক্ষ বিকম্পিত হইয়া উঠিল। সম্রাট রমণীর প্রতি চাহিতে পারিলেন না। নত নয়নে—নীরব রহিলেন।

রমণী প্রশান্ত সজল সুকোমল নয়নদ্বয় রাজা দেবনাথের প্রতি স্থাপনে বাষ্প কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—

"দেবনাথ আমার প্রিয়তম পুত্র, কি অশুভ দিনে, অশুভ ক্ষণে জন্মেছিলুম আমি। সর্ব্বস্ব বিহীনা হয়ে, দীনা হীনা ভিখারিণীর মত, এ জগতে এসে শুধু হাহাকার করলুম। যদিও করুণাবান করুণায় একটী যোগ্যপুত্র দান করলেন,—কিন্তু এমনি অভাগিনী—সর্ব্বনাশিনী আমি, তাকেও জ্বালালুম,—কাঁদালুম—তারও সংসারে অশান্তির আগুন ধরিয়ে দিলুম। যে ক্ষীণ আশাটুকু নিয়ে দিল্লীর দরবারে ছুটে এলুম, তাও নিভে গেল। সব আশা অতল জলনিধির গর্ভে নিমজ্জিত হলো,—সব আলো স্তিমিত হয়ে পড়লো। জীবনের সুখ, সাধ, আহ্লাদ সব ডুবে গেল, নীরব হলো সব কথা। তবে? তবে আর কেন? থেমে যাক্ সব ব্যঁথা,—নিভে যাক তবে এ তৈল-হীন জীবন প্রদীপ।"

রমণীর ছুরিকাবিদ্ধ শোণিতাক্ত দেহ ভূতলে লুটাইয়া পড়িল।

"একি করলে জননী!! একি করলে মা!!"

বলিতে বলিতে রাজা দেবনাথ চকিতে রমণীর বক্ষবিদ্ধ ছুরিকা উত্তোলন করিলেন। বাধা মুক্ত জল উৎসের ন্যায়—শোণিত স্রোত উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

সম্রাট দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন,—

"একি করলে উন্মাদিনী। হেলায় স্বেচ্ছায় প্রাণ-বিসর্জ্জন দিলে কোন্ ব্যাথায়? কোন্ জালায়? কে আছ—শীঘ্র রাজবৈদ্যকে আহ্বান কর। যাও—যাও শীঘ্র যাও,—পল মাত্র বিলম্ব না হয়।"

সম্রাটের আদেশ বাক্যে বাধা দানে রমণী বলিলেন,—

"ক্ষান্ত হও—সম্রাট, বৃথা কেন এ অনুগ্রহ—এ সহানুভূতি? তোমার অনুগ্রহ আমি চাই না।"

রাজা বলিলেন,—

"তবে আদেশ কর মা,—আমি আমার নিজের বৈদ্যকে আহ্বান করি।"

"বৃথা চেষ্টা পুত্র, মর্ম্ম বিদ্ধ হয়েছে,—সময় আর নাই।"

"সহসা এ কাজ কেন করলে মা? কেন অকারণ পুত্রের হৃদয়ে এ কঠোর শেলাঘাত করলে দয়াময়ী?"

"ঠিক করেছি রাজা। না—না—তুমি রাজা নও, শুধু আমার পুত্র। শোন বৎস, কর্ম্মই ঈশ্বর, নিজ নিজ কার্য্যই ধর্ম্ম। তুমি কর্ম্মবীর, ধর্ম্ম-বীর। জানি তুমি স্বর্গের চিরস্থায়ী অধিবাসী হবে,—তথাপি আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করছি,—স্বর্গ তোমার শুভাগমনে—পুণ্য-শ্রীতে সমুদ্ভাসিত হয়ে উঠুক—তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা, দেবতার প্রাণে ঈর্ষানল জাগিয়ে তুলুক—তোমার আদর্শে তোমার গরিমালোকে বিধাতার শক্তি প্রাপ্ত, বিধি নিয়োজিত বিচারকগণ অনুপ্রাণিত হোক। আর সম্রাট, তোমায় কি দেব জান, তোমায় অভিশাপ দেব। যদি সতী-ত্বের গর্ব্ব থাকে আমার, যদি স্বামীকেই সাকার দেবতা জ্ঞানে—সারা জীবন ডেকে থাকি, পূজা করে থাকি,—তবে জেন আমার অভিশাপ কখনও নিষ্ফল হবে না। জগতে সব নিষ্ফল হ'তে পারে,—সতী বাক্য কখনও নিষ্ফল হ'বে না—বিধির বিধান নিষ্ফল হ'লেও সতী বাক্য নিষ্ফল হবে না—সতী বাক্যের নিকট বিধাতাও নত শির।

শোন সম্রাট, তুমি যেমন পুণ্যপাদ—পীঠ তুল্য ভারত ভূমিকে দলিত নিষ্পীড়িত করছো,—তেমনি তুমিও"———

সন্ত্রাসে সম্রাট বলিয়া উঠিলেন—

"মা মা অভিশাপের অগ্নি ধারা সন্তানের শিরে বর্ষণ করিস্ না মা। আমি তোর সন্তান,—তুই আমার জননী। আমায় ক্ষমা কর মা। দেখ মা, বুঝে দেখ্—সেই কোন সুদূর দেশে আমার নামে কে কি করছে না করছে কেমন কর্ে আমি তা বুঝবো—জানবো,—বিচার করবো? আমায় তো অত্যাচার কাহিনী কেউ শোনায় না,—আমায় শোনায় শুধু—রাজ্য আমার শান্তিময়, সুখময়। কেউ আমায় স্পষ্ট সত্য কথা বলে না,—বলে শুধু আমি জগদীশ্বর। কেউ তো আমার দোষ গুণ দেখিয়ে দেয় না,—দেখায় কেবল ঐশ্বর্য্য সম্পদ,—দেখায় শুধু বিলাস বিভ্রম,—দেখায় শুধু একটা কৃত্রিম রাজ্য।

আজ তোর সত্য স্পষ্ট বাক্যে বুঝেছি,—আমার অনুচরেরা সত্যই অতি নিষ্ঠুর নির্ম্মম। আজ থেকে শপথ করছি,—আমার যে কোন প্রতিনিধি,—নারীর উপর বা প্রজার উপর বিন্দুমাত্রও অত্যাচার করবে,—তাকে গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করবো। সে বিচারে উজীর—ওমরাহ—সেনাপতি—অমাত্য—এমন কি পুত্রকেও নিষ্কৃতি দেব না। আমি অপরাধী হলেও তোর সন্তান,—অভিশাপে সন্তানকে জর্জ্জরিত করিসনে মা।"

"তবে এস সন্তান, আমার নিকটে এস,—এস পুত্র আমার সম্মুখে এস,—এস বৎস আমার পার্শ্বে এস।"

সম্রাট রাজদণ্ড. রাজমুকুট ত্যাগে নত জানু হইয়া রমণীর দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন।

রমণী দেবনাথকে লক্ষ্যে বলিলেন,—"মহান্-গরীয়ান পুত্র—তুমিও এস,—তুমিও বোস।"

রাজা দেবনাথ রমণীর বামপার্শ্বে নতশিরে উপবিষ্ট হইলেন।

ভক্তি—নম্র—হৃদয়ে সে অভূতপূর্ব্ব স্বর্গীয় দৃশ্য দর্শকেরা সজল নেত্রে দেখিতে লাগিল।

ক্ষীণ—অতি ক্ষীণ হাস্য রেখা রমণীর বদনে শ্বেত শতদলের ন্যায় অতিশোভায় ফুটিয়া উঠিল। মৃদু মধুর কোমল কণ্ঠে রমণী বলিলেন,—

"এ অন্তিমে, অভাগিনী যে এত সুখের এত আনন্দের অধিকারিণী হবে, তা ভাবি নাই—কল্পনা করি নাই। ভারতের দুই মহা-পৃথীন্দ্র আমার দুই সন্তান,—আমার দুই পার্শ্বে। আঃ—কি তৃপ্তি—কি শান্তি—কি আনন্দ। হিন্দু—মুসলমান আমার দুটী সন্তান। গেয়ে ওঠ পবন—হিন্দু—মুসলমান আজ এক মায়ের দুটী সন্তান—গাও গভীর নিঃস্বনে হিন্দু-মুসলমানের মিলন গান। বাঃ—বাঃ—কি সুন্দর—কি সুন্দর—এ মিলন। স্বামী,—দেবতা,—দেখ যদি ঐ শূন্যে থাক তবে চেয়ে দেখ এ দৃশ্য,—দেখ এ অভাগিনীর অন্তিম ভাগ্য। স্বর্গবাসী তোমরাও দেখ—নতুবা এ পুণ্য পবিত্র মিলন দৃশ্য বুঝি এ মর্ত্তধামে আর দেখ্‌তে পাবে না।

আক্‌বর, পুত্র—আশীর্ব্বাদ করি—দীর্ঘ হোক পরমায়ু তোমার—দীর্ঘ হোক সিংহাসন তোমার,—দীর্ঘ হোক রাজ্য তোমার। আর পুত্র দেবনাথ, তোমার সিংহাসন বাংলার নর নারীর হৃদয়ে স্থাপিত হোক,—বাংলার নর-নারী ভক্তি শ্রদ্ধার 'কর' প্রদান করুক।"

বাক্য নীরব,—দেহ নিশ্চল,—বক্ষ স্পন্দন রুদ্ধ হইল,—নিঃশ্বাস প্রশ্বাস থামিল। শূন্যে—মহা শূন্যে একটা উজ্জ্বল,—বৃহৎ আত্মা ক্ষুদ্র আধার ত্যাগে চলিয়া গেল।

অন্তর হইতে উত্থিত একটা গভীর—সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগে শোক ভারাবনত হৃদয়ে রাজা দেবনাথ দণ্ডায়মান হইলেন। সম্রাটও আনত-মস্তক উত্তোলনে দণ্ডায়মান হইলেন।

সকলে অবাক—বিস্ময়ে দেখিল,—

সম্রাট নয়নে দর-বিগলিত অশ্রধারা। কঠোর নীরস, শুষ্ক মরুভূমে যাঁর জন্ম,—আজ তাঁরই নয়নে অশ্রু! আদেশে যাঁর শত শত মানব-শির স্কন্ধচ্যুত হয়ে ভূ-লুণ্ঠিত হয়েছে,—আজ তাঁরই চক্ষু অশ্রুজল-সিক্ত; মৃত্যুর লীলাস্থল, ভীষণ বীভৎস রণাঙ্গণে হৃদয় যাঁর একটুও কাঁপেনি,—টলেনি,—আজ সেই ভারত বিজয়ীর নির্ম্মম লোচনে তপ্ত অশ্রু ধারা!! কি সুন্দর—কি মধুর এ করুণ দৃশ্য! কি অমূল্য পবিত্র সম্রাটের এক এক বিন্দু নয়ন বারি!

সম্রাট! এতদিনে তুমি ধন্য হলে,—সার্থক হলো জীবন তোমার। ক্রন্দনই মানুষকে ধন্য করে,—পবিত্র করে। যে কখনও কাঁদে নাই সে মহা দুঃখী,—মহা পাপী!

বিষাদ গভীর স্বরে সম্রাট ডাকিলেন,—

"উজীর"—

"সাহানসা"—

"উজীর দেখ্ছো?"

"দেখ্ছি।"

"কিছু বুঝ্ছো কি?"

"না। তবে অনুমান—উন্মাদিনী।"

"তুমি কিছু বোঝ নাই। উন্মাদ এই রমণী নয়,—উন্মাদ তুমি,—

আর উন্মাদ আমি। তাই তোমাদের ন্যায় বিবেক বুদ্ধিহীন কর্ম্ম-চারীদের এখনও এ দরবার কক্ষ হতে বিতাড়িত করিনি।

বৃদ্ধ! বুঝতে পারছো না? বুঝতে পারছো না, সে কত বড় ঝঞ্ঝা—যার সংঘাতে অটল মহা মহীরুহ ভূমে লুণ্ঠিত হয়ে পড়ে! বুঝ্‌তে পারছো না, সে কি ভীষণ প্রবল উত্তাপ, যার তাপে সাগর শুষ্ক হয়ে যায়! বুঝ্‌তে পারছো না সে কি প্রবল প্রচণ্ড আঘাত যাতে ধরিত্রীর দেহ কেঁপে ওঠে। দীর্ঘ-জীবন বহন করেও এ শিক্ষাটুকুও লাভ করেতে পার নাই?

শোন উজীর—এই মুহূর্ত্তে পরোয়ানার দ্বারা সেই দুর্দ্দান্ত দানব প্রকৃতি নবাবকে দরবারে তলব কর। লিখে দিও অবিলম্বে যেন সে দরবারে উপস্থিত হয়,—আর জানাইয়ো বিলম্বে তার শাস্তি দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হবে।"

কম্পান্বিত কলেবরে উজীর ভূমি স্পর্শে কুর্ণিশ করতঃ প্রস্থানোদ্যত হইলেন। ভাবিলেন, বিপদ বুঝি কেটে গেল—ব্যাঘ্র গর্জ্জন বুঝি থেমে গেল। কিন্তু কয়েক পদ না অগ্রসর হইতেই সম্রাট পুনরায় ডাকিলেন,—

"উজীর"—

অন্তরে আল্লার নাম স্মরণে—অধিকতর ভীত চিত্তে উজীর সম্রাট সকাশে আসিয়া পুনঃ অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন।

"শোন উজীর—সমগ্র দিল্লী নগরীতে দুন্দুভিনাদে ঘোষণা করে দাও,—যেন নগরী আজ শোক সজ্জায় সজ্জিত হয়,—কেহ যেন উৎসবে না মাতে। প্রয়োজনাতিরিক্ত দীপ যেন না জ্বলে। নীরব মুহ্যমান

হয়ে নগরী যেন খোদার নিকট মোগলের মঙ্গল প্রার্থনা করে। আর রাজা দেবনাথের আদেশানুযায়ী, এই রমণীর সংকারার্থ সমস্ত দ্রব্যাদির বন্দোবস্ত করে দেবে। গব্যঘৃত, চন্দন, ধূপ-ধূনা, পুষ্প প্রভৃতি ব্রাহ্মণ দ্বারা রাজ সরকার হতে সরবরাহ করবে। সমগ্র দুর্গ হতে রমণীর সম্মানের জন্য মুহুর্মুহুঃ তোপধ্বনির আদেশ জানাও। কোন সৈনিকের করে যেন উন্মুক্ত অসি না থাকে। কোন সৈনিক, কোন রাজ-কর্ম্মচারী, কোন নাগরিক শ্মশান বা শ্মশানগামী পথে উষ্ণীষ শিরে, অশ্বারোহণে বা সশস্ত্র না থাকে। পথ যেন পুষ্প মাল্যে বিভূষিত হয়,—আর পথের উভয় পার্শ্বে আমার সমস্ত হিন্দুসৈন্য নগ্ন পদে,—নত মস্তকে - উন্মুক্ত শিরে,—নিরস্ত্রে যেন দণ্ডায়মান থাকে।

স্মরণ রেখ উজীর, এই রমণী সম্রাট জননী। সম্রাট জননীর ন্যায় মহা-সম্মানে যেন এই নারীর পুণ্য দেহ সংকার হয়। যে কেউ আমার আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম করবে,—তাকে গুরু দণ্ডে দণ্ডিত করবো—কেউ মার্জ্জনা পাবে না।"

ব্যাঘ্র কবল বিমুক্তের ন্যায় উজীর সহজ নিঃশ্বাস ত্যাগে পুনঃ পুনঃ কুর্নিশ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

কম্পিত কণ্ঠে সম্রাট ডাকিলেন,—

"রাজা দেবনাথ,"—

"সম্রাট"—

"মহাপাপী—মহা অধার্ম্মিক আমি! এ সিংহাসনের, এ পুণ্যময় ভারতবর্ষ শাসনের অযোগ্য। কিন্তু আমি বৃদ্ধ,—আমার এই পক্ক কেশ, এই অশ্রু সজল, বিশুষ্ক বদন,—এই লোল-শিথিল দেহ দেখে,—

আমার অবস্থা বুঝে আমায় মার্জ্জনা কর দেবনাথ! আর এ দেখেও যদি তোমার দয়া না হয়,—যদি আমায় মার্জ্জনা না কর,—তবে অনুতপ্ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জ্ঞানে—আমায় দয়া কর—আমায় মার্জ্জনা কর।

ঐ—ভূপতিতা সতী-শিরোমণি,—পুণ্যময়ী জননী তোমার,—আমায় ক্ষমা করেছেন,—অভাগাকে সন্তান সম্বোধনে—তোমারই ন্যায় স্নেহাশীষ ধারা আমারও মস্তকে ঢেলে দিয়েছেন, আর তুমি কি আমায় দূরে ঠেলে দেবে—ভ্রাতৃত্বের অধিকার থেকে আমায় বঞ্চিত করবে?"

"হে মহতী মহান সম্রাট—হে সর্ব্বগুণময়, সর্ব্বরূপ বিরাট পুরুষ—হে ক্ষমাময়, অবদানময়,—কীর্ত্তিবান, করুণাবান ভারতেশ্বর—অজ্ঞ আমি, লবণাক্ত সাগরের শুধু জলরাশি দেখে বুঝ্‌তে পারি নাই,—কি অমূল্য—জ্যোতির্ম্ময়—মহার্ঘ রত্ন-রাশি তলদেশে তার লুক্কায়িত আছে। অন্ধ আমি তাই সম্মুখে এ কনকচ্ছটা,—ধর্ম্মের প্রদীপ্ত দীপ-শিখা,—স্বর্গের এ স্নিগ্ধ সৌম্য-শান্ত জ্যোতি দেখ্‌তে পাই নি। হে ভারতের সাধনার সম্রাট—এ অজ্ঞ অন্ধকে ক্ষমা করুন,—দয়া করুন।"

"আমার কাছে তুমি ক্ষমা চাইছ! দেবতা মানবের নিকট ক্ষমা প্রার্থী! গুরু, শিষ্যের ক্ষমার' প্রয়াসী! পুণ্যাত্মা সয়তানের নিকট নত শির। আশ্চর্য্য!!

ক্ষমা চাইছ! আচ্ছা বেশ, ক্ষমা করতে পারি, যদি তুমি আমার একটী অনুরোধ রক্ষা কর।"

"আদেশ করুন সম্রাট।"

"আমায় তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃত্বের অধিকার দাও,—এই আমার অনুরোধ।"

"একি মহৎ সম্মান আমার শিরে বর্ষণ করলেন সম্রাট! একি প্রবল-আনন্দ ধারায় হৃদয় আমার উদ্বেল করে দিলেন বাদ্‌শা! একি অরুদ্ধ করুণা-বারি সিঞ্চনে আমার সমস্ত দেহ,—সমস্ত অন্তর শীতলতায় কণ্টকিত করে দিলেন রাজ-রাজ্যেশ্বর!

বেশ তবে তাই হোক। আজ এই নগণ্য ক্ষুদ্র ভূঁইঞা তার উষ্ণীষ—তার তরবারী কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপহার স্বরূপ সম্রাট চরণ-তলে রক্ষা করলে।"

আনন্দ ও দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সম্রাট বলিলেন,—

"একি বিষাদ-হর্ষের একত্র সম্মিলন! একি অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদের একত্র সমাবেশ,—সুখ-দুঃখের একি অঘটন সংঘটন! হাসি ও কান্নার একি অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ! হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠ্‌ছে! দেবনাথ, দেবনাথ আজ থেকে তুমি সম্রাটের কনিষ্ঠ ভ্রাতা,—আর আজ থেকে তুমি মহারাজা দেবনাথ। তার সঙ্গে "দ্বাদশ পরগণা" বিনা করে তোমায় প্রদান করলুম।

খোদার নিকট আন্তরিক প্রার্থনা করি, যেন হিন্দু-মুসলমানের এ শুভ মিলন অটুট হয়,—হিন্দু-মুসলমানের এ-বাহু-বন্ধন যেন অচ্ছেদ্য হয়।

হিন্দু-মুসলমান যদি হিংসা দ্বেষ,—গর্ব্ব বিস্মৃত হয়ে ভাই ভাই বলে পরস্পর পরস্পরের হস্ত ধারণে স্ফীত বক্ষে দাঁড়ায়,—তবে আতঙ্কে সমুদ্র তার গতি নিরুদ্ধ করবে,—হিমালয় শিখর কেঁপে উঠ্‌বে—ত্রিভুবন সত্রাসে এ মিলন দর্শনে নয়নাবৃত করবে। তাই আবার বলি,—আবার প্রার্থনা করি—হিন্দু-মুসলমানের এ মিলন,—এ বাহু-বন্ধন চির অক্ষুণ্ণ হোক।"

সমগ্র দরবার ব্যাপিয়া একটা ঈষৎ আনন্দ কল্লোল উত্থিত হইল। বিশাল জনতার উপর যেন একটা নব শিহরণ—অন্তরে যেন একটা নব জাগরণের সাড়া বহিয়া গেল। একটা দ্রুত আনন্দ উচ্ছ্বাস হাস্য উৎস সকলেরই বদনে প্রতিভাত হইল।

তীক্ষ্ণ শায়ক তুল্য কণ্ঠে সম্রাট ডাকিলেন,—

"মহারাজ মানসিংহ।"

"জাঁহাপনা।"

"শুনুন মহারাজ মানসিংহ,—মানুষ সেই,—যে অপরাধীকে হাস্যাননে ক্ষমা করতে পারে। ধার্ম্মিক সেই—যে আশ্রিত রক্ষণে জীবন দানেও কুণ্ঠিত হয় না। দাতা সেই,—যে পরের জন্য নিজেকে বলি দেয়। রাজা সেই,—যার সিংহাসন প্রজার হৃদয়ে স্থাপিত। অমর সেই,—পবন যার কীর্ত্তির বাহন। বিদ্বান সেই,—বিনয়ে যিনি সতত নত। আর বীর সেই—যে অযথা অস্ত্রের অপব্যবহার করে না।

এই কথা কয়টী স্মরণ রাখ্‌বেন অম্বররাজ।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

সদা উৎসব-উল্লাসময়ী, হাস্য-লাস্য-লীলাময়ী, চঞ্চলা, সঙ্গীত-মুখরা, নর্ত্তন-শীলা দিল্লী মহানগরী আজ ধীরা স্থিরা গম্ভীরা।

বহু বসন-ভূষণ-ভূষিতা, পুষ্পালঙ্কার শোভিতা, কনক-কিরণ-মালিনী, অশেষ সৌন্দর্য্য-শালিনী, আনন্দ কল্লোল প্লাবিনী নগরী আজ বসন-ভূষণ হীনা,—কাতরা ব্যথিতা ম্রিয়মানা।

আছে সব, অথচ যেন কিছু নেই। কি যেন ছিল, আজ তা হারিয়েছে। পথে পথে লোক চল্‌ছে,—কিন্তু নীরবে অতি ধীরে, অতি সন্তর্পণে। যেন পদ শব্দে কার সুখনিদ্রা ভেঙ্গে যাবে। কেবল মাঝে মাঝে শমনের কণ্ঠ ধ্বনির ন্যায় গম্ভীর হুঙ্কারে কামান ডাক্‌ছে—

'গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম'—পাছে কেউ কথা কয়,—হাসে তাই শমন প্রতিনিধি শতঘ্নী ভৈরব আরাবে ডাকৃছে—

'গুড়ুম—গুড়ুম - গুড়ুম।' সাবধান, কেউ কথা কয়ো না, হেঁস না,—নীরব নির্ব্বাক থাক।

'গুড়ুম - গুড়ুম - গুড়ুম।' খবরদার, সম্রাট আদেশ বিস্মৃত হয়ো না—বিলাস ভূষণে ডুবো না,—অস্ত্র ধারণ করো না। করলে—আমি আছি। তোমাদের মাথায় গভীর গর্জ্জনে আছড়ে পড়বো হুঁসিয়ার।

যমুনার পথের উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অসংখ্য মানব দণ্ডায়মান,—

কিন্তু সকলেই নীরব, নিশ্চল, নির্ব্বাক। মস্তকে কারও কোন আবরণ নাই,— অঙ্গে কারও অস্ত্র নাই,— পদে কারও পাদুকা নাই।

পথ, পুষ্পে-পুষ্পে পুষ্পময়। পথের কঙ্কর, পুষ্প তলে লুক্কায়িত— যেন পুষ্পেই সে পথ নির্ম্মিত গঠিত।

যমুনা তীরে বৃহৎ এক চিতা সজ্জিত। এক দিকে রাশিকৃত পুষ্প, অন্য দিকে স্তূপীকৃত দ্রব্য-সম্ভার, আর চতুর্দ্দিকে অসংখ্য দর্শক। হরি-ধ্বনিতে যমুনাতট মুখরিত। যেমন মুখরিত হয়েছিল,—সেই সে কালে—যে কালের গর্ব্বটুকু শুধু আমাদের আছে।

এক মহার্ঘ পালঙ্কোপরি রাজা দেবনাথের জননী-সমা মৃতা রমণীর শব দেহ রক্ষিত, আর তারই শিয়রে মাত্র একখানি বস্ত্র পরিধানে নিষ্প্রভ নয়নে, অধোবদনে রাজা দেবনাথ দণ্ডায়মান। তারই কিঞ্চিৎ দূরে রাজার দ্বি-সহস্র ও মহারাজ টোডরমল্লের পঞ্চ সহস্র সৈন্য—বহুদূর ব্যাপিয়া ইতস্ততঃ দণ্ডায়মান। কিন্তু কোলাহল হীন অস্ত্রহীন। যেন সব মূক, বধির নির্জ্জীব।

রাজাজ্ঞায় চন্দন কাষ্ঠ সজ্জিত চিতায় ব্রাহ্মণগণ শব দেহ রক্ষা করিলেন।

দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে, বারি-পরিপূর্ণ নয়নে রাজা স্বয়ং চিতাগ্নি প্রজ্জলিত করিতে সমুদ্যত হইলেন। সহসা পশ্চাৎ হইতে সুউচ্চ কণ্ঠে ধ্বনিত হইল।

"দাঁড়াও"—

বিস্ময় স্ফুরিত কণ্ঠে রাজা দেবনাথ বলিয়া উঠিলেন,—

"একি মহারাজ টোডরমল্ল!!"

"হাঁ আমি। তবে মহারাজ নই,—শুধু টোডরমল্ল। তাও কলঙ্কিত এ নাম। পর প্রদত্ত মহারাজ সম্বোধনে আর স্পৃহা নাই। দেব মন্দির আছে—দেবতা নাই। মহারাজ উপাধি আছে, কিন্তু শক্তি নাই,—তরবারী আছে, কিন্তু তীক্ষ্ণতা নাই।"

"নগ্নপদে—নিরস্ত্র অবস্থায় এ মহা শ্মশানে কেন মহারাজ?"

"রাজা,—ভেবেছ কি ঐ নারী শুধু সম্রাট আর তোমারই জননী? না রাজা, ঐ রমণী আমারও জননী। শুধু জননী নন, আমার শিক্ষা-দাত্রী। তাই একবার—শেষবার—আমার জননীর—আমার শিক্ষা-দায়িনীর সুন্দর চরণ-যুগল দেখ্‌তে এলুম। কি রাজা, এমন বিস্মিতের মত আমার কলঙ্ক-অঙ্কিত বদন প্রতি কি দেখ্‌ছো? শিক্ষয়িত্রী বলেছি বলে বিস্মিত হচ্ছো? না হয়ো না,—বিস্মিত হয়ো না—আমি মিথ্যা বলি নাই,—সত্য সত্যই এই নারী আমার শিক্ষয়িত্রী।"

"সে কি! এই নারীকে পূর্ব্বে আপনি দেখেছেন?"

"না। অদ্য এই প্রথম মাতৃ-মূর্ত্তি দেখ্‌লুম। এই রমণী আমাকে কি শিখিয়েছে জান?"

"না। কি শিখিয়েছে?"

"শিখিয়েছে দেশ-প্রীতি—দেশ-ভক্তি। আমার অন্ধকারময় হৃদয় হিরণ-কিরণ-সম্পাতে আলোকোজ্জ্বল করে দিয়েছে—আমার মোহ মুদিত নয়নদ্বয় উন্মীলিত করে দিয়েছে। সেই নব উন্মীলিত, নব-নয়নে আমি এখন দেখ্‌ছি,—এক নূতন রাজ্য, নূতন দেশ,—নূতন এক স্বপ্ন। আমায় শিখিয়েছে—মানুষ—মানুষ হয় কিসে। আমায় বুঝিয়েছে, কি ভাবে কেমন করে জাতির প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে হয়,

আমায় বুঝিয়েছে—যাদের পুণ্য-ধর্ম্ম নাই,—জাতির গৌরব মর্য্যাদা নাই,—ভ্রাতৃ-প্রেম—দেশ-প্রেম নাই,—তাদের পৃথিবী বক্ষে কোন স্থায়ীত্ব নাই, কোন রেখা নাই,—কোন গর্ব্ব, কোন পরিচয়ও নাই। আমায় শুনিয়েছে মানুষ হবার,—জগতের বক্ষে সু-উন্নত মস্তকে—দীপ্ততেজে দাঁড়াবার, পরিচয় দেবার মূলমন্ত্র।"

"কি সে মূলমন্ত্র?"

"স্বাধীনতা। স্বাধীনতাহীন পর কৃপাপ্রার্থী,—পর-পদলেহী,—পরান্ন-ভোজীর শিক্ষা থাকে না—সমাজ থাকে না,—উচ্চ মনোবৃত্তি উচ্চাভিলাষ উচ্চকার্য্য কিছুই থাকে না,—থাকতে পারে না। এমন কি নিজের ভাষা, নিজের বেশ—নিজের স্বতন্ত্রতাও বিলীন হয়ে যায়। কুকুরের মত, ক্রীতদাসের মত, তারা শুধু নড়ে চড়ে। তাই রাজা—এখন এক একবার ইচ্ছা হয়,—পর প্রদত্ত শিশু ভুলান এ সম্মান, এ উপাধি দূর করে—পর-দাসত্ব শৃঙ্খল ভেঙ্গে চূরে ফেলে দিয়ে—কলঙ্কের পর্ব্বত স্তূপ মস্তক হতে জলধিগর্ভে ডুবিয়ে দিয়ে, মানুষ হয়ে দাঁড়াই। আবার পাঞ্চ-জন্য শঙ্খ বেজে উঠুক,—আবার পরিপূর্ণ কলেবরে যমুনা উজান বহুক। মন্দিরে মন্দিরে ধ্বনিত হোক কাশর-ঘণ্টা—সামগানে পর্ব্বত কন্দর মুখরিত হোক। আবার নিভয় নিঃশঙ্কচিত্তে উন্মুক্ত দ্বারে পূর্ণ-যৌবনা রমণী নিদ্রা যাক্। আবার সুখের হিল্লোলে ভাসুক পুণ্য-ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত,—বহুক মলয়-মারুত হিল্লোল,—ছুটুক ভারতবর্ষে—অবিরল আনন্দ উচ্ছ্বাস। ইচ্ছা হয় বটে,—কিন্তু এ ইচ্ছা তো পূর্ণ করতে পারি না রাজা।"

"কেন পারেন না? শক্তি নেই বলে?"

"না রাজা শক্তির অভাবের জন্য নয়। হিন্দুস্থান মহাশক্তির আধার স্থল—শক্তিময়ীর লীলাক্ষেত্র। এখানে কি শক্তির অভাব হয় রাজা? এই তুমি সামান্য কয়েকটা গ্রামের অধিপতি মাত্র,—কিন্তু তোমার শক্তির নিকট তোমাপেক্ষা বহুবলশালী—বঙ্গেশ্বর বারংবার পরাভূত। তাই বলি রাজা,—আর্য্যাবর্ত্তে শক্তির অভাব নাই—অভাব শক্তি আহ্বানের—অভাব ধর্ম্মের—অভাব হৃদয়ের—অভাব একতার। কিন্তু এ অভাব পূরণ হবার আর আশা নাই। বিলাস-নিমগ্ন হিন্দু অলস-অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়েছে। নিজের শক্তি না বুঝে, না জেনে,—ভিখারীর ন্যায় যুক্ত করে দীন-নয়নে শুধু রাজার প্রতি চেয়ে আছে। ভিক্ষায় যা পাচ্ছে—তাই দেবতার দান বলে মাথায় তুলে নিচ্ছে। একটা কথা বলবার শক্তি—নিজের একটা স্বাধীন মত প্রকাশেরও অধিকার নাই।

আজ অনুকম্পাভরে আক্‌বর শা, প্রজার হস্তে অস্ত্র দিচ্ছেন,—কাল আবার অন্য সম্রাট হয় তো সমস্ত হিন্দুকে নিরস্ত্র করে শুধু ইঙ্গিতে শাসিত করবে,—অঙ্গুলী সঙ্কেতে পশুর মত উঠাবে বসাবে, শিরে পদাঘাত করবে,—ধর্ম্মহারা ঐশ্বর্য্যহারা করে সবাইকে ভিক্ষুকে পরিণত করবে।"

"সত্য বলেছ মহারাজ—আমি দিব্য চক্ষে দেখ্‌ছি—অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শোচনীয় পরিণাম। দেখ্‌ছি যেন ভারতের ধর্ম্ম-ঐশ্বর্য্য শান্তি—সব একত্রে সমুদ্র-তরঙ্গে ভেসে চলে যাচ্ছে। আর সেই মহা-সাগরের ওপার থেকে, মড়ক, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ,—নানারূপ মনোহর বেশে—নানাবিধ অস্ত্রে শোভিত হয়ে, রাক্ষসের ন্যায়, ঝঞ্ঝার গতিতে

ছুটে আস্‌ছে। টোডরমল্ল, ডুব্‌বে—সমস্ত ভারতবর্ষ এক গভীর থাক্‌তে বর্ত্তে ডুব্‌বে—ভারত নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাবে। টোডরমল্ল, এই গভীর অন্ধকার হতে, এই ভীষণ শোচনী স্বয়ং সম্রা থেকে ভারতবর্ষকে কোনও প্রকারে রক্ষা করতে পার না?"

"না।"

"কেন?"

"আমি সম্রাটের আজ্ঞাধীন কর্ম্মচারী—অনুগত প্রজা।"

"অরিন্দম তুল্য বল-বীর্য্যশালী,—কুবের তুল্য ঐশ্বর্য্যবান,-বুদ্ধিমান মহারাজা টোডরমল্ল মোগলের দাস!"

"হাঁ, আমি মোগলের দাস। উত্তরে আশ্চর্য্য হচ্ছেন আপনিও তো আমাপেক্ষা কম শক্তিশালী নন,—তবে? তবে আপনি কেন মোগলের চরণ-তলে আপনার জয়শ্রীমণ্ডিত তরবারী রক্ষা করলেন রাজা?"

"সম্রাটের অমানুষিক ধৈর্য্যে, বিনয়ে ও মহত্ত্ব দর্শনে মুগ্ধ হয়ে।"

"আমিও সম্রাটের গুণমুগ্ধ হয়ে আমার তরবারী,—বাহুরশক্তি সম্রাটকে শপথ করে অর্পণ করেছি। সম্রাট আকবর শা যাদুকর। আপনার ন্যায় মহা মহা শক্তিকে তিনি স্বর্ণ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করে রেখেছেন। সম্রাট আকবর শা বর্ত্তমানে কারও একটী অঙ্গুলী উত্তোলনেরও শক্তি নাই।"

"কিন্তু মহানুভব সম্রাট আকবর শার অবর্ত্তমানে?"

"তখন? তখন যদি জীবিত থাকি,—যাক্‌ ভবিষ্যত—ভবিষ্যত। সে সুখ কল্পনায় শুধু মস্তিষ্ক উষ্ণ করবার প্রয়োজন নাই।"

"না রা: জ টোডরমল্ল।"

স্থূল—শক্তিম :-অম্বররাজ!"

এই তুমি স র অনুমান সত্য।"

শক্তির নিক রাজনে মহারাজের এখানে শুভাগমন জান্‌তে পারি কি?"

তাই বলি কৈফিয়ৎ?"

আহ্বানের— বোঝেন।"

এ অভাব পংহ এ জগতে জগদীশ্বর তুল্য পূজ্য ভারত-সম্রাট ব্যতীত অকর্ম্মণ্য হ ও নিকট কৈফিয়ৎ দেয় না।"

ন্যায় যুক্ত। তাই দেবেন। উপস্থিত আমাদের কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন যা পাচ্ছে না,—এই মাত্র অনুরোধ।"

"কার্য্যটা কি গুপ্ত—মন্ত্রণা?"

"মহারাজের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয়ে চমৎকৃত হলেম।"

"টোডরমল্ল, আপনি রাজ-দ্রোহী,—শুধু তাই নন,—নিজে রাজ-দ্রোহী হয়েছেন, আবার রাজানুগত বাঙ্গালী-বীরকে রাজার বিপক্ষে উত্তেজিত করছেন। অকৃতজ্ঞ—অধার্ম্মিক,—বিশ্বাসঘাতক।"

গর্জ্জনময় কণ্ঠে টোডরমল্ল বলিলেন,—

"সাবধান মানসিংহ—এ বাক্য বারান্তরে আর উচ্চারণ করো না—করলে ধৈর্য্য হারাবো। এই শ্মশানে আবার একটা চিতা সজ্জিত হবে।"

"সত্য বলেছ শ্মশানে আবার একটা চিতা সজ্জিত হবে। তবে সেটা টোডরমল্লের চিতা।

শোন টোডরমল্ল আমি— রাজ-ভক্ত প্রজা—রাজ-আত্মীয়,—রাজার

শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী, তোমায় বিদ্রোহী জেনেও আমি তো নীরব থাক্‌তে পারি না, তাই আমি তোমায় বন্দী করলুম।"

"আমায় বন্দী করবার শক্তি এ ভারতে কারও নেই। স্বয়ং সম্রাটেরও নাই।"

"কিন্তু আমার আছে।"

"না নাই। থাকলে দিল্লী দরবারে টোডরমল্লের স্থান হতো না। তুমি বীর হলেও রাজনৈতিক জ্ঞানে অতি শিশু। সম্রাট দুইটী মত্ত বারণকে এক শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রেখেছেন কেন জান? সে শুধু পরস্পরকে দমিত করে রাখবার জন্য। মানসিংহের গর্ব্ব যদি স্ফীত হয়ে ওঠে,—তাই টোডরমল্লকে রেখেছেন। আর টোডরমল্লের শক্তি চূর্ণ কর্ত্তে মানসিংহকে রেখেছেন।

তুমি মূর্খ, তাই মহিমময়, কৌশলময়—আকবর শার এ রাজনীতি বুঝতে পারনি। আর সেই জন্যই বলছি আমায় বন্দী করবার শক্তি তোমার নাই।"

"শক্তি আছে কি না তা ঐ দূরে প্রত্যক্ষ দেখ। আমার সুশিক্ষিত মহাবলশালী দশ সহস্র সৈন্য ঐ দূরে আমার আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান। ভেবো না,—ওরা নিরস্ত্র, সকলেরই বস্ত্রাভ্যন্তরে অস্ত্র লুক্কায়িত আছে। আর তোমার সহায় পাঁচ সহস্র সৈন্য মাত্র, তাও নিরস্ত্র! এখন স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করবে? না বল প্রকাশ করতে হবে?"

মহারাজ টোডরমল্লের উত্তরের পূর্ব্বেই গর্জ্জিত কণ্ঠে রাজা দেবনাথ বলিয়া উঠিলেন,—

"বাঃ—সাবাস তুমি রাজপুত, সাবাস তোমার রণশিক্ষা, চমৎ-

কার তোমার বিবেক বুদ্ধি, সুন্দর অতি সুন্দর তোমার বীরত্ব, অতি প্রশংসার এ কৌশল। সার্থক, সার্থক তোমার জননীর স্তন-দুগ্ধ পান। ধন্য—শত ধন্য তোমার পিতা,—পুত্র যার এমন উদার এমন নির্ব্বিকার চিত্ত, পশু ও নরে ভেদাভেদ হীন। এতক্ষণ একটা নির্ব্বাক স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমি শুধু তোমার বাক্য শুনছিলুম, কার্য্য দেখছিলুম।

মানসিংহ, শুধু বাহুবলে বীর হয় না.—শুধু ঐশ্বর্য্যে মানুষ হয় না। তুমি বীর নও—কাপুরুষ,—তুমি মানুষ নও—পশু, অথবা তারও অধম।

যে প্রলোভনে ধর্ম্ম ত্যাগে বিজাতীয় করে ভগ্নী সমর্পণ করতে পারে;—যে জাতির গৌরব—দেশের গৌরব পদতলে দলিত করে, বিবেক বুদ্ধি বিসর্জ্জনে—মোগলের ক্রীত দাস হতে পারে; যে বীর্য্যময়ী রাজস্থানের কীর্ত্তিস্তম্ভ চূর্ণ করতে পারে,—যে রাজপুত হয়ে জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্র উত্তোলিত করে,—ভ্রাতার শোণিতে স্বীয় অস্ত্র রঞ্জিত করতে কাতর হয় না; রাজপুতের বীরত্বহার কীর্ত্তি-গান, মহিমার আকর, মহাপ্রাণ, মহাযোগী, বনচারী মহারাণা প্রতাপ সিংহের শত্রু যে,—নিধন প্রয়াসী যে, সে কি 'রাজপুত? যে ক্ষুদ্র এক বাঙ্গালী ভুঁইঞা প্রতাপাদিত্যের নিকট পরাজিত হয়ে—হীনের ন্যায় ষড়যন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে,—যে ঈর্ষান্বিত হ'য়ে নির্ম্মল নিষ্ক-লঙ্ক চরিত্র টোডরমল্লের উপর সজ্জিত কলঙ্ক অকম্পিত হৃদয়ে আরোপ করতে পারে,—যে নিরস্ত্রের অঙ্গে অস্ত্রাঘাতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না,—সে কি বীর? তাই বলি,—আবার বলি, তুমি

বীর নও—কাপুরুষ, মানুষ নও—পশু। মহারাজ টোডরমল্ল সম্রাটের গুণমুগ্ধ আজ্ঞাবাহী হলেও তোমার ন্যায় মনুষ্যত্ব বিক্রয় করেন নাই। প্রভুর প্রসাদ লাভাশায় তোমার ন্যায় নিজের ভগিনীকে যবন হারেমে প্রেরণ করেন নাই। দেশের বিপক্ষে—জাতির বিপক্ষে—ভ্রাতার বিপক্ষে মহারাজ টোডরমল্লের অস্ত্র কখনও উত্থিত হয় নাই। আর যড়যন্ত্রের অন্তরালে শৃগালের ন্যায় আত্মগোপনে কখনও শত্রুকে আক্রমণও করেন নাই। তাই বলি মহারাজ টোডরমল্ল সম্রাট আজ্ঞাবাহী হলেও মানুষ, তোমার তুলনায় দেবতা।

গর্ব্বিত মানসিংহ, ভেবেছ কি তুমি অজেয়? ভুল ধারণা তোমার। গর্ব্বিত কখনও অজেয় হতে পারে না। তার গর্ব্বই তাকে ধ্বংস করে। ছলনায়—চতুরতায় তুমি অজেয় হতে পার—সয়তানকে আক্রমণে তুমি জয়ী হতে পার,—কিন্তু ধার্ম্মিকের নিকট দেশভক্তের নিকট তুমি অতি দুর্ব্বল। তাই কাবুল কান্দাহার জয়ী হয়েও তুমি গৃহহীন,—দুর্গহীন, সৈন্যহীন দরিদ্র রাণা প্রতাপ সিংহের নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত।

দাম্ভিক অম্বররাজ, ভেবেছ অসহায় অবস্থায় রাজা টোডরমল্লকে বন্দী করে তোমার ঈর্ষানল নির্ব্বাপিত করবে। কিন্তু সে আশা তোমার পূর্ণ হবে না। রাজা দেবনাথ জীবিত থাক্‌তে তোমার এ আশা কখনই পূর্ণ হবে না জেন। অন্যায়ের এ অস্বাভাবিক অত্যাচার, অম্লান নয়নে দেবনাথ দেখ্‌বে না।

অন্ধ সয়তান! দরবারে তোমার উত্থিত অস্ত্র প্রহার হতে মহান্ টোডরমল্ল আমার জীবন রক্ষা করায়, দেবোপম সম্রাট যখন

প্রশংসমান নেত্রে, মহারাজ টোডরমল্লের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, আমি লক্ষ্য করেছিলুম তখন তোমার বদনে একটা জ্বালাময় ছবি ফুটে উঠেছিল। তারপর সম্রাট যখন আমায় দ্বাদশ পরগণার স্বামীত্ব ও মহারাজ উপাধিতে সম্মানিত করেন, তখনও আমি লক্ষ্য করে-ছিলুম—তোমার নয়নে একটা অতি তীব্র উজ্জ্বল অনলশিখা জ্বলে উঠেছিল। তাই রাজনীতি অনুসারে আমি এই শ্মশানেও আমার দুর্ধর্ষ্য পরাক্রমশালী দুই সহস্র সৈন্য এনেছি। হস্তে তাদের অস্ত্র না থাক্‌লেও অস্ত্র অপেক্ষা অধিক কার্য্যকরী লগুড় আছে।

শোন স্পর্দ্ধিত রাজপুত, দেবনাথ জীবিত থাকতে, একজনও বাঙ্গালী জীবিত থাকৃতে কারও শক্তি নাই, যে মহারাজ টোডর-মল্লের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করে। তোমার ও দশ সহস্র সশস্ত্র সৈন্য, আমার এই দ্বি-সহস্র বাঙ্গালী সৈন্যের লগুড়াঘাতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়বে। যদি এ দশ সহস্র সৈন্য বৃথা হারাতে না চাও,—যদি অধিক-তর অপমানিত হবার ইচ্ছা না থাকে,—তবে এই মহারাজ টোডর-মল্লের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা লয়ে আনত আননে এস্থান ত্যাগ কর।"

"বাক্যপটু বাঙ্গালী—দেখ্‌ছি স্পর্দ্ধা তোমার অসীম, সাহস তোমার শমন তুল্য। তোমার এ বাহাড়ম্বরপূর্ণ বীরবাক্যে বালক ভীত হতে পারে, রমণী শঙ্কায় পালাতে পারে, কিন্তু মানসিংহের হৃদয় বজ্র নির্ম্মিত—দেহ প্রস্তরে গঠিত—শঙ্কার স্থান এ হৃদয়ে নাই।

দুর্ব্বল বাঙ্গালী, দেখ্‌বো কেমন করে তুমি টোড়রমল্লকে রক্ষা কর,—দেখ্‌বো কি ভাবে—তুমি তোমাকে রক্ষা কর। দেখ্‌বো—বাঙ্গালীর বাহুতে কত শক্তি, হৃদয়ে কত সাহস। আজ এই রাজপুত

বাঙ্গালীর সংঘাতে পরীক্ষা করবো—রাজপুতের হুংকারে বাঙ্গালী ভূপতিত হয় কি না।"

"উত্তম তবে তাই হোক। সৈন্যগণ—তোমরা পাঁচশত সৈনিক মহাত্মা টোডরমল্লকে স্কন্ধে উত্তোলন পূর্ব্বক ঐ দশ হাজার রাজপুত সৈন্য কটক দীর্ণ বিদীর্ণ মথিত দলিত করে মহারাজ টোডরমল্লকে তাঁর দুর্গে পৌছে দিয়ে এস। আর বাকি তোমরা এই স্থানেই অবস্থান কর। যদি কেহ আমার স্বর্গীয়া জননীর অন্তিম কার্য্যে বিঘ্ন উৎপাদন করে, তবে তাদের বিতাড়িত করবে। আজ এই জীবনের অবসান ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর নাম অমর অক্ষয় হয়ে থাকুক, বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা স্তম্ভ স্থাপিত হোক,—জগৎ রুদ্ধ নিশ্বাসে অপলক নেত্রে, বাঙ্গালীর বাহুবল—বাঙ্গালীর বীরত্ব—বাঙ্গালীর বংশদণ্ডের অত্যদ্ভুত শক্তি দর্শন করুক। বুঝুক সকলে বাঙ্গালীও একটা জাতি, বাঙ্গালীও মানুষ, বাঙ্গালীও বীর! জানুক সকলে বাঙ্গালী ধর্ম্মার্থে—আশ্রিত রক্ষার্থে নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত আহুতি দিতে পারে!

তবে দেখ মানসিংহ, বাঙ্গালীর বাহুবল, বাঙ্গালীর দুর্জ্জয় সাহস, —বাঙ্গালীর রণ কুশলতা। দেখ রাজপুত—সামান্য বংশদণ্ড সাহায্যে বাঙ্গালী কি ভাবে কেমন ক'রে তোমার দশ-সহস্র-সৈন্য-শির দ্বি-খণ্ডিত করে। তবে দেখ ক্ষত্র-কূল-গ্লানি, কি করে বাঙ্গালী ন্যায় যুদ্ধে মরণকে অকাতর—অম্লান বদনে শান্তি হাস্যে বরণ করে।"

"আর তুমিও দেখ বাঙ্গালী, রাজপুতের সুশাণিত অস্ত্র কি ভাবে বিজলী গতিতে ঘূর্ণিত হয়,—তুমিও দেখ দেবনাথ, রাজপুতের শার্দ্দুল-

বিক্রম—অভিনব রণ কৌশল—অমানুষিক ক্ষিপ্রতা,—তুমিও বোঝ রাজ-দ্রোহী,—রাজপুতের বাহুর শক্তি হিমালয় শিখর আকর্ষণে ভূপাতিত করতে সক্ষম কি না। আজ এই শ্মশানে, এই চিতায় বাঙ্গালীর গর্ব্বও ভস্মীভূত হোক।"

মানসিংহ কণ্ঠ বিলম্বিত ক্ষুদ্র একটী বংশীতে ফুৎকার প্রদান করিলেন। অদূরে আদেশ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান মানসিংহের দশ সহস্র সৈন্য প্রভুর বংশীরবে সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। উচ্চ কণ্ঠে স্বীয় সৈন্যদল লক্ষ্যে মানসিংহ বলিলেন,—

"সৈন্যগণ, এই দুই রাজদ্রোহীকে এই মুহূর্ত্তে বন্দী কর। যদি বাধা দেয়,—অস্ত্র প্রয়োগে সে বাধা বিদূরিত করবে।"

সহসা যমুনা তট প্রকম্পনে কামান-গর্জ্জনসম কণ্ঠে ধ্বনিত হইল,—

"সাবধান। পদমাত্রও কেউ অগ্রসর হয়ো না। অস্ত্র, কোষ-বদ্ধ কর।"

আক্রমণোদ্যত উভয়দলই সে ভৈরবনাদ শ্রবণে রুদ্ধ গতিতে অস্ত্র নমিত করিল।

বিস্ময়ে মহারাজা মানসিংহ দেখিলেন,—আদেশ দাতা একজন সামান্য ফকির। ক্রোধে গর্জ্জিয়া মানসিংহ বলিলেন,—

"ফকির—এ তোমার আস্তানা নয়, বাতুলতা প্রকাশেরও স্থান নয়। সরে দাঁড়াও,—কেন বৃথা প্রাণ হারাবে!"

প্রশান্ত ধীরকণ্ঠে ফকির উত্তর করিলেন,—

"আমি উদাসীন, সংসারবন্ধনহীন ফকির। পরের সেবা

করাই আমার কর্ম—পরোপকার করাই আমার ধর্ম। এই সহস্র সহস্র হিন্দুর প্রাণ রক্ষার্থে যদি নিজের প্রাণ যায়—সে তো আমার পরম সৌভাগ্য—আমার পরম পুণ্য।"

"তবে সে পুণ্য লাভ কর, ফকির।"

মানসিংহের অস্ত্র উর্দ্ধে উত্থিত হইল। ফকির মহারাজের অস্ত্র-ধৃত উত্তোলিত হস্ত ধারণ মানসে স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিলেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই বিজলী গতিতে রাজা দেবনাথ মহারাজের হস্ত ধারণে অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মহারাজ শুধু আরক্তনেত্রে রাজা দেবনাথের প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

নতভাবে, নতকণ্ঠে রাজা দেবনাথ বলিলেন,—

"মহারাজ, আমার এ ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করবেন, আপনাকে অপমান করবার উদ্দেশ্যে আপনার অঙ্গ স্পর্শে—আপনাকে নিরস্ত্র করি নাই। করেছি শুধু এই নিরীহ নিরস্ত্র অসহায়—ধর্ম্মময় ফকিরের প্রাণ রক্ষার্থে।"

ফকির মানসিংহকে লক্ষ্য করিয়া মৃদু হাস্যে ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন:—

"দেখ্‌ছেন মহারাজ, আপনি কত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছেন। এখন ইচ্ছা করলে যে কেহ আপনাকে পরাস্ত করতে পারে। যে মুহূর্ত্তে আপনি অন্যায় অসঙ্গত কার্য্যে উদ্যত হয়েছেন,—সেই মুহূর্ত্তেই আপনার সমস্ত শক্তি অপহৃত হয়েছে। তাই বলি এ নররক্ত-পাতে ক্ষান্ত হোন, মহারাজ।"

"কে তুমি ফকির? মহারাজ মানসিংহকে উপদেশ দিতে আস?"

"আমি ফকির, উপদেশে লোকের মতিগতি পরিবর্ত্তন করা,—লোককে সৎপথে পরিচালনা করা, আমার কর্ত্তব্য। মহারাজ—এ শোণিত পানের আকাঙ্ক্ষা সহসা কেন জাগরিত হলো? দ্বি-সহস্র মাত্র নিরস্ত্র বাঙ্গালীকে দশ সহস্র বীর্য্যবান, সশস্ত্র রাজপুতের আক্রমণ, এতো বীরোচিত নয়। এ বিবেক—বিরুদ্ধ, ন্যায়—বিরুদ্ধ, অমানুষোচিত আক্রমণের কারণ কি, অম্বরেশ্বর?"

"তার কৈফিয়ৎ কি আজ মহারাজ মানসিংহকে এক সামান্য ভিক্ষুকের নিকট দিতে হবে?"

"দেওয়া না দেওয়া সেটা অবশ্য আপনার ইচ্ছাধীন। তবে আমি সম্রাটের গুরু—সম্রাট আমায় পিতার ন্যায় ভক্তি করেন—মান্য করেন। সম্রাট আমার উপযুক্ত শিষ্য, আমিও সম্রাটকে যথেষ্ট ভালবাসি, স্নেহ করি। আপনি যদি আজ রাজ-অতিথি বাঙ্গালী রাজাকে হত্যা করেন, তবে কলঙ্করাশি প্রবল জলধি তরঙ্গের ন্যায় উন্মত্ত নৃত্যে, বিশাল কলেবরে ছুটে আসবে। সে উন্মাদ তরঙ্গ শুধু আপনার স্কন্ধে এসে পড়বে না,—পড়বে মোগল সাম্রাজ্যে,—মোগল সিংহাসনে,—আর পড়বে মোগল-গৌরব-রবি সম্রাটের অমল ধবল যশোশিরে। তাই আমার শিষ্যের—আমার সন্তানের—আমার দয়ালু রাজার মঙ্গলের জন্য আমি আপনার নিকট কৈফিয়ৎ চাচ্ছি মহারাজ।"

"দেখছি তুমি জীবনে সম্পূর্ণভাবে স্পৃহাহীন, তাই তুমি মানসিংহের কৈফিয়ৎ গ্রহণে সাহসী হয়েছ। তুমি অসাধারণ ফকির

হও,—কিম্বা সত্যই সম্রাটের গুরু হও,—যেই হও না কেন,—মহা-রাজ মানসিংহ সম্রাট ব্যতীত কারও নিকট কৈফিয়ৎ দেবে না।"

"তবে কৈফিয়ৎ দিন মোগল সেনাপতি।"

ফকিরের ছদ্মবেশ দূরে নিক্ষেপিত হইল। আর তার অন্তরাল হইতে এক সুধীর—সুগম্ভীর সুপ্রশান্ত মূর্ত্তি প্রকটিত হইল। অমনি সহস্র সহস্র শির আনত হইল। উভয় পক্ষের সৈন্যদল সত্রাসে অবনত মস্তকে পশ্চাতে হটিয়া আসিল। মহারাজত্রয়ও সম্ভ্রম অভিবাদনে পশ্চাতে সরিয়া আসিলেন। যমুনা তরঙ্গের ন্যায় একটা বিস্ময় তরঙ্গ-স্রোত প্রবাহিত হইল। অত্যধিক বিস্ময়ে কাহারও বাক্য স্ফূরণ হইল না।

আগন্তুক প্রভুত্ব ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—

"মানসিংহ, এই বাঙ্গালী-বীর,—বা মহারাজ টোডরমল্ল রাজদ্রোহী নহেন—রাজদ্রোহী আপনি স্বয়ং।"

আশ্চর্য্যে মহারাজ মানসিংহ বলিলেন,—

"আমি।"

"হাঁ—আপনি। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আপনার মস্তকের শিরস্ত্রাণ, কটিতটের অস্ত্র, পদের পাদুকা। আপনি রাজাদেশ অমান্য করেছেন। আমার আদেশ সকলে সঠিকভাবে প্রতিপালন করেছে কিনা—তাই দেখ্‌তে আমি ছদ্মবেশে পদব্রজে ভ্রমণ করি। দেখলুম আমীর ও ওমরাহ, অমাত্য ও সামন্ত হতে সামান্য নাগরিক পর্য্যন্ত আমার আদেশ অন্তরের সহিত পালন করেছে। কেবল যেখানে—যাঁর কাছে—আমি আদেশ লঙ্ঘনের কিছুমাত্রও আশা করি নাই, আমার সেই সহচর—সুহৃদ, আমার প্রধান সহায়—প্রধান সেনাপতি সে আদেশ লঙ্ঘন করলেন।

মহারাজ, যদি আমি স্বকর্ণে শুনতুম—আপনি আমার বিরুদ্ধে গুপ্ত মন্ত্রণা করেছেন,—আমার নিধন হেতু অস্ত্র শানাচ্ছেন, রাজ্য অধিকারের জন্য সৈন্য সংগ্রহ কচ্ছেন, তথাপিও আমি এত দুঃখিত হতুম না,—যতটা হয়েছি—আমার এই আদেশ লঙ্ঘন করায়।"

"এক সামান্য বাঙ্গালী রমণীর সম্মানের জন্য, রাজপুত—অলঙ্কার, গৌরব—পরিচয় অস্ত্র ত্যাগ করা—আমি অগৌরব—অপমান বিবেচনা করেছিলুম।"

"রমণী সামান্যা! এ ধারণা কোথা থেকে পেলেন মহারাজ? নারী কখনও সামান্যা নয়। জগতের সর্ব্ব জাতির মধ্যে দেখুন নারী সর্ব্বত্র সম্পূজিত,—সম্মানিত। এমন কি দেবগণও নারী সম্মান সর্ব্বাগ্রে সযত্নে রক্ষা করেন।

"মহারাজ—আপনি নির্ভীক সরল—তাই যে যা বোঝায় বোঝেন, —আবার নিজে যা ভাবেন তাই-ই করেন। নারী-সম্মান রক্ষার্থ আমার এ কঠোর আদেশের কারণ যদি স্থূল দৃষ্টিতে দেখেন তবে দেখবেন,—এ আদেশের অন্য উদ্দেশ্য আছে। আমি শুদ্ধ এই সতী নারীর উপর সম্মান দান করি নাই, এই নারীকে সম্মান দানে জগতের সমগ্র নারীকে সম্মানিত করেছি। জগতের সতীকুলমণি নারীগণ আমার শিরে আশীষ ধারা বর্ষণ করবেন,—শ্রদ্ধানত হৃদয়ে সম্ভ্রমে আমার নামোচ্চারণ করবেন। আর অত্যাচার নিপীড়িতা বিচারপ্রার্থিনী রমণীকে সুবিচার দানে, জননী সম্বোধনে এইরূপ মহোচ্চ সম্মানে তাঁর পূজা করা দেখে আমার কোন কর্ম্মচারী সতীনারীর অঙ্গে হস্তক্ষেপ দূরের কথা, কেউ দৃষ্টিক্ষেপেও সাহসী

হবে না। আর সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে যদি দেখেন,—তবে দেখ্‌বেন—নারী কখনও সামান্য নন, নারী শক্তি, স্রষ্টা, প্রকৃতি, জীবনী। আমার হিন্দু মহিষীর মুখে শুনেছি, নারীর অসম্মান করায় ত্রিভুবন জয়ী,—লঙ্কা অধীশ্বরের পতন হয়েছিল, নারীর অসম্মানে দুর্য্যোধনের উরু-ভঙ্গ হয়েছিল,—নারীর অসম্মানে একদিন স্বর্গরাজ্যে ত্রিকালের ত্রিনয়ন জ্বলে উঠেছিল। সতীর নিকট দেবতা পরাস্ত, শমনও শঙ্কিত হয়। সতীর বাক্যে বিশ্ববীণার ঝঙ্কার বেজে উঠে,—সতীর হাস্যে প্রকৃতি মোহন শুভ্র হাস্যে হেসে উঠে, শ্যামল বসনা ধরিত্রী নৃত্য করে উঠে। সতীর আশীর্ব্বাদে মরুভূমি সরস সজীব হয়,—সতীর আশীর্ব্বাদে শোক দুঃখ জ্বালা—সুখের হাস্যে ফুটে ওঠে, কল্প নিয়মও পরিবর্ত্তিত হয়। সতীর অভিসম্পাতে সূর্য্য-গতি নিশ্চল হয়—সাগর বারি শুখায়—কুবেরের ভাণ্ডার ভস্ম হয়, রাজ রাজ্যেশ্বরের হস্ত হ'তে রাজদণ্ড খসে পড়ে। সতীর অশ্রুতে প্রলয় ছুটে আসে,—সতীর নয়নাগ্নিতে দাবানল জ্বলে উঠে। সতীর ক্রোধে বিশ্ব সংসার বিঘূর্ণিত হয়—তাই আমার এ সতী পূজা,—তাই আজ কোটী কোটী মানবের নিকট জগদীশ্বর নামে পূজ্য, সুবিশাল ভারতের অজেয় অধীশ্বর আকবর শা অস্ত্র-হীন, পাদুকাহীন, আড়ম্বরহীন অবস্থায় সামান্যবেশে সামান্য ভাবে দীন হৃদয়ে শ্মশানে উপস্থিত। আর আপনি হিন্দু হয়ে সতীকে এইটুকু সম্মান, যা বিদেশী বিজাতি দিচ্ছে তা দিতেও কুণ্ঠিত! মহারাজ যার যে সম্মান প্রাপ্য তা প্রদানে গৌরব কমে,—না বাড়ে? তাই শ্রীকৃষ্ণ ভৃগুপদচিহ্ন বক্ষে ধারণেও জগৎ-পূজ্য।"

লজ্জিত মানসিংহ ক্ষিপ্রহস্তে রত্নময় শিরস্ত্রান, প্রস্তররাজি খচিত

অসি, বহুমূল্য পাদুকা প্রভৃতি উন্মোচনে সজোরে যমুনা গর্ভে নিক্ষেপ করতঃ সম্রাট সম্মুখে নতজানু হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন,—

"হে মহাজ্ঞানী, মহামহিমান্বিত সম্রাট, অপরাধী আমি, অনুতপ্ত চিত্তে মার্জ্জনা ভিক্ষা চাইছি—আমায় মার্জ্জনা করুন বাদশা।"

বাহু প্রসারণে মহারাজ মানসিংহকে উত্তোলন পূর্ব্বক শান্তকণ্ঠে সম্রাট বলিলেন,—

"মহারাজ, আমি জানি, আপনি একটা ভুল ধারণার বশীভূত হয়ে, এ আদেশ অমান্য করেছেন, স্বেচ্ছায় করেন নাই। তাই পূর্ব্ব হতেই আমি আপনাকে মার্জ্জনা করেছি। সেনাপতি, আমার দুটী অনুরোধ আছে, আশা করি আমার অনুরোধ রক্ষা ক'রে, রাজভক্তি ও রাজসম্মান রক্ষা করবেন।"

"অনুরোধ বলে আমায় আর অধিক লজ্জিত করবেন না সম্রাট।"

"অম্বরপতি, এই বাঙ্গালী বীর মহারাজ দেবনাথ, রাজ-অতিথি, রাজ সম্মানিত ব্যক্তি। শুনতে পাই আপনাদের শাস্ত্রে বলে—অতিথি পরম পূজ্য। হিন্দু আপনি, হিন্দু-শাস্ত্র-বিধি পালন করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আর আমি যাঁকে মহৎ সম্মানে বিভূষিত করে, ভ্রাতৃ সম্বোধনে—জাতি ভেদাভেদ ভুলে আলিঙ্গন করেছি,—তাঁকে যদি আমার কোন উচ্চ কর্ম্মচারী অপমান বা নির্য্যাতন করেন, তবে সেটা আমাকেই অপমান করা হয়, সেটা আমারই কলঙ্ক—আমারই অপযশ। আপনি রাজ-ভক্ত, আশা করি রাজ-শিরে কলঙ্ক অর্পণ করবেন না।

"আর এই মহারাজ টোডরমল্ল রাজবিদ্রোহী নন, আমি "উভয়ে-"

রই কথোপকথন শুনেছি। স্বাধীন অভিমত ব্যক্ত করা, সত্য স্পষ্ট বাক্য আর রাজদ্রোহিতা এক নয়। মহারাজ টোডরমল্ল দূরদর্শী, সত্যবাদী। তিনি সত্যই বলেছেন,—ভারতবাসী যদি একতা সূত্রে আবদ্ধ হয়ে মোগল বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তবে একদিনে,—এক মুহূর্ত্তে মোগলের অস্তিত্ব আর্য্যাবর্ত্ত হতে লোপ পায়। মোগলের কতটুকু শক্তি যে এই কোটী কোটী ভারতবাসীকে শাসন করে! মোগল ত মুষ্টিমেয়, ভারতের লোক সংখ্যার তুলনায় সমুদ্রে জল বুদ্‌বুদ্ তুল্য। তথাপিও যে এই মুষ্টিমেয় মোগল ভারতের একছত্র অধীশ্বর, সে কেবল হিন্দুর একতার অভাবের জন্য। শক্তির অভাবের জন্য নয়,—হিন্দু মহা শক্তিমান। প্রতাপাদিত্য, রাণী ভবশঙ্করী, সোণামণী, চাঁদ রায়, কেদার রায়, প্রভৃতি সামান্য—অতি সামান্য এক এক জন ভূঁইঞার অসীম অলৌকিক প্রতাপ দর্শনে আমি বিস্মিত, স্তম্ভিত—চমকিত হয়েছিলুম। আমার রাজদণ্ড ধৃত হস্ত শিথিল হয়ে উঠেছিল। এই সব মহা মহা রথীগণ, বেশী নয়—দুইটী শক্তিও যদি একত্রিত হতো,—তবে স্থির নিশ্চয় আমার মস্তক হতে মুকুট স্খলিত হতো। কিন্তু এই একতার অভাবই মোগলকে রক্ষা কর্‌ছে। তাই বলছি মহারাজ, টোডরমল্ল সত্য বাক্য বলেছেন। বাঙ্গালী বীরকে সজ্জিত বাক্যে, আমার নিন্দায়, আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলে সৈন্য সজ্জিত করতে বলেন নাই। আশা করি, সম্রাটের পরম সুহৃদ, পরম হিতৈষী, পরম শুভানুধ্যায়ী মহারাজ মানসিংহ সম্রাটের যথাযোগ্য মর্য্যাদা রক্ষা করবেন।” এই বলিয়া দুর্জ্জেয় চরিত্র মহিমান্বিত সম্রাট প্রস্থান করিলেন।

ক্ষণিক নীরব চিন্তান্তে নমিত কণ্ঠে মানসিংহ বলিলেন—

"মহারাজ দেবনাথ, এক গভীর ভ্রান্ত ধারণায় আমার অন্তর ভরে ছিল,—মোহ কুয়াশায় হৃদয় আচ্ছন্ন ছিল,—ঈর্ষা গর্ব্ব প্রভৃতি আবর্জ্জনার আবিল-পঙ্কে আমার বিবেক—বিবেচনা—বুদ্ধি সব নিমজ্জিত হয়েছিল—আজ মহান্ সম্রাটের মহান্ বাক্যে কুয়াশা কেটে গেল,—আবর্জ্জনা ধুয়ে গেল, বিবেক বুদ্ধি সতেজে মাথা তুলে দাঁড়াল।

"বাঙ্গালী বীর,—ধন্য আপনার অতুল্য সাহস, অদ্ভুত আপনার আশ্রিত রক্ষণ। আপনার নিকট আমি মহা অপরাধী—মার্জ্জনা চাইবার সাহস হয় না। তবে আপনি—মহৎ মহান্, আপনি বীর ও জ্ঞানী তাই অমার্জ্জনীয় অপরাধ হলেও আপনার ক্ষমা ভিক্ষার সাহসী হলেম, অজ্ঞান বন্ধু জ্ঞানে ক্ষমা করুন মহারাজ।"

"মহারাজ মানসিংহ, জগতে ক্ষমার তুল্য ধর্ম্ম নাই, ক্ষমা করার যা আনন্দ সে আনন্দ রাজ্য জয়েও নাই। আজ আমি আপনাকে ক্ষমা করে এই মহা দুঃখভার অনেকটা লাঘব করলুম।"

"আর আপনি! মহারাজ টোডরমল্ল ?"

"অম্বরপতি, আপনি যার নিকট প্রধান অপরাধী, সেই মহারাজা দেবনাথ যখন আপনাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে ক্ষমা করেছেন, তখন আর আপনার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ—কোন ক্রোধ নাই।"

"আপনারা উভয়েই আদর্শ পুরুষ,—মহানুভব উদার চেতা বীর! আপনারা মানসিংহের স-সম্ভ্রম অভিবাদন গ্রহণ করুন।"

মানসিংহ বাক্য সমাপ্তে দ্রুতগতি শ্মশান ত্যাগ করিলেন।

চিতানলও নীলবরণা যমুনা হৃদয়—নীল বসনা আকাশ বক্ষ,

রক্তিমাভায় রঞ্জিত করিয়া, বাতাস প্রতপ্ত করিয়া লেলিহান শিখা বিস্তারে হু হু শব্দে জ্বলিয়া উঠিল। অত্যল্প কাল মধ্যে সেই স্বর্ণ কান্তিময়ী—প্রেম প্রীতির আধার,—স্নেহ মমতার আশ্রয় স্থল—ভক্তি-ময়ী—পুণ্যময়ী—সতীরাণীর কুসুম কোমল দেহ ভস্মে পরিণত করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল। শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে মহারাজ দেবনাথ স্বীয় পট্টাবাসে উপস্থিত হইয়া ক্ষুদ্র এক লিপি লিখিলেন। তারপর সেই লিপি শ্বেতকায়া কপোতের কণ্ঠদেশে স্বর্ণ সূত্রের সাহায্যে আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে সেই শুভ নিদর্শন কপোতকে শূন্য পথে উড়া-ইয়া দিলেন। শিক্ষিত কপোত আকাশ পথে উড্ডীন হইল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তখন অন্ধকার তরঙ্গ পৃথিবী বক্ষে। ধরণী মসীময়ী, নীরবতা-ময়ী,—যেন ধ্যানমগ্না যোগিনী। আকাশের তারা কতক ডুবেছে, কতক হাস্‌ছে। চাঁদ ডোবে নাই, তবে বিচ্ছেদ আশঙ্কায়—ম্রিয়-মানা,—প্রভাহীনা বিমলিনা। অন্ধকার নিমজ্জিতা পৃথিবী হৃদয়ে জীব নিদ্রা অচেতন। কেবল পক্ষীকুল মাঝে মাঝে মুদ্রিত নেত্র ঈষৎ উন্মীলনে দেখ্‌ছিল—চাঁদ ডুবেছে কিনা। কিন্তু ডুবে নাই দেখে নিরাশ হৃদয়ে চাঁদকে অভিসম্পাতে আবার চক্ষু মুদ্রিত করছিল। দেবগ্রাম শব্দশূন্য, কর্ম্মশূন্য, নিঝুম, নির্ব্বাক, মুহ্যমান। কেবল পেচকেরা কম্বুনাদে বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল।

এমন সময়ে সুপ্ত জগতের মধ্যে কতিপয় মানুষ এক অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেটা ঠিক অরণ্য নয়, এক প্রশস্ত প্রান্তরে কতকগুলি আম্র, বট, অশ্বত্থ বৃক্ষ অবস্থিত। ঘন সন্নিবিষ্ট নয়,—তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধ মস্তকে কি জানি কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল। যাহারা আসিল,—তাহাদের সকলেরই দেহ কৃষ্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত—সকলেরই হস্তে ধনুর্ব্বাণ—আর সকলেরই নয়ন ঐ তারারই মত জ্বল্‌ছিল।

চুপি চুপি একজন বলিল,—

"শোন সব, এই অন্ধকারে অঙ্গ লুকিয়ে প্রত্যেকে এক এক বৃক্ষে আরোহণ কর। প্রত্যেকে প্রত্যেকের পঁচিশ হাত দূরস্থিত বৃক্ষে

থাকবে। কিন্তু হুঁসিয়ার, কেহ নিদ্রিত বা অন্যমনস্ক হ'য়ো না। যদি তোমাদের অবহেলায় সেনাপতি দীপেন্দ্র-নারায়ণের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়, তবে পুরস্কারের আশা দূরের কথা—প্রাণ যাবে।"

তদুত্তরে অন্য এক ব্যক্তি বলিল—

"কপোত যে এই ধার দিয়েই আসবে তার ঠিক কি?"

"দিল্লী এই মুখে, কপোত এই দিকেই আসবে। সম্ভব এই অরণ্যের ঊর্দ্ধ পথেই আসবে। তাই আমি এখানে স্বয়ং থাকবো। দেবগ্রামের এই পার্শে যতগুলি বৃক্ষ আছে, সমস্ত বৃক্ষোপরিই গুপ্ত ভাবে আমার নিয়োজিত ধানুকী আছে। তোমরা যদি অন্যমনস্ক না হও,—তবে এই পথেই কপোতকে দেখতে পাবে।"

"কপোত যে অদ্য প্রভাতেই আসবে তার স্থিরতা কি? আমরা কয়দিন এরূপভাবে বৃক্ষে থাকবো?"

"কপোতের আসবার সময় হয়েছে। আজ না হয়, কাল আসবে।"

"যদি রাত্রে আসে?"

"মূর্খ, অন্ধকারে কি জীবের দৃষ্টিশক্তি থাকে? এখন বৃথা প্রশ্নে প্রয়োজন নাই। যথাযথ ভাবে আমার আদেশ প্রতিপালন কর। তবে স্মরণ রেখ, যদি কৃষ্ণকায় কপোত দেখ ছেড়ে দেবে,—যদি শ্বেতকায় দেখ, তীর নিক্ষেপ করবে। যে সেই উড্ডীয়মান কপোতকে বাণ বিদ্ধ করে ভূপাতিত করতে পারবে, সেনাপতি দীপেন্দ্রনারায়ণ তোমাদের প্রাপ্য শত মুদ্রা ব্যতিরেকেও সহস্র মুদ্রা পুরস্কার প্রদান করবেন। এখন যাও সব—প্রভাত আগতপ্রায়।"

সেনাপতি দীপেন্দ্র নারায়ণের প্রধান অনুচরের আদেশ, সকলে নীরবে, নিঃশব্দে প্রতিপালন করিল।

অনুচরও স্বয়ং এক সুবৃহৎ বট বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলেন।

উদিতপ্রায় উষা, অচিরেই কনক-বসনে—কনক হাস্যে—উদিত হইল। চাঁদ ডুবিল,—আকাশে সোণার তরঙ্গ ছুটিল। অন্ধকার, অন্ধকার পথে অদৃশ্য হইল। জগৎ হাসিল, ধরিত্রী জাগিল,—পক্ষীকুল বন্দনা গান গাহিল। আকাশে বাতাসে ও মর্ত্তে একটা আলোক স্রোত ধারা বহিল। সজীব সচেতন শিহরণ সর্ব্বত্র খেলিল। সৌন্দর্য্য আলোকও উৎসাহ প্লাবন জীব হৃদয়ে এক অনাবিল অব্যক্ত শান্তি-ধারায় উদ্বেলিত করিয়া তুলিল।

অসীম সৌন্দর্য্য-শালিনী, রজততরঙ্গিনী—নীলবসনা চন্দ্রমাকেও অনেকে ভালবাসে না—দেখিতে চায় না। বিরহিণী, নিশিথিনীর উদয়ে ভীতা হয়,—রূপহীনা চক্ষু মুদ্রিত করে,—তস্কর পালায়। অনেক গর্ব্বিতা পুষ্পিকারা বিধুমুখ অবলোকন করেন না। উদয়ে অবগুণ্ঠন টানেন। এখন হাস্যোজ্জ্বল মোহনকান্তি প্রাণপতি প্রভাতকে দেখিয়া প্রেমিকা পুষ্পিকা অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করিল। অধীরানন্দে সকলে হাসিয়া নাচিয়া উঠিল। অঙ্গ সৌরভ নাগরের চরণে বিলাইতে পবনকে বাহন করিয়া পাঠাইল।

শঙ্খ ঘণ্টা নিনাদে আনন্দ কলরবে মহাশব্দের সৃষ্টিতে দেবগ্রাম বধির হইয়া উঠিল।

সহসা দূর আকাশের কোলে একটী শ্বেত চলন্ত রেখা দৃষ্ট হইল। শনৈঃ শনৈঃ রেখাটী দেবগ্রামপ্রতি অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিকটে আসিলে দৃষ্ট হইল,—সেটা রেখা নয়—একটা কোন পক্ষী। পক্ষী আরও সন্নিকটবর্ত্তী হইলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল—সেটা একটা শ্বেতকায় কপোত, কণ্ঠদেশে তার শ্বেতবর্ণ কি একটা দুলিতেছে। সহসা একটা তীর উর্দ্ধে উঠিল। কপোতের পদে আঘাত করিল। কয়েক বিন্দু শোণিত পতিত হইল। কপোত শত্রু দৃষ্ট হইয়াছে বুঝিয়া স্বীয় যন্ত্রণা উপেক্ষায় অধিকতর উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, কিন্তু পারিল না, পুনরায় আবার একটা বাণ আসিয়া তাঁর হৃদয় বিদ্ধ করিল। বিঘূর্ণিতদেহে—রাজা দেবনাথের দূত সেই সৌভাগ্যবান শুভ-সন্দেশবাহী কপোত ধরিত্রী হৃদয়ে শয়ন করিল।

সানন্দে, তড়িত গতিতে প্রধান অনুচর বৃক্ষ হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কপোত সন্নিকটে আসিয়া দেখিল, মৃত কপোতের কণ্ঠদেশে স্বর্ণ-সূত্রে আবদ্ধ একখণ্ড লিপি। প্রফুল্লান্তকরণে লিপি গ্রহণে সে তাহা পাঠ করিতে লাগিল,—

"বীরত্ব মণ্ডিতেষু—

পুত্র!

দূর থেকে যা ভেবেছিলুম,—দিল্লী এসে দেখ্‌লুম, তা নয়। সম্রাট অতি করুণ,—অতি মহৎ,—অতি উচ্চ গুণে ভূষিত হৃদয় তাঁর। মহামহিম সম্রাট, আমায় মহারাজ উপাধি দানে সম্মানিত করেছেন,—আমায় দ্বাদশ পরগণা নিষ্করভাবে পুরস্কার দিয়েছেন। শুধু তাই নয়,—আমায় বন্ধু ভাবে আলিঙ্গন করেছেন,—ভ্রাতৃ সম্বোধনে বুকে তুলে নিয়েছেন। এর চেয়েও মহত্ত্ব 'কল্পনা'ও কখন কল্পনা করতে পারে না।

কিন্তু এ মহানন্দেও আমি নিরানন্দ। জননীহারা হয়ে আমি আবার জননী পেয়েছিলুম। পুত্রগত প্রাণা সতী রাণী জননী আমার—পুত্র মঙ্গলহেতু স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। সম্রাট আমার সেই জননীকে মাতৃ সম্বোধন করেন, এবং সম্রাট জননীরই ন্যায় তাঁর সৎকার হয়। সম্রাট স্বয়ং শূন্যশিরে, নগ্নপদে শ্মশানে উপস্থিত হন।

আমি যাত্রা করেছি। অতি শীঘ্রই বাংলায় উপস্থিত হবো। আশা করি তোমাদের সকলকেই সুস্থ ও সবল দেখ্‌বো। আমার আশীর্ব্বাদ সকলে গ্রহণ করিও। ইতি—

সদা শুভ-প্রার্থী—

তোমার পিতা।

পত্র পাঠান্তে সযত্নে তাহা বস্ত্রাভ্যন্তরে লুক্কায়িত করিয়া সন্নিকটস্থ এক বৃক্ষারোহীকে ইঙ্গিত-আহ্বানে ডাকিয়া প্রধান অচন্দ্র বলিল,—

"বৃক্ষাশ্রয়ে আর তোমাদের থাক্‌বার প্রয়োজন নাই। সকলে অবতরণ কর। কিন্তু এক সঙ্গে নয়,—একে একে—ধীরে ধীরে—চুপি চুপি।"

এই বলিয়া সেনাপতি অনুচর স্বীয় কৃষ্ণ-পরিচ্ছদ ত্যাগ করিল। হিন্দু সৈনিকের বেশ অঙ্গে তার পরিশোভিত হইল। তারপর অধীরানন্দে সে মহারাজা দেবনাথের মহাজনরাজ দুর্গাভিমুখে দ্রুতবেগে চলিল

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

পুষ্পোদ্যান মধ্যে বিষাদিনী, বিমলিনী, রাজ-নন্দিনী একাকিনী উপবিষ্টা।

রাজ-কন্যার পদ্ম তুল্য অধরে, সে শুভ্র হাস্য লহরী নাই,—কুরঙ্গ নয়নে সে চপল চঞ্চল ফুলবান সম কটাক্ষ নাই—হেম অঙ্গে সে তড়িৎলতার তরঙ্গ নাই। বেশে সে পারিপাট্য নাই,—সে নন্দনের শোভা সৌন্দর্য্য কিছু নাই। রাজ-বালা এখন জলদময়ীর ন্যায় গম্ভীরা, অচল-নন্দিনীর ন্যায় স্থিরা ধীরা।

কিছু না থাক্—তবুও রাজ-তনয়াকে রাজ-রাজ্যেশ্বরীর ন্যায় অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। স্বর্গ-সুষমা বিগলিতা—প্রকৃতি সৌন্দর্য্য গর্ব্বিতা—নয়ন-মন-হারিণী—চিত্ত-চমক-প্রদায়িনী রাজ-নন্দিনী নন্দন-কানন উপবিষ্টা ইন্দ্রানীর ন্যায় উদ্যানে শোভা পাইতেছিলেন।

রাজ-কুমারীর সম্মুখে এক শ্বেতপ্রস্তরময়ী মূর্ত্তি। মূর্ত্তি কোন দেব দেবীর নহে,—মূর্ত্তিটী বঙ্গ-জননীর। মূর্ত্তি সিংহাসন অধিরূঢ়া। জননীর পদতলে পশুরাজ সর্ব্ব গর্ব্ব বিসর্জ্জনে লুণ্ঠিত। সিংহাসন পশ্চাতে বঙ্গ-জননীর নামাঙ্কিত জাতীয় পতাকা সগর্ব্বে বাঙ্গালীর গৌরবের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। আশে পাশে অন্যান্য নানাবিধ সুচারু সু-মনোরম শ্বেত প্রস্তর বিনির্ম্মিত মূর্ত্তি। অদূরে স্বর্ণ-বরণা ক্ষুদ্রোর্ম্মিমালা-শোভিনী,—কল-গীতিময়ী, উচ্ছ্বাসময়ী, নৃত্যময়ী সাগর যাত্রীঁ। কিন্তু নৃপবালার কোন দিকে দৃষ্টি ছিল না। তাঁর দৃষ্টি

ছিল,—সুদূর আকাশের কোলে। সূর্য্য তখন স্বর্ণবাস পরিধানে পশ্চিম গগন প্রান্তে। সেই স্বর্ণকান্তি ছটা, আকাশের তলে উদীয়মান তরল শুভ্র এক মেঘ দলের উপর পতিত হইয়া, মেঘ দলকে স্বর্ণ মণ্ডিত করিয়াছিল। মনে হইতেছিল,—যেন আকাশ গাত্রে এক স্বর্ণপর্ব্বত। রাজ-বালার দৃষ্টি ছিল সেই স্বর্ণ-পর্ব্বতোপরি।

এমন সময়ে মন্থর গমনে অলোকা আসিয়া সরস হাস্যে মধুর কণ্ঠে ডাকিল,—

"রাজ-কন্যা"—

"কে—অলোকা?"

"হাঁ—আমি। তুমি যে দেখ্ছি—আকাশ থেকে পড়্লে।"

"সত্যই আমি আকাশ থেকে পড়লুম। দেখ—অলোকা দেখ।"

"কি?"

"ঐ আকাশে—সোনার পাহাড় দেখ্ কি সুন্দর। এ শোভা বাংলার আকাশ ভিন্ন বোধ হয়—আর কোথাও ফোটে না।"

"সত্যই বড় সুন্দর। কিন্তু সুন্দরের রাণী তুমি, আজ কেন এত বিষাদিনী,—বিমলিনী?"

"বাবা দিল্লী গিয়েছেন অনেক দিন। তাঁর ফেরবার সময়—সময় না হলেও—তাঁর দূত কপোতের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তো হয়েছে। কিন্তু আজও কপোত ফিরলো না।"

"পিতা হয়তো এখনও সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন নাই।"

"সম্ভব।"

''আজ বঙ্গ-জননীর পূজা করবে না,—রাজ-কন্যা ?''

"না।"

"কেন ?"

''ভাল লাগে না।''

''ভাল না লাগার কারণ ?''

''কারণ কি তা ঠিক জানি না। তবে এক এক সময়ে মনে হয় পরাধীন জাতির পূজার নৈবেদ্য—পূজার উপকরণ—বিদেশী প্রদত্ত অপবিত্র। বিদেশীর ইঙ্গিতে দেবালয় স্তূপে পরিণত হয়,—মূর্ত্তি ধূলায় লুটায়,—ধর্ম্ম আতঙ্কে পালায়। তার চেয়ে আয়, আমরা উভয়ে নিরাভরণা মাকে পুষ্পালঙ্কারে সাজাই।„

"পুষ্পালঙ্কার কেন ? স্বর্ণ-আভরণে মাকে সাজাও না। তুমি তো সামর্থ্যহীনা নও।"

"মা স্বর্ণাভরণ মণিমাণিক্য চায় না,—মা চায় ভক্তি প্রদত্ত এই পুষ্পালঙ্কারই। কিন্তু বাংলার নর-নারীর সে আকুল ভক্তি কই ? ব্যাকুল 'মা মা' ধ্বনি কই ? সে কাতর ধ্বনি থাকলে কি মার কুসুম-চরণ, কঠিন লৌহ নিগড়ে শোভা পেত ?

এই সোণার বাংলায় ঐশ্বর্য্যের অভাব নাই। কেহ সোণার মন্দিরে, সোণার প্রতিমা নির্ম্মাণ করে—সোণার বসন ভূষণে সজ্জিত করছে। সোণার পাত্রে নৈবেদ্য সাজিয়ে পূজা দিচ্ছে। কিন্তু সবই তার কৃত্রিম—সবই তার ভুয়ো—সবই তার আড়ম্বর। ভক্তির লেশও তার হৃদয়ে নাই। মা-কি তার সে পূজা গ্রহণ করেন ? করেন না। অথচ ভক্তিদত্ত তণ্ডুল কণায় মা প্রীত হন—তৃপ্ত হন। কেহ

জয় ডঙ্কা বাজিয়ে মহা কোলাহলে দান করছে,—কিন্তু সে দান তার অন্তর জাত করুণার দান নয়,—শুধু নামের—শুধু যশের লোভে তার দান। সে দানে কি পুণ্য না আনন্দ আছে? আবার কেউ এক কপর্দ্দক দানে অতুল আনন্দ, অক্ষয় পুণ্য লাভ করে।

তাই বলি আয় অলোকা—আমরা দুজনে, যার দুটী সেবিকাতে ভক্তিভরে মনের তৃপ্তিতে মাকে সাজিয়ে মায়ের আলোকময়ী সৌন্দর্য্য—মায়ের জগজ্জননী মূর্ত্তি অতৃপ্ত নয়নে দেখি।"

রাজ-কন্যার সহচরীরা পূর্ব্বাহ্ণেই পুষ্প চয়ন ও মাল্য রচনা করিয়া প্রতিমা সম্মুখে রাখিয়াছিল, পুষ্প বহু সংখ্যক,—বহু জাতিয়, বহু বর্ণের।

রাজ-বালা ও সখী অলোকা পুষ্পালঙ্কারে প্রতিমা অঙ্গ শোভিত করিয়া, উভয়েই প্রতিমা সম্মুখে প্রণতা হইলেন।

প্রণত মস্তক উন্নত করিয়া রাজ-কন্যা আবার উর্দ্ধে সেই স্বর্ণ-পর্ব্বতোপরি চাহিলেন—সহসা রাজ-কন্যার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। নয়নদ্বয় নিষ্প্রভ—ম্লান হইল,—বদন-শোণিত হীন—বিশুষ্ক মসীময়ী হইল। জড়িত কণ্ঠে রাজকন্যা বলিলেন,—

"অলোকা, অলোকা—দিল্লী দরবারে বাবা হেরেছেন।

"কেমন করে জান্‌লে?"

—"ঐ দেখ।" রাজকন্যার অঙ্গুলী সঙ্কেতানুযায়ী অলোকা চাহিয়া দেখিল, কৃষ্ণ কপোত উদ্যানের দিকেই ছুটিয়া আসিতেছে।

অতি ম্লান—বিষাদাচ্ছন্ন কণ্ঠে রাজকন্যা বলিলেন—

"অলোকা ঐ সূর্য্য ডুবলো, সঙ্গে সঙ্গে বাংলার আশা ভরসাও ডুবলো।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

"বঙ্গেশ্বর"—

"কি সংবাদ হিন্দু সেনাপতি ?"

"সংবাদ শুভ,—কপোত ফিরেছে।"

"শ্বেতকায় না কৃষ্ণকায় ?"

"কৃষ্ণকায়।"

"তাহলে দরবারে দেবনাথ পরাজিত হয়েছে ? আবেদন তার নিষ্ফল হয়েছে ?"

"নিশ্চয়ই।"

"উৎকোচ বশীভূত কপোতবাহীর প্রতি দীপেন্দ্রনারায়ণের আদেশ ছিল, রাজা পরাজিত বা জয়ী যাই হোন না,—সে যেন কৃষ্ণকায় কপোতকেই উড়িয়ে দেয়।"

কিন্তু যদি রাজা জয়ী হইয়া স্বয়ং স্বহস্তে শ্বেতকায় কপোতকে আকাশমার্গে উড্ডীন করেন,—এই আশঙ্কায় দীপেন্দ্রনারায়ণ শ্বেত কপোত বধার্থে গোপনে ধানুকী নিযুক্ত করেন। কিন্তু সে কথা নবাবের নিকট উত্থাপন করিলেন না। পাছে নবাব রাজার জয়-বার্ত্তা জানিয়া দেবগ্রাম আক্রমণে শঙ্কিত হন। তাহলে তাঁর আশা—উদ্দেশ্য—কৌশল ব্যর্থ হবে।

দীপেন্দ্রনারায়ণের বাক্যে নবাব বলিলেন,—

"এখন কি কর্ত্তব্য ?"

"কর্ত্তব্য মহাজনরাজ দুর্গ আক্রমণ করা। যদি কলঙ্ক মুক্ত হতে চান,—যদি অপমানের প্রতিশোধ নিতে চান, তবে এই উত্তম অবসর—উত্তম সুযোগ। রাজকন্যা, রাজরাণী, রাজপুত্র, কৃষ্ণ-কপোত দর্শনে শোকাবর্ত্তে নিমগ্ন। সমগ্র নগর নিরুৎসাহিত, নিস্তেজ, নির্জ্জীব। এ সুযোগ যদি ত্যাগ করেন—তবে আর কখনও এ সুবর্ণ সুযোগ পাবেন না, নবাব। ভগবান না করুন, কিন্তু যদি সম্রাট, রাজার প্রতি তুষ্ট হয়ে আপনাকে সাহায্য না করেন, বা রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করতে নিষেধ করেন, তখন আপনি সারা জীবনেও প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারবেন না। প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হবে, আশা চূর্ণ হবে, কলঙ্ক দ্বিগুণ ভাবে শিরে আপতিত হবে,—অপমান শতবাহু বেষ্টনে আপনাকে আবদ্ধ করবে। তাই বলি নবাব, এ সুযোগ ত্যাগ করবেন না। এ সুযোগ খোদার ইঙ্গিত, আশীর্ব্বাদ—খোদার করুণা।"

"আপনি সত্য বলেছেন, এ সুযোগ খোদার ইঙ্গিত—খোদার আশীর্ব্বাদেরই ন্যায় এসে পড়েছে। কিন্তু একটা কথা,—আমার যে সৈন্য সংখ্যা অতি সামান্য।"

"কত ?"

"সপ্ত সহস্র।"

"যথেষ্ট। এক সহস্র সৈন্যসহ আপনি দুর্গে উপস্থিত হবেন। আক্রমণেরও প্রয়োজন নাই। আপনার উপস্থিতি মাত্র আমার নির্দ্দেশানুযায়ী দুর্গস্থ সমস্ত সৈন্য অস্ত্র ত্যাগ করবে। দুর্গ জয়ে আপনার কোনও সৈনিকের অস্ত্র শোণিত-রঞ্জিত হবে না। কেবল শোক

দেখান গোটাকতক কামান ধ্বনি করবেন মাত্র। দুর্গ বিজয়ে আপনার একটী সৈন্যও নিহত হবে না,—এক বিন্দু শোণিত পাত বা তিলমাত্র পরিশ্রম হবে না। তবে প্রাসাদ রক্ষার্থ কুমার বিশ্বনাথের অধীনে এক সহস্র সৈন্য আছে। প্রাসাদ আক্রমণে আপনার দুই সহস্র সৈন্যের প্রয়োজন।"

"প্রাসাদ রক্ষীদের আগ্নেয়াস্ত্র আছে?"

"সামান্য। গোলা, গুলি, বারুদ যাহা আছে, তাহাও অতি সামান্য। দু-রক্ষার জন্য সব গোলা, গুলি, বারুদ আমি দুর্গে আনয়ন করেছি। প্রাসাদ আক্রমণে আপনার দুই সহস্র সৈন্যই যথেষ্ট। আমি স্পর্দ্ধাসহ বলছি নবাব,—এই তিন সহস্র সৈন্য সাহায্যে মহাজনরাজ-দুর্গ ও রাজ-প্রাসাদ আপনার কবলিত হবে। দুর্গে বহু আগ্নেয়াস্ত্র—বহু গোলা-গুলি বারুদ সঞ্চিত আছে। তাই বলছি অগ্রে দুর্গ অধিকার করুন। তারপর সেই সব আগ্নেয়াস্ত্রে প্রাসাদ অনায়াসেই অধিকৃত হবে।"

"কিন্তু ইতিমধ্যে রাজা দেবনাথ উপস্থিত হয়ে যদি দুর্গ আক্রমণ করেন?"

"সে আশঙ্কা নাই, মহাজন রাজ-দুর্গ দুর্ভেদ্য। সেই অজেয় দুর্গ জয় করতে লক্ষ সৈন্যের প্রয়োজন,—সহস্র বজ্রাগ্নি তুল্য কামানের প্রয়োজন, কোটী কোটী অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু রাজা দেবনাথের কিছুই নাই। অর্থ নাই,—সৈন্য নাই,—আগ্নেয়াস্ত্রও নাই। কেবল সঙ্গে আছে দ্বি-সহস্র সৈন্য,—কয়েক সহস্র মুদ্রা—আর গোটাকতক বন্দুক। এর সাহায্যে বালুকা নির্ম্মিত দুর্গ জয় হয় বটে,—কিন্তু

মহাজন রাজ-দুর্গ প্রস্তরে গঠিত। আর আপনার বক্রী চারি সহস্র সৈন্য রাজার গতি প্রতিরোধ করতে উপস্থিত এই দুর্গেই অবস্থান করুক। আপনার কোন বিশ্বাসী কর্ম্ম-কুশল সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে এ সৈন্যদলকে রক্ষা করুন। সৈন্যাধ্যক্ষকে উপদেশ দেবেন,—যেন সে সতর্ক দৃষ্টিতে রাজার আগমন লক্ষ্য করে, যদি সত্যই রাজা মৃত্যুকামী হন,—যদি রাজা সত্যই দ্বি-সহস্র মাত্র সৈন্য সহায়ে দুর্গ বা প্রাসাদ আক্রমণ করেন, তখন সে যেন এই চারি সহস্র সৈন্যসহ রাজাকে আক্রমণ বা আমাদের সাহায্য করে।"

"দেখ্‌ছি আপনার বুদ্ধি একটা সাম্রাজ্য পরিচালনে সক্ষম। বেশ আপনার উপদেশ ও নির্দ্দেশানুযায়ী সব কার্য্য হবে।"

"কিন্তু"—

"কিন্তু কি বন্ধু?"

"কিন্তু আমার প্রার্থনার কথা বিস্মৃত হবেন না, নবাব।"

"আপনার প্রার্থনা বিস্মৃত হইনি—হবোও না। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রাসাদ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখ্‌তে পাবেন।"

"আমিও তাই বিশ্বাস করি। তবে কাল সূর্য্যোদয়ের সঙ্গেই আপনিও দুর্গে উদয় হবেন, নবাব।"

"উত্তম,—তাই হবে।"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

"বঙ্গ-জননী, মূর্ত্তিময়ী দেবী আমার—নে মা নে তোর এই দীনা হীনা কন্যার ভক্তি-সিক্ত পুষ্পাঞ্জলি নে মা।"

এই বলিয়া ভক্তিময়ী রাজ-নন্দিনী ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ে, অঞ্জলী-পূর্ণ পুষ্পরাজি বঙ্গ-জননীর রক্ত কমল চরণোপরি অর্পণ করিলেন। চতুর্দ্দিকে শঙ্খ করে দণ্ডায়মান। রাজ-কন্যার সহচারিণীগণ সু-গম্ভীর শঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল। ধূপ ধূনা ও পুষ্প সৌরভে মলয় মাতিয়া উঠিল। একটা সু-মধুর সু-শান্ত সু-সিগ্ধ ভাব-তরঙ্গ বহিয়া যাইল।

ভক্তি তন্ময়া—ভাব-বিভোরা, রাজ-কন্যা ধ্যান-নিমগ্না হইলেন। কমল নয়ন মুদিত হইল,—দেহ নিশ্চল হইল। বুঝি হৃদ্ স্পন্দনও নীরব হইল।

রাজ-বালার বদনে সুধার ধারা, সুধা হাস্য। অঙ্গে স্বর্গীয় মাধুর্য্য ফুটিয়া উঠিল। সে ভক্তি বিগলিতা—পুণ্য প্রদীপ্তা, মাপুণ্য স্নাতা,—সৌন্দর্য্য ভূষিতা, রূপময়ী, জ্যোতির্ম্ময়ী,—লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দর্শনে ভ্রম হয় কোনটী বঙ্গ-জননীর মূর্ত্তি।

সহসা রাজ তনয়ার নিশ্চল দেহ কম্পিত হইয়া উঠিল—অঙ্গ কণ্টকিত—রোমাঞ্চিত হইল—মুখ কমলে আতঙ্ক চিহ্ন প্রকটিত হইল।

তটিনী হৃদয়-শোভিনী, পঙ্কজিনীর গর্ব্ব খর্ব্বকারিণী, নয়ন-রঞ্জিনী রাজ-নন্দিনীর আঁখি কমলিনী উন্মীলিত হইল। রাজ-কন্যা সভয়

দৃষ্টিপাতে একবার প্রতিমা মুখ প্রতি চাহিলেন। তারপর বিস্ময় শঙ্কিত কণ্ঠে ডাকিলেন,—

"অলোকা"—

"কেন, রাজ-কন্যা ?"

"অলোকা দেখেছিস ?"

"কি ?"

"প্রতিমা সচল হতে ?"

"না।"

"তোরা দেখেছিস ?"

"না।"

"তবে একি হলো ! এ দৃশ্য শুধু আমায় কেন দেখালি মা ?"

"কি দৃশ্য দেখলে রাজ-নন্দিনী ?"

"দেখ্‌লুম মূর্ত্তি যেন নড়ে উঠ্‌লো। ক্রমশঃ মূর্ত্তি যেন দূরে সরে যেতে লাগ্‌লো। এমন সময়ে বিকট হুঙ্কারে, বীভৎস-হাস্যে, কতক গুলা বিকটাকার দৈত্য মার দিকে উন্মত্ত নৃত্যে ছুটে আসতে লাগ্‌লো। শঙ্কিতা কম্পিতা জননী আমার, তখন আর্ত্ত চীৎকারে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটতে লাগ্‌লেন। 'মা'র নয়নে রুধিরাশ্রু বইলো, বসন শ্লথ হয়ে পড়লো, কঙ্করে পুষ্প কোমল চরণদ্বয় ক্ষতবিক্ষত হল। সম্মুখে পশ্চাতে আশে পাশে চতুর্দ্দিকে মার অগণন সন্তান পথি-পার্শ্বে দাঁড়িয়ে 'মা'র এ শোচনীয় দৃশ্য দেখ্‌লে,—মা'র করুণ চীৎকার ধ্বনি শুনলে,—তবুও কেউ কথা কইলে না—বাধা দিলে না। যেন সব মূক—বধির—অন্ধ,—যেন শোণিত হীন—সজীব

হীন—নিষ্প্রাণ সে দেহ! যেন সবই জড়পিণ্ড, আবর্জ্জনা ভারত কলঙ্কের নির্জ্জীব ছবি।"

"তারপর?"

"তারপর আর নেই। 'মা' আমার ব্যাধ তাড়িতা কুরঙ্গিনীর ন্যায় অবিরাম অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটতে লাগলেন। দূরে—বহুদূরে—সুদূরে।"

"কোন পথে?"

"সাগর পথে। বোধ হয় স্বীয় সন্তানগণের প্রতি ঘৃণায় সাগর গর্ভে আত্মহত্যা করতে। আলোকা! একি মর্ম্মবিদারী রোমাঞ্চকর করুণ দৃশ্য দেখলুম। একি আমার মনো-বিকার? না দুর্ব্বল অবসাদ ক্লিষ্ট মস্তিষ্কের আবর্ত্তন?"

"এ তোমার চিন্তা তরঙ্গায়িত হৃদয়ের উৎকট কল্পনা তরঙ্গ।"

"তাই হোক, এ আমারই কল্পনা হোক, বাক্য তোর সত্য হোক অলোকা।"

রাজবালা পুনরায় নিমিলিত নয়নে ধ্যান নিমগ্না হইলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত অতীত হইলে রাজকন্যা পুনরায় শঙ্কাকুলিত উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিলেন,—

"অলোকা—অলোকা"—

"এই যে রাজকন্যা।"

"পারলে না। 'মা' আমার সাগর তটে এসেও পারলে না।"

"কি পারলে না?"

"আত্মহত্যা করতে। সাগর বেলার নিকটে এসে শ্রান্ত ক্লান্ত

মা আমার ভূ-লুণ্ঠিতা হলেন। 'মা'র কুসুম-কোমল সোণার অঙ্গ ধূলিতে লুটাল,—শোণিত ধারা উৎসের ন্যায় ছুটলো। জ্বালা জর্জ্জরিত আকুল হৃদয়ে, আর্ত্ত ব্যথিত কণ্ঠে 'মা' আমার ভারত বিকম্পনে একবার শেষবার চীৎকার করে উঠলেন,—বুঝি সন্তান সাহায্য আশায়। কিন্তু 'মা'র বিংশ কোটী সন্তানের একজনও এলো না; বিলাস শয্যা—বিলাস ব্যসন ত্যাগে 'মা'র উদ্ধারে কেউ এলো না।

দৈত্যেরা 'মা'র কেশাকর্ষণে, 'মা'র পীযুষ পুণ্য প্রবাহিত,—কোটী সন্তানের সুধা সঞ্জীবনীর আধার স্তন বক্ষে দারুণ পদাঘাত করলে। 'মা'র ক্ষত বিক্ষত শোণিতাপ্লুত দেহ দেখেও সে দৈত্যের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হলো না। তারা মাকে সজোরে বেত্রাঘাত করতে লাগলো। সে নির্ম্মম নিদারুণ বেত্রাঘাতে জননীর নবনীত অঙ্গ কর্ত্তিত হলো,—তবুও দৈত্য-হৃদয় কোমল হলো না,—কাঁদলো না। সন্তানের যখন কাঁদে না—তখন তারা দৈত্য—তাদের কাঁদবে কেন? বরং তারা মহোল্লাসে জননীর হস্ত পদে লৌহ শৃঙ্খল পরাল, তারপর মার অঙ্গ হতে—সূর্য্য প্রভান্বিত-মণি-মাণিক্য খচিত অলঙ্কার উন্মোচনে মাকে নিরাভরণা করলে। 'মা'র রত্নময় বস্ত্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করলে,—বিনিময়ে 'মা'কে দিলে—বল্কল।"

"তারপর?"

"তারপর তারা চলে গেল।"

"কোথায়?"

"সাগরের পর পারে। অলোক! এ ভুল নয়,—ভ্রান্তি নয়, এ মনো-বিকার নয়,—হৃদয়ের আবর্ত্তন বা কল্পনা নয়। ভারতের

ভবিষ্যৎ চিত্র। ভারত জননীর পরিণামের ভবিষ্যৎ দৃশ্য। নতুবা কেন এমন ভয়াবহ দৃশ্য প্রকটিত হবে? এতদিন হয় নাই,—আজই বা সহসা কেন এমন ধারা হলো? আমি তো প্রত্যহই পূজা করি—'মা'র ধ্যান করি—কোনও দিন তো এ লোমহর্ষণকর চিত্র দেখি নাই। না—আজ আর ধ্যান করবো না,—হৃদয় আমার শঙ্কায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। তোরা গান গা—মাতৃ নাম কর,—আমি শুনি,—দেখি ক্ষুব্ধ হৃদয় যদি শান্ত হয়,—এ প্রকট দৃশ্য যদি ডুবে যায় বিস্মৃতির গর্ভে।"

রাজপুত্রীর আজ্ঞায় সহচারিণীরা স্বদেশ সঙ্গীত গাহিল। সে মধুময় পিক্-গুঞ্জনসম কণ্ঠধ্বনিতে চারিদিক মাতিয়া উঠিল। প্রকৃতি যেন হাসিয়া উঠিল—পুষ্পবালারা অধীরানন্দে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল।

রাজ-নন্দিনী বিভোর বিমুগ্ধ প্রাণে, তন্ময় চিত্তে, সে ভাবময়,—সজীবতাময়,—স্বদেশ সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন। তাঁর সম্মুখের সমস্ত দ্রব্য অন্তর্হিত হইল। আকাশে চন্দ্র কি সূর্য্য উদিত রহিয়াছেন, তাহাও বিস্মৃত হইলেন। শুধু ভক্তি গদ্‌গদ্ হৃদয়ে, মৃন্মূর্ত্তির ন্যায় অচঞ্চল দেহে,—তিনি সেই গৌরবময়ী—উত্তেজনাময়ী স্বদেশ সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন।

সহসা সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত ডুবাইয়া, বিশ্বের কোলাহল ডুবাইয়া, জল স্থল ব্যোম্ আলোড়িত করিয়া সু-গভীর গর্জ্জনে ধ্বনিত হইল,—

'গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম।'

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

'গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম।'

জলধি-তল প্রকম্পনে সপ্ত সমুদ্র গর্জ্জনে—মোগলের কামান ঘোর-নাদে গর্জ্জিল,—

'গুড়ুম—গুড়ুম—গুড়ুম।'

শম্ভু নিনাদিত প্রলয় বিষাণে, যেন চরাচর কম্পিত—শঙ্কিত হইয়া উঠিল। স-ভয়ে সকলে নয়ন মুদ্রিত করিল।

গভীর উল্লাসে নবাব রাজ-প্রাসাদ ও দুর্গ এককালীন আক্রমণ করিলেন।

দ্বি-সহস্র সৈন্য ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রাসাদ আক্রমণ করিল, আর নবাব স্বয়ং এক সহস্র মাত্র সৈন্য লইয়া নির্ভীক হৃদয়ে উল্লসিত চিত্তে ভীষণকায় মহাজন-রাজ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। পুন পুনঃ কামান গর্জ্জিল। যম-রূপী আগ্নেয়াস্ত্রের ভীম আরাবে সমগ্র দেবগ্রাম ভূমিকম্পের ন্যায় কাঁপিয়া উঠিল। শঙ্কাভিভূত নরনারী কেহ মূর্চ্ছিত হইল, কেহ ইষ্টনাম স্মরণ করিল, কেহ বা দ্বার অর্গল মাত্র রুদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। বালক বালিকা খেলা ধুলা ভুলিয়া উচ্চ ক্রন্দনে জননীর বসনাঞ্চল ধরিল। পশু পক্ষী বিকৃত কণ্ঠে চীৎকার করিয়া দূরে তীরবেগে ছুটিল। গৃহপালিত পশু, রজ্জু ছিন্ন করিয়া লাঙ্গুল উত্তোলনে ঊর্দ্ধশ্বাসে ইতস্ততঃ দৌড়িল। সমগ্র দেবগ্রাম মহা শঙ্কায়, নিস্পন্দ—মূর্চ্ছিত হইল। শৃঙ্খলা—নিয়ম—শান্তি সব অন্তর্হিত হইল।

সূর্য্য কিরণ আচ্ছাদনে মোগলের গর্ব্বিত কামান অবিরত গর্জ্জিতে লাগিল। কিন্তু দুর্গ গাত্রে গোলা লাগিল না। লাগিলেও দুর্গ অঙ্গে ক্ষত চিহ্ন রাখিতে সক্ষম হইল না। বাঙ্গালীর নির্ম্মিত দুর্গ, মোগল ক্ষত চিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিল না। তখন বাঙ্গালী এমনই ধারা শিল্পী ছিল। দুর্গ না ভগ্ন হইলেও অচিরেই নবাবের অধিকৃত হইল। সেই প্রস্তর গঠিত—অভেদ্য—অজেয় দুর্গ, যে দুর্গ বাংলায় অদ্বিতীয় ছিল, যে দুর্গের স্তম্ভ আজও এই দীর্ঘ কত শত বৎসরের কত শত প্রবল বারি ধারা, ভীষণ ভূমিকম্প, প্রলয় প্রভঞ্জন বেগ শিরে ধারণ করিয়া, জীর্ণ স্মৃতির ন্যায়—অতীতের কাহিনী অতীতের কথা—বাঙ্গালীর কীর্ত্তি গাথা—বাঙ্গালীর বীরত্বের দেদীপ্যমান কনক-প্রদীপের ন্যায় দণ্ডায়মান—সেই মহা দুর্গ—বাঙ্গালী-বীরের মহা কীর্ত্তি মহাজন-রাজ দুর্গ বিনা শোণিত পাতে, বিনা লোকক্ষয়ে মোগলের পদানত হইল। দুর্গ শিখরদেশে উড্ডীয়মান বঙ্গ-জননীর মূর্ত্তি অঙ্কিত কেতন দূরে নিক্ষেপিত হইল। পরিবর্ত্তে মোগলের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বিজয় পতাকা সগর্ব্বে উড্ডীন হইল।

দীপেন্দ্র—দীপেন্দ্র দিও না—দিও না,—এমন ভাবে বাংলার গৌরব—বাংলার কীর্ত্তি ডুবিয়ে দিও না। এমনভাবে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব—বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠা,—বাঙ্গালীর গরিমা সাগর গর্ভে নিক্ষেপ করো না। এমন ক'রে রাজা দেবনাথের আশা—বাংলার আশা—বাঙ্গালীর ভরসা—ভেঙ্গে দিও না। বাঙ্গালীর সগর্ব্ব পরিচয়—বাঙ্গালীর গর্ব্বের—আনন্দের—যশের—মন্দির শিখর পদাঘাতে চূর্ণ করো

না। বাংলার হিরণ্ময় দেউটী ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করে চির মহান্ধকারে বাংলাকে ডুবিও না।

হৃদয় শোণিতে উজ্জল আভায়—জ্বালাও দীপ,—বাজাও বাজাও পাঞ্চজন্য শঙ্খ ত্রিভুবন বিদারণে। তুলে নাও ঐ ভূলুণ্ঠিত মাতৃ-কেতন, পার যদি উড়াও—উড়াও আবার দুর্গ শিখরে ঐ কেতন। ফুটে উঠুক শতদল তোমার পুণ্যনামে,—গেয়ে উঠুক নর-নারী তোমার বীরত্ব গানে। বেজে উঠুক দুন্দুভি,—বেজে উঠুক ডঙ্কা—বধির উন্মত্তে। পুলকে নেচে উঠুক বাঙ্গালী গভীর আনন্দে।

কি তুচ্ছ অসার সে রাজনন্দিনী! শত মেখলা-মালা-গঠিতা. জ্যোৎস্না মণ্ডিতা, পারিজাত ভূষিতা—শত শত দেববালা তোমার চরণতলে লুণ্ঠিতা হবে। দেবতা, শিরে তোমার পুষ্প বরিষণ করবে। অপ্সরী কিন্নরী, তোমার বন্দনা গান গেয়ে উঠ্‌বে।

নাও—ছোট তড়িৎ গতিতে, বজ্র তেজে—মোগল বক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়। বাঙ্গালীর কীর্ত্তি সিংহাসন তুলে নাও শির শীর্ষে। তুলে নাও বাঙ্গালীর গরিমা প্রদীপ হস্তে। সে উজ্জ্বল আভায় ত্রিলোক উজ্জ্বলিত উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক,—জগৎ তোমার অনির্ব্বচনীয় বীরত্ব অবাক্ বিস্ময়ে দেখুক,—কোটী শির নত হয়ে তোমার পূজা করুক।

শুন্‌লে না! শুন্‌লে না! তবুও শুন্‌লে না বধির—তবুও বুঝ্‌লে না নির্ব্বোধ—আজ তুমি বাংলার, তোমার নিজের দেশের কি মহা সর্ব্বনাশ করলে! একটা সোণার রাজ্য বারিগর্ভে বিসর্জ্জন দিতে তোমার হৃদয় দীর্ণ হলো না! আশ্চর্য্য!!!

এমনি ভাবে সয়তান চক্রে কত শত রাজা ডুবে গেছে—কত

রাজন্যের স্বাধীনতা সূর্য্য ডুবেছে। বাংলা ডুবেছে—রাজপুতানা ডুবেছে—ভারতবর্ষ ডুবেছে। আজ বাঙ্গালীর স্তিমিতপ্রায় প্রদীপ-টাও সয়তান চক্রে নির্ব্বাপিত হলো।

হাঃ জগদীশ্বর একি বিধান তোমার? একজনের সারা জীবনের প্রাণান্ত পরিশ্রম—অক্লান্ত অধ্যবসায়—অনন্ত ধৈর্য্য—অসীম উদ্যমে গঠিত রাজ্য, একজন মাত্র সয়তানে ধ্বংস করে! সয়তান বুঝি মানব আকারে শিব দূত। ধ্বংসেরই জন্য বুঝি উদ্ভব তার?

মহাবীর কুমার বিশ্বনাথ, প্রাসাদ রক্ষী সহস্র সৈন্য লইয়া দ্বি-সহস্র মোগলকে মহাবিক্রমে আক্রমণ করিলেন।

কুমার নবাবকে এক সহস্র মাত্র সৈন্য সহ দুর্গ আক্রমণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন বুঝি নবাব অবগত নন, যে দুর্গ সু-রক্ষিত—সৈন্যপূর্ণ।

কুমার আশা করিয়াছিলেন,—দুই সহস্র মোগলকে দুই প্রহর কাল অনায়াসেই বাধা দানে সক্ষম হইবেন। ইতি মধ্যে দীপেন্দ্রনারায়ণ নবাবের সহস্র সৈন্য দলকে বিমর্দ্দিত করিয়া তাঁহাকে সাহায্য করি-বেন। কিন্তু যখন দেখিলেন,—দুর্গ মোগলের অধিকৃত হইল,—জাতীয় পতাকা দুর্গ শিখর হইতে উৎপাটিত হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হইল—তখন কুমার চমকিত—স্তম্ভিত—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। তবে কি দীপেন্দ্রনারায়ণ বিশ্বাসঘাতক! হাঁ তাইত,—ঐ যে দীপেন্দ্র অশ্ব পৃষ্ঠে নবাবের পার্শ্বে—ঐ যে বহু আগ্নেয়াস্ত্র সহ প্রাসাদাভিমুখে হাস্যোৎফুল্ল বদনে আসিতেছে। একি অসম্ভব দৃশ্য দেখালে দয়াময়! ওহো—হো।

কুমার নয়নাবৃত করিলেন।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

"মা।"

"কি সংবাদ পুত্র ?"

"সংবাদ ! না মা এ সংবাদ নয়, অশনিসম্পাত, ঈশ্বরের অভিশাপ, নরকের প্রত্যক্ষ প্রতিচ্ছবি। মা, সে সংবাদ শুনলে নয়নে তোমার আগুণ জ্বলে উঠ্‌বে—দেহে তড়িং প্রবাহ ছুট্‌বে। শোন মা, মোগল দুর্গ অধিকার করেছে। একটীও মোগল ভূ-শয্যায় শয়ন করে নাই,—একটীও মোগল আহত হয় নাই,—বাঙ্গালীর অস্ত্র একটীও মোগলের গতিরোধে উত্থিত হয় নাই। পিতার অন্নে পরিপুষ্ট—পিতারই স্নেহে পরিবর্দ্ধিত দীপেন্দ্র বিনা যুদ্ধে পিতার হৃদয় শোণিত তুল্য মহাকায় মহাজন-রাজ-দুর্গ মোগলের পদে উপহার দিয়েছে।"

মহিমাময়ী রাণী জ্যোতির্ম্ময়ীর বাক্য স্ফূরণ হইল না। নয়নে অগ্নিশিখা জ্বলিয়া উঠিল। দেহ বাত্যা-বিক্ষুব্ধ পুষ্প বৃক্ষের ন্যায়—কাঁপিতে লাগিল। ক্ষণিক নীরব থাকিয়া,—শ্বেত শতদল তুল্য দশন দ্বারা রক্তিম ওষ্ঠ কর্ত্তিত করিয়া ক্রোধময়ী রাণী বলিলেন,—

"আর তুমি কি কচ্ছিলে পুত্র ?"

"আমার যা শক্তি,—যা সাধ্য তাই করেছি। কিন্তু কি করবো মা—নিরুপায়।"

"তাই রণ-স্থল ত্যাগে, অন্তঃপুরে জননীর বসনাঞ্চল ধারণে ছুটে"

এসেছ? বাঃ সুন্দর তোমার বীরত্ব—অদ্ভুত তোমার সাহস। দেখ্‌ছি বীরেন্দ্র-কুলভূষণ রাজা দেবনাথের উপযুক্ত শিষ্য যোগ্য বংশধর।"

"বৃথা তিরস্কার করোনা মা। আমি রথীন্দ্র, বীরেন্দ্র, নরশ্রেষ্ঠ রাজা দেবনাথের সন্তান। তাঁরই শিক্ষায় শিক্ষিত,—তাঁরই আদর্শে —অনুপ্রাণিত। তোমারই স্তন দুগ্ধে আমার মেদ-মজ্জা গঠিত। তোমারই বীর বাণী সজীব হয়ে সতত আমার হৃদয়ে—আমার কর্ণে ঝঙ্কৃত—তোমারই দেবী মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে বিরাজিত। মা আমি কাপুরুষ নই। মানুষের যা সাধ্য—জগতে যা সম্ভব,—আমি তাই করেছি। এক সহস্র মাত্র প্রাসাদ রক্ষী সৈন্য সহায়ে, মোগলের তিন সহস্র বলীয়ান সুশিক্ষিত সৈন্যের গতি বহুক্ষণ প্রতিহত করে রেখেছি। মোগলের প্রায় পঞ্চশত সৈন্য আমার প্রচণ্ড আক্রমণে নিহত। কিন্তু কি করবো মা—মোগল বহু সংখ্যক, বহু আগ্নেয়াস্ত্র তাদের সহায়। তথাপি বাঙ্গালী জীবন দিয়েছে—মান দেয় নাই, বক্ষ-রক্তে বঙ্গ জননীর চরণে অলক্ত পরিয়ে দিয়েছে—তবুও কেউ স্থান ত্যাগ করে নাই। হাস্য মুখে মৃত্যুকে বরণ করেছে—তবুও পৃষ্ঠে অস্ত্র-লেখা ধারণ করে নাই। আমার আগ্নেয়াস্ত্র নাই, সৈন্যও নাই। যারা আছে—তারা আহত—অর্দ্ধমৃত। তবুও সেই রাজভক্ত দেশভক্ত শতাবধি মৃতপ্রায় সৈন্য অবলম্বনে এখনও শমনের প্রতি-দ্বন্দিতায় নিযুক্ত।"

"বীরের পুণ্যতীর্থ রণস্থল ত্যাগে, শত দেশভক্ত ভ্রাতৃবৃন্দকে অসহায় অবস্থায় রেখে, শত্রুকে পশ্চাদ্‌ভাগ দেখিয়ে তুমি এখানে কেন, পুত্র?"

"মা, যদিও আমার সহধর্ম্মী বীরেরা জীবন উপেক্ষায় প্রাসাদ-দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত, কিন্তু সে কতক্ষণ? মুহূর্ত্ত মধ্যে সিংহদ্বার সশব্দে ভেঙ্গে পড়বে। জলোচ্ছ্বাসের ন্যায় উল্লাস কোলাহলে, মোগল প্রাসাদ বক্ষে ঝাপিয়ে পড়বে। প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী,—আমার পূজিতা, স্বর্গ মোক্ষ প্রদায়িণী সজীব প্রতিমা—যদি,—না মা কি বলে, কেমন করে কি বলবো মা। সে বাক্য স্মরণে—উচ্চারণে আমার হৃদয়ের শোণিত, রসনার সরসতা সব যে শুষ্ক হয়ে যাচ্ছে। মা, অযোগ্য অক্ষম সন্তান আমি, আমায় মার্জ্জনা কর জননী।"

"বুঝেছি বিশ্বনাথ তোমার অন্তরের কথা। কিন্তু স্মরণ রেখ কুমার, আমি বীরের সহধর্ম্মিনী—বীরের জননী—মৃত্যুভয় করি না। যাও পুত্র,—যতক্ষণ না আমি প্রস্তুত হতে পারি, ততক্ষণ দুর্গদ্বার রক্ষা করগে।"

"সহায়?"

"আমার আশীর্ব্বাদ।"

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কুমার বহির্দ্দেশে আসিবার পূর্ব্বেই সিংহদ্বার ভূ-শায়ী হইল। ক্ষিপ্তবৎ বিজয়ী মোগল দ্বিতীয় দ্বারাভিমুখে ছুটিল।

মাতৃ আশীর্ব্বাদে বলীয়ান কুমার মুক্ত কৃপাণ করে সংহার মূর্ত্তিতে দ্বিতীয় দ্বার পথে দণ্ডায়মান হইলেন। মোগল এককালীন কুমারকে আক্রমণে সক্ষম হইল না। কুমার একে একে মোগল সৈন্য নিপাতিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক যায়—আর এক আসে। যেন কালের তরঙ্গ—অনন্তের বুদ্‌বুদ্‌।

কুমারের বর্ম্মছিন্ন হইল,—শিরস্ত্রান মৃত্তিকায় লুটাইল,—ললাট, বক্ষ, অঙ্গ মোগল অস্ত্র প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইল,—গাঢ় শোণিতে কুমারের দেহ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তথাপিও কুমারের ভ্রূক্ষেপ নাই,—দৃকপাত নাই,—অবসাদ নাই,—নয়নে বদনে কাতরতার লেশমাত্র চিহ্ন নাই। তখন তাঁর নয়নে জননীর উজ্জ্বল জ্যোতি উদ্ভাসিত—হৃদয়ে তাঁহারই মূর্ত্তি বিরাজিত—কর্ণে তাঁহারই অমৃত-সিঞ্চিত উৎসাহ বাণী ধ্বনিত।

কুমারের অসাধারণ বীরত্ব দর্শনে মোগল চমৎকৃত হইল। অবিরল শোণিত পাতে কুমারের দেহ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দৃঢ় বজ্রমুষ্টি শিথিল হইল। মোগলের ভীম তরবারী আঘাতে কুমারের অস্ত্রধৃত মুষ্টির অঙ্গুলি কর্ত্তিত হইয়া ভূমে পতিত হইল। এবার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিল, জ্বালা জর্জ্জরিত উচ্চকণ্ঠে কুমার বলিয়া উঠিলেন,—

"মা—মা আর যে পারি না মা। একবার—একবার বল মা হয়েছে।"

বায়ু হিল্লোলে ভাসিয়া আসিল,—

"হয়েছে।"

"তবে আমাকেও নে মা।"

কাঁপিতে কাঁপিতে মহাতেজশালী, মেঘনাদসম রথী কুমার বিশ্বনাথ ভূ-শয্যায় শয়ন করিলেন। বিজয়নাদে মোগল আবার অগ্রসর হইল।

সহসা জলন্ত অগ্নিময় বাক্যে ধ্বনিত হইল,—

"সাবধান মোগল—পদমাত্র আর অগ্রসর হয়ো না। মহাতেজা রাজা দেবনাথের পুত্রের শক্তি পরীক্ষা করেছ,—এখন একবার তাঁর কন্যার বাহু বল পরীক্ষা কর।"

সভয়ান্তঃকরণে মোগল দেখিল,—

সম্মুখে এক অনল-শিখাময়ী, বিদ্যুৎ-আভাময়ী, কালাগ্নি-দীপ্তিময়ী, —দ্যুলোক ভূলোক সৌন্দর্য্যময়ী, আতঙ্কসঞ্চারিণী, নানাঅস্ত্র শোভিনী, যোদ্ধৃবেশধারিণী, এক রমণী ধনুর্ব্বাণ হস্তে সংহারিণী মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা।

সে ভীষণা, ভয়ঙ্করা, প্রলয়কারিণী মূর্ত্তি দর্শনে মোগল বাহিনী রুদ্ধ গতিতে চিত্রার্পিতের ন্যায় দাঁড়াইল।

নবাবেরও গতি নিরুদ্ধ হইল,—শঙ্কায় তাঁরও হৃদয় ক্ষণিক কম্পিত হইয়া উঠিল। প্রথমে নবাবের সহসা বাক্য স্ফুরণ হইল না। তার-পর কিয়ৎকাল নীরব চিন্তান্তে আদেশসূচক স্বরে নবাব বলিলেন,—

"সরে দাঁড়াও নারী। অস্ত্র সম্বরণে পথ ত্যাগ কর। তোমার ও কোমল করে পুষ্পমালাই শোভা পায়! তোমার অস্ত্র তীক্ষ্ণধার অসি বা ধনুর্ব্বাণ নয়,—তোমার অস্ত্র হাস্য—কটাক্ষ। তাই বলি অস্ত্র ত্যাগ কর। অস্বাভাবিক দৃশ্য অন্তর্হিত হোক।"

"আমার সাধনার দেবী,—স্বর্গ-গরীয়সী বঙ্গ-জননীকে জীবিত দেহে সজ্ঞানে দানব কবলে নিক্ষেপ করে সরে দাঁড়াব!!

মোগল, আমি বাঙ্গালীর মেয়ে,—বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথের নন্দিনী আমি,—তাঁরই উষ্ণ শোণিত প্রবাহ আমার ধমনীতে প্রবাহিত। নীচতা হীনতা বা শঙ্কার স্থান এ হৃদয়ে নাই।"

"কিন্তু এ মোগল, যে মোগল সুদূর দেশ হতে শতরাজা পদতলে দলিত করে এসেছে। এ সেই মোগল, যে মোগলের অস্ত্রে বিদ্যুৎ খেলে,—শক্তিতে শত কনক কিরীট নত হয়। এ সেই মোগল,—যে মোগল শত বাধা বিঘ্নের বক্ষ অস্ত্রঘাতে খান্ খান্ করে, হিন্দুস্থানের রাজদণ্ড ধারণ করেছে। সেই দুর্জ্জয় প্রতাপশালী মোগল, আজ এক নারীর গর্ব্বিত বাক্যে ভীত হবে না,—বাধায় সঙ্কল্প ত্যাগ করে, মোগলের সাধনা ব্যর্থ করবে না। বিঘ্নজ্ঞানে নারী হত্যাতেও কুণ্ঠিত হবে না,—এ কথা স্মরণ রেখ রাজ-কন্যা।"

"আর তুমিও স্মরণ রেখ মোগল,—আমি কার কন্যা। মনুষ্যত্বহীন, ভীরু কুলাঙ্গার যে,—সে মোগলপদ শিরে ধারণ করতে পারে,—মোগলের শক্তি দর্শনে আত্ম-বিক্রয় করতে পারে,—স-সম্ভ্রমে নত শিরে নিজ অন্তঃপুরের দ্বারও ত্যাগ করতে পারে। কিন্তু রাজা দেবনাথের কন্যা সে শিক্ষা পায় নাই,—জীবন মরণ তার নিকট সমতুল্য। আর

মোগল অনুকম্পায় জীবন, সেতো মরণ। ববং শত্রুধ্বংসে যদি মরি সেই আমার জীবন। আমি সেই প্রার্থিত উচ্চ জীবনই চাই নবাব।"

"উত্তম,—বাসনা তোমার পূর্ণ হবে। সৈন্যগণ অগ্রসর হও। যদি এই নারী বাধা দেয়,—অস্ত্র প্রয়োগে সে বাধা দূরীভূত করবে।"

সৈন্যদল মধ্য হইতে দীপেন্দ্রনারায়ণ উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"কিন্তু সাবধান, রমণীর অঙ্গে কেহ অস্ত্রাঘাত করো না,—কৌশলে রমণীকে নিরস্ত্র কর।"

তেজস্বিনী বীরেন্দ্র নন্দিনী জ্যোৎস্নার নয়ন দীপেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইল। রাজ-বালার শ্বেত পদ্মবদন ঘৃণায় ক্রোধে রক্ত জবার ন্যায় বর্ণ ধারণ করিল। ঘৃণা ব্যঞ্জক কণ্ঠে রাজনন্দিনী বলিলেন,—

"অন্নদাতা আশ্রয়দাতা পিতার স্নেহ-বক্ষে তীক্ষ্ণ ছুরিকা উত্তোলনে যার হৃদয় একটুও কাঁপেনি,—অপরিসীম স্নেহ, অনন্ত বিশ্বাসের শুভ্র বক্ষে পদাঘাত করতে বিবেক যার আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে ওঠে নাই, —নিজের জননীকে শৃঙ্খলিত করে মোগলের চরণ তলে সমর্পণ করতে যার শোণিত প্রবাহ রুদ্ধ হয় নাই - তার মুখে এ বাক্য কেন দীপেন্দ্র? বুঝি আমার দেহে তোমার স্বার্থ আছে, তাই এই উদার বাক্য? তাই রমণী হত্যায় এই সঙ্কোচ?"

"তুমি বুদ্ধিমতী, ঠিক বুঝেছ। আমি তোমায় মরতে দিতে চাই না,—তোমার সজীব দেহ চাই। আর সেই জন্যই আমি মোগলের ক্রীতদাস।"

"এক রমণীর অসার ক্ষণ-ভঙ্গুর দেহের জন্য তুমি মোগলের ক্রীত-

দাস,—শয়তানের আজ্ঞাবাহী!! ছিঃ—ছিঃ—ছিঃ—কি ঘৃণা কি লজ্জা! এই যদি তোমার ইচ্ছা—তবে পূর্ব্বে চাও নাই কেন দীপেন্দ্র?"

"চেয়েছিলুম,—ভিক্ষুকের ন্যায় তোমায় চেয়েছিলুম,—পরিবর্ত্তে পেয়েছিলুম তিরস্কার—লাঞ্ছনা—অবমাননা।"

"না—তুমি আমার দেহ চাও নাই,—চেয়েছিলে আমায়, চেয়েছিলে আমার হৃদয়। আমি এক গলিত, পুরিষ পুরিত বিকলাঙ্গ পঙ্গুকে মহানন্দে আত্মদান করতে পারি,—যদি সে দেশভক্ত, মাতৃ-ভক্ত, উচ্চ উদার গুণ মণ্ডিত হয়। আমিও তোমায় তাই হতে বলেছিলুম। কিন্তু স্বার্থান্ধ—কামান্ধ তুমি, অনন্ত নিরয়ে নিমগ্ন হলে। সেই মহা নিরয় হতে আমিই তোমায় তুলবো স্বামী। শত জীবন তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে ছুট্‌বো—শত জীবনের, শত আরাধনায়, ঐকান্তিক সাধনায় তোমায় ঊর্দ্ধে টেনে তুল্‌বো, তোমায় মানুষ করবো—তোমায় দেবতা করবো। তারপর তোমার চরণ তলে বসে তোমার অনন্ত রূপ দেখ্‌বো—তোমার পূজা করবো। কিন্তু এখন তুমি দেশের শত্রু, জাতির শত্রু,—আমার পিতার শত্রু সুতরাং আমারও শত্রু। শত শয়তান হত্যা আর এক জাতিদ্রোহী দেশদ্রোহীর হত্যায় একই ফল—একই পুণ্য। সর্ব্ব অপরাধের ক্ষমা আছে কিন্তু দেশদ্রোহী—জাতিদ্রোহীর ক্ষমা নাই,—মার্জ্জনা নাই, সহানুভূতি নাই। আমি রাজা দেবনাথের কন্যা, আমি তোমায় ক্ষমা করতে পারবো না। কিছুতেই নয়। হৃদয় ফেটে দীর্ণ হয়ে গেলেও নয়,—নয়ন উষ্ণ শোণিতে গলে গেলেও নয়,—ব্রহ্মরন্ধ্র শতধা চূর্ণ হলেও নয়। প্রস্তুত হও অপরাধী—আজ জগতের

সর্ব্ববিধ পাপরাশির শরীরী মূর্ত্তির অবসান। আজ জ্যোৎস্নারও সাধনার আরম্ভ। চল অপরাধী ঐ—ঊর্দ্ধে।"

চকিতে রাজ-নন্দিনী দীপেন্দ্রের বক্ষ্য লক্ষ্যে বাণ ত্যাগ করিলেন।

রাজ-কন্যা রমণী হলেও শক্তিহীনা অশিক্ষিতা নন। অতুল ঐশ্বর্য্য শালিনী হলেও বিলাসিনী, গৃহকক্ষ শোভিনী, রঙ্গিণী নন,—সজীব সু-চারু হাসিনী সজ্জিত চিত্র নন,—তাঁর বাহুতে যথেষ্ট শক্তি ছিল। সেই বাহু নিক্ষিপ্ত সজোর বাণ দীপেন্দ্রনারায়ণের হৃদয় বিদ্ধ করিল। বিকট চীৎকারে দীপেন্দ্র ভূমে লুটাইয়া পড়িলেন।

রাজকন্যা ক্ষণকাল অচল-মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলেন। তারপর স্বীয় তীক্ষ্ণ অসি বক্ষোপরি উত্তোলনে বলিলেন,—

"স্বামী ঘাতিনীর এই প্রায়শ্চিত্ত।"

উত্তোলিত অসির অগ্রভাগ রাজ-কন্যার হৃদয় মধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

মোগল স্তব্ধ—বিস্মিত—স্তম্ভিত।

নবাব কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়—চলৎশক্তিহীন—অবাক্।

অবসান।

"জয় বঙ্গ জননীর জয়। জয় দেবীমার জয়।"

আকাশ প্রতিঘাতী গভীর জয়নাদে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিল।

সভয়ে সত্রাসে মোগল দেখিল,—প্রভঞ্জন গতিতে একদল হিন্দু সৈন্য আসিতেছে। শঙ্কায় মোগলের অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল।

নবাব দেখিলেন সৈন্যদল সম্মুখে স্বয়ং রাজা দেবনাথ। স-সৈন্যে রাজার সহসা আবির্ভাবে নবাবের সব সাহস, ভরসা, উদ্যম ভাসিয়া গেইল। জয়দীপ্ত বদন ম্লান হইল। নিঃসঙ্গ, নিঃসহায়, নিরস্ত্র পথিক যেমন সম্মুখে আক্রমনোদ্যত কেশরী দর্শনে শঙ্কাভিভূত হয়, নবাবও সহসা রাজা দেবনাথের দর্শনে সেইরূপ শঙ্কাভিভূত হইলেন। নবাবের চক্ষে পূর্ব্ব দৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পূর্ব্ব পরাজয়ের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অস্ত্র প্রহারের ক্ষত চিহ্ন যেন আবার পূর্ব্ব যাতনায় জ্বলিয়া উঠিল।

মহারাজা দেবনাথ দিল্লী হইতে সদ্য আগত পথ-শ্রান্ত দ্বি-সহস্র মাত্র দেহ রক্ষী সৈন্য সহায়ে মোগল বাহিনীর উপর প্রবল জল প্রপাতের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

নিরুপায়ে নিরুৎসাহে নবাব প্রতি আক্রমণ করিলেন।

মহারাজ দেবনাথের আগ্নেয়াস্ত্র নাই। মোগল প্রাণঘাতী মহা-অস্ত্র কামান ও বন্দুকে বলীয়ান। বলীয়ান হইলেও মোগল একটু

বিপাকে পড়িল। কামান তাহার প্রাসাদমুখী। রাজার প্রতি কামানের অনল উদ্‌গারী বদন ঘুরাইবার পূর্ব্বেই মোগল, রাজার ভীম করবাল প্রহারে অন্তিম নিঃশ্বাস গ্রহণ করিবে। নবাব প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার চক্ষের জ্যোতিঃ, সূর্য্যের প্রখর কিরণ—সব ডুবিয়া যাইল। নবাব কাতরে খোদার নাম স্মরণ করিলেন। খোদা বুঝি এ যাত্রা নবাবকে রক্ষা করিলেন। পূর্ব্বাদেশ মত লতি খাঁ চারি সহস্র বলদীপ্ত সৈন্য ও আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া প্রচণ্ডবেগে রাজাকে আক্রমণ করিলেন। রাজা লতিখাঁর দিকে কতক বাহিনী ফিরাইলেন। ইত্যবসরে নবাবের প্রাসাদ-মুখী নালিকাস্ত্র বদন ঘুরাইল। তখন উভয় দিক হইতে মুহুর্মুহুঃ মোগলের কামান গর্জ্জিতে লাগিল। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া রাজা বিব্রত হইয়া পড়িলেন। দলে দলে মহাবীর মাতৃভক্ত হিন্দু সন্তানগণ, জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে চির-শয্যা বিছাইল। তথাপিও রাজা অমানুষিক বিক্রমে, অত্যদ্ভুত কৌশলে. অটুট উদ্যমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

একে একে রাজার দ্বি-সহস্র সৈন্যের অধিকাংশ অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। তথাপিও রাজা রণোন্মত্ত। শমনরূপী,—রুদ্র-তেজা—রণ-বিশারদ মহারাজা দেবনাথের অলৌকিক—অপার্থিব বীরত্ব দর্শনে মোগল বিস্মিত চমকিত হইল।

রাজা সতেজে সদলে মোগল ব্যূহ ভেদ করিয়া লতিখাঁকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সে বজ্র আক্রমণ লতিখাঁ প্রতিহত করিতে সক্ষম হইল না। ক্ষতাঙ্গে ভূ-শয়ন করিল। মোগল বাহিনী বিচঞ্চল হইয়া উঠিল।

তদ্দর্শনে সরোষে গর্জ্জিয়া উচ্চকণ্ঠে নবাব স্বীয় সৈন্যগণ প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—

"সৈন্যগণ, আজ তোমাদের হস্তে মোগলের উত্থান-পতন—মোগলের মান মর্য্যাদা—নির্ভর কর্‌ছে। মোগলের বহু সাধনার প্রতিষ্ঠা—এক দিনে—এক লহমায় ডুবিও না—মোগলের বীর-নাম কলঙ্কিত করো না। পশুধর্ম্ম ত্যাগে—বীরধর্ম্মে মেতে ওঠ। কেশরী বিক্রমে—সমুদ্র প্রতাপে কাফেরকে আক্রমণ কর—ধ্বংস কর—অনন্ত বেহেস্তের অধিকারী হও—যাও—অগ্রসর হও—আক্রমণ কর।"

নবাবের প্রোৎসাহিত উত্তেজনাময় বাক্য ব্যর্থ হইল না। নবোৎসাহিত মোগল সত্যই ভীষণভাবে মুষ্টিমেয় হিন্দু সৈন্য আক্রমণ করিল।

রাজা স্বীয় বাহিনীর প্রতি একবার চকিত দৃষ্টি ক্ষেপে দেখিলেন,—তাঁহার আর পাঁচ শত মাত্র সৈন্যও অবশিষ্ট নাই। উচ্চ—অতি উচ্চ ভূ-বিদারী কণ্ঠে রাজা ডাকিলেন,—

"দীপেন্দ্র—বিশ্বনাথ।"

কেহ উত্তর দিল না। জনৈক মোগল জিজ্ঞাসা করিল,—

"কাকে ডাক্‌ছেন রাজা? দীপেন্দ্র! কে সে?"

"আমার সেনাপতি।"

"রাজা, আমরা অত্যাচারী বলে আপনারা ঘৃণা করেন, নয়? আপনাদের চক্ষে যেটা অত্যাচার—আমাদের চক্ষে সেটা বহু পরিশ্রমের ক্লান্তি অপনোদনের বিলাস বাসনা মাত্র। আমরা ব্যবসাদারের ন্যায় ঝুঁটাচিজ্ দিয়ে, হিন্দুস্থানের অর্থ নিজের দেশে নিয়ে

যাই না। আমাদের বিলাস ব্যসন, ব্যবসা, আমাদের যা কিছু ব্যয় এই হিন্দুস্থানেই। ভারতের অর্থ ভারতবাসীই পায়—ভারতেই থাকে।

মোগল বিলাসী, মোগল অত্যাচারী হতে পারে। কিন্তু মোগল দেশদ্রোহী—জাতিদ্রোহী নয়। তোমার সেনাপতি, যাকে অগাধ বিশ্বাসে, অন্ধ স্নেহে তোমার সর্ব্বস্ব রক্ষার ভারার্পণ করেছিলে, তোমার সেই সেনাপতিই স্বেচ্ছায় সহাস্যে আমাদের করে বিনা বাধায় ত্রিভুবন অজেয় তোমার অক্ষয়-কীর্ত্তি-মন্দির মহাজন-রাজ-দুর্গ তুলে দিয়েছে।"

চীৎকার স্বরে রাজা বলিয়া উঠিলেন,—

"দীপেন্দ্র বিশ্বাসঘাতক!! এ মিথ্যা—এ অসম্ভব।"

"রাজা, স্বার্থ, শঙ্কা ও অনিষ্ট, এই তিনেই মিথ্যার সৃষ্টি হয়। কিন্তু তোমায় এ সংবাদ দানে আমার কোন স্বার্থ নাই—শঙ্কা নাই—কোন অনিষ্টও নাই।"

"সে বিশ্বাসঘাতক এখনও জীবিত? অথচ আমি সজীব—সশস্ত্র—সবল! বল সৈনিক, জানতো বল,—কোথায় সে বিশ্বাসঘাতক? হিমালয় অন্তরালে লুক্কায়িত থাকলেও—তার নিস্তার নাই। তাকে শাস্তি দেব—কঠোর শিক্ষা দেব। এমন শিক্ষা—এমন শাস্তি দেব—যা স্মরণে মানুষ আতঙ্কে কেঁপে উঠ্‌বে—দর্শনে পশু-পক্ষীর নয়নেও অশ্রুধারা ছুট্‌বে।"

"তোমার বীর্য্যবতী কন্যা তাকে শাস্তি দিয়েছে রাজা। তোমার শক্তিময়ী নন্দিনী, দেববালার ন্যায় রণাঙ্গনে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং স্বহস্তে সেই দেশদ্রোহী শয়তানের প্রাণ সংহার করে, নিজেও জীবনাহুতি দিয়েছে।"

"আর আমার পুত্র ?"

"তোমার রণ-কুশল অমিততেজা রথী শ্রেষ্ঠ পুত্র, এক হাজার মাত্র আগ্নেয়াস্ত্র হীন সৈন্য সহায়ে আমাদের সহস্রাধিক সৈন্য নিপতিত করে, অমর বাঞ্ছিত রণ-শয্যায় শয়ন করেছেন। সাবাস পুত্র কন্যা তোমার রাজা, সাবাস তাদের দুর্জ্জয় সাহস—দুর্দ্দমনীয় প্রতাপ। আমার বাক্য যদি বিশ্বাস না হয়,—তবে প্রাসাদের ঐ দ্বারে যাও—সেনাপতি ও পুত্র কন্যার মৃত দেহ দেখ্‌তে পাবে।"

নিরুত্তরে, নিস্পন্দ দেহে, সজল নেত্রে রাজা ঊর্দ্ধে চাহিলেন। এই সুযোগে একজন মোগল, রাজার দক্ষিণ হস্তে অস্ত্র প্রহার করিল। দারুণ প্রহারে রাজার দক্ষিণ করের কিয়দংশ গভীরভাবে কর্ত্তিত হইল। প্রবল বেগে শোণিত স্রাব বহিল। ক্রোধে রাজা এক আঘাতেই প্রহারকারীর শিরচ্ছেদ করিয়া স্বীয় সৈন্যগণ লক্ষ্যে বলিলেন,—

"সৈন্যগণ, সাক্ষাৎ শমন বক্ষে ঝম্প প্রদানে কে প্রস্তুত আছ—আমার সঙ্গে এস।"

রাজবাক্যে সকলেই সমস্বরে বলিল,--

"আমরা সকলেই প্রস্তুত।"

"আমার সকলকে প্রয়োজন নাই। কেবল মাত্র পঞ্চাশজন সম্পূর্ণ নির্ভীক সৈন্যের আবশ্যক। আর তোমরা মোগলকে আক্রমণ কর। একজনও জীবিত দেহে রণ-স্থল ত্যাগ করো না। যে করবে—আমি অভিশাপ দিচ্ছি—সে যেন লক্ষ জীবন নরক যাতনা ভোগ করে।"

পঞ্চাশ জন সৈন্য শ্রেণীবদ্ধভাবে রাজার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

অঙ্গুলী হেলাইয়া রাজা বলিলেন,—

"ঐ মোগলের কালরূপী কামান শ্রেণী,—ঐ কামান শ্রেণী ভেদ করে আমাদের প্রাসাদ দ্বারে যেতে হবে। পারবে?"

সদম্ভে সমস্বরে সকলে উত্তর করিল—

"পারবো।"

"উত্তম—এস তবে।"

উল্কা বেগে রাজা মোগলের কামান শ্রেণী ভেদ করিয়া যখন প্রাসাদ দ্বারে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার সহগামী পঞ্চাশ জন সৈন্যের মধ্যে পঞ্চজন মাত্র অবশিষ্ট। মোগলের বাক্য যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা রাজা প্রাসাদ দ্বারে প্রত্যক্ষ দেখিলেন। সহস্র মুদ্গরা-ঘাতে যেন রাজার বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে মোগল দিগন্ত কাঁপাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া—রাজা, পুত্র ও কন্যার মৃতদেহ উভয় স্কন্ধে উত্তোলন করিয়া প্রাসাদাভিমুখে ছুটিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া জ্বালা বিদগ্ধ হৃদয়ে সকরুণ কণ্ঠে রাজা ডাকিলেন,—

"রাণী—রাণী—জ্যোতির্ম্ময়ী।"

সাড়া নাই, শব্দ নাই, উত্তর নাই। রাজা, পুত্র কন্যার শব-দেহ স্কন্ধে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ছুটিলেন, কিন্তু সব শূন্য—শব্দহীন। পরিশেষে রাজা প্রাসাদ শিখরে আসিলেন। সে স্থানেও কেহ নাই। মর্ম্মবিদারী হৃদয়ভেদী একটা নিঃশ্বাস ত্যাগে একবার পুত্র কন্যার মুখ চুম্বন করিয়া, নিজের পুত্র কন্যার মৃতদেহ, নিজের হাতে প্রাসাদ শিখর হইতে সাগর দিঘীতে নিক্ষেপ করিলেন।

সহসা রাজা দেখিলেন,—তাঁহার পদ সন্নিকটে ভূমে এক বহুমূল্য হীরকহার পতিত। দর্শনমাত্রই রাজা চিনিলেন, এ হার, রাণীর। তিনিই এ বহুমূল্য হীরক হার রাণীকে উপহার দিয়াছিলেন। দ্রুত হস্তে রাজা হার গ্রহণ করতঃ দেখিলেন,—তাহাতে ক্ষুদ্র একখানি লিপি সংবদ্ধ। লিপির উপরিভাগে রাণীর হস্তাক্ষরে লিখিত—

'শত্রু বা মিত্র যে কেহ এই পত্র প্রাপ্তে রাজার হস্তে প্রদান করিবে, তাহার পুরস্কার আমার আশীর্ব্বাদ, আর এই হীরক হার।'

অশ্রুপূর্ণ নয়নে—কম্পিত হৃদয়ে—কম্পিত হস্তে রাজা পত্র উন্মোচনে পাঠ করিলেন—

দেবতা আমার—

বিনা আজ্ঞায়, বিনা বিদায়ে পরপারে চল্লুম। কি করবো নিরুপায়। দুদিন আগে গেলুম,—তোমার পূজার আয়োজনে। আমি মহা সৌভাগ্য শালিনী—তাই তোমার চিরবাসস্থানে—চির মিলন—মন্দিরে—তোমার আগেই এসেছি। আমি পুণ্যবতী, তাই মানব শ্রেষ্ঠ বীরকুল পূজিত, দেব-মহত্ব-ভূষিত, মহোচ্চ-গুণ-গরিমা-মণ্ডিত স্বামী পেয়েছিলুম, তারকারির ন্যায় পুত্র, বীণাপাণির ন্যায় কন্যা পেয়েছিলুম। আমি মহা সুখিনী—তাই দেবতাস্বামীর নির্ম্মল অমল বিমল প্রেম পেয়েছিলুম,—পুত্র কন্যার অচঞ্চল অকৃত্রিম অপরিমিত ভক্তি পেয়েছিলুম। অভাব অভিযোগের আমার কিছু নাই। আমি তোমারই খনিত সাগরদিঘীর তুহিণ স্বচ্ছ, তুষার শীতল বক্ষে শয়ন করেছি—বড় শান্তিতে—বড় তৃপ্তিতে।

যদি কখনও কোন দিন এ দীনার কোন কার্য্যে প্রীত হয়ে থাক,—তবে আশীর্ব্বাদ করো,—যা আমি ইহ জীবনে পেয়ে শচী-ইন্দ্রাণী অপেক্ষা নিজেকে শ্রেষ্ঠা জ্ঞান করেছি—তাই যেন জীবনান্তে পাই। ইতি—

তোমারই—

সেবিকা।

এবার আর রাজার হৃদয় কোন প্রবোধ—কোন যুক্তি তর্ক শুনিল না—কোন বাধা বিঘ্ন মানিল না। নিরুদ্ধ জলরাশি, বাধা মুক্ত হইলে উৎক্ষিপ্ত তরঙ্গ, যেমন শত বাধা বিঘ্ন দলিত করিয়া অবাধে প্রবাহিত হয়, তেমনি রাজার রুদ্ধ অশ্রু প্রবাহও উভয় নয়নে অবাধ গতিতে বহিল।

রাজা সপ্রেমে হীরকহার স্বীয় কণ্ঠে দোলাইলেন—লিপিখানি স্বযত্নে বক্ষে ধারণ করিলেন।

এমন সময়ে রাজার অন্বেষণে প্রাসাদোপরি নবাব আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

কর্কশ কণ্ঠে নবাব ডাকিলেন,—

"রাজা দেবনাথ"—

রাজা নিরুত্তর—নিশ্চল। নবাব শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিলেন,—

"কি রাজা, রণস্থল ত্যাগে এখানে কেন? প্রাণে শঙ্কা জেগেছে বুঝি? তাই আত্মগোপন করতে এখানে এসেছ? কিন্তু আমার শ্যেন পক্ষীর দৃষ্টি অতিক্রম করে কোথায় যাবে রাজা? কোথায় লুকুবে? একি! নয়নে তোমার অশ্রু-ধারা! বালকের ন্যায়, রমণীর ন্যায়, প্রাণের আশঙ্কায় তুমি কাঁদছো! এত দুর্ব্বল কোমল

হৃদয় নিয়ে কেন তবে মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলে? জীবনে যখন তোমার এত আসক্তি, এত মমতা, তখন আমি তোমায় হত্যা করবো না রাজা, বন্দী করবো—অস্ত্র ত্যাগ কর দেবনাথ।”

“নবাব, প্রাণের শঙ্কায় এখানে আসি নাই—মোগলের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য এখানে আসি নাই—এসেছিলুম কেন জান? এই প্রাসাদ মধ্যে আমার প্রেমাধারে রক্ষিত,—স্বর্গ সুধা তৈলে প্রজ্বলিত,—স্নিগ্ধা—শান্তা, শুভ্রা-কিরণ-মালাময়ী, এক হিরণ্ময়ী দেউটী জেলে রেখে গিয়েছিলুম। আমি নিজে স্বহস্তে সে দেউটী,—পাছে মোগল নিঃশ্বাস স্পর্শে ম্লান হয়ে পড়ে, তাই নিজে নির্ব্বাপিত করে দিতে এসেছিলুম। আমার মরণ পথের আলোক বর্ত্তিকা নিতে এসেছিলুম।

নির্ম্মম নিষ্ঠুর নির্দ্দয় বঙ্গেশ্বর,—তুমি কি বুঝ্‌বে—প্রাণে আমার কি তীব্র হলাহল—কি তুষানল জ্বল্‌ছে। কি ভীষণ দাবাগ্নির প্রবাহ শিরায় শিরায় প্রবাহিত। প্রতি লোমকূপে অগ্নির উত্তাপ,—সর্ব্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশনের যাতনা।

তুমি কি জানবে বিলাসী, কেন এ অশ্রু, আজ পাষাণ বক্ষ ভেদে ছুটেছে। কেন আজ মহা মহীরুহ বিকম্পিত? অটল পর্ব্বত কেঁপে উঠেছে?

তুমি কি জানবে নবাব, কি দারুণ কুলিশ প্রহার আমার বক্ষের উপর আঘাত করেছ, যার আঘাতে আমার প্রতি অস্থিখানি চূর্ণ হয়ে গেছে।

আমার মহাশক্তিরূপিণী নন্দিনী, বীরাবতার নন্দন কুমার বিশ্ব-

নাথ অনন্তশয়নে শায়িত। আমার প্রেমময়ী দেবী তুল্যা সহধর্ম্মিণী সাগর দিঘীর জলতলে নিদ্রিত।

নবাব—নবাব—তুমি আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছ—চক্ষের জ্যোতিঃ হরণ করেছ,—আমার উৎসাহ উদ্যম সব, সব তুমি ভাসিয়ে দিয়েছ। আমার সোনার রাজ্য,—সোনার সংসার ছারখার করেছ। আমার শান্তি-কানন, অশান্তির অনলে ভস্ম করেছ,—হৃদয় আমার নীরস মরু-ভূমিতে পরিণত করেছ। আমার মন্দিরের প্রতিমা চূর্ণ করেছ—আমার সাধের সাগর দিঘীতে আজ সেই সজীব স্বর্ণ-প্রতিমা নিমজ্জিতা।

আজ আমার জীবন প্রয়োজনহীন,—উদ্দেশ্যহীন, স্পৃহাহীন। তবে কেন বাঙ্গালীর ললাটে ভীরুতার কালিমা ঢেলে দিয়ে, প্রাণের শঙ্কায় লুকাবো নবাব?

এস বঙ্গেশ্বর, আক্রমণ কর,—দেখে যাও মোগল, বাঙ্গালীর অবসন্ন হস্তের শক্তি। আজ বাঙ্গালীর বীরত্বের যবনিকা পতন,—কিন্তু বড় গৌরবময় কীর্ত্তিময়। আজ জীবন অবসান আমার—কিন্তু বিরাট বিস্ময়ে ভরা, অনন্ত আলোকময়,—চির জ্যোতির্দীপ্ত। এস মোগল আক্রমণ কর।"

"তুমি রণক্লান্ত, বর্ম্ম তোমার ছিন্ন ভিন্ন—অঙ্গ তোমার ক্ষত বিক্ষত, —অবিরল শোণিত পাতে হস্ত তোমার দুর্ব্বল। এ অবস্থায় যুদ্ধ আহ্বান, আর মৃত্যু আহ্বান একই কথা। তাই বলি ক্ষান্ত হও, রাজা।"

"তুমি ঠিক বলেছ-এ আমার মৃত্যু আহ্বান। আত্ম-হত্যা

বীর ধর্ম্ম বহির্ভূত, মানুষের ঘৃণ্য, তাই আত্মহত্যা না করে,—বীরজন প্রার্থিত রণ-মৃত্যু চাই। নবাব, অধিক বিলম্বে আমার প্রার্থিত মৃত্যু নিকটে এসেও ফিরে যাবে। দেহ আমার কম্পিত, অতি ক্ষীণ,—নয়নের জ্যোতি নিষ্প্রভ। কিয়ৎকালের মধ্যেই সমস্ত স্পন্দন আমার নিথর হয়ে যাবে। তাই বলি অধিক বাক্যের—অধিক বিলম্বের প্রয়োজন নাই নবাব।

আমার প্রাণোপম পুত্র কন্যা,—আমার পবিত্রতাময়ী সহধর্ম্মিণী ঐ শূন্যে—মহাশূন্যে আমার আগমন প্রতীক্ষায় সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে আছে। আর তো আমি বিলম্ব করতে পারি না মোগল।"

"কিন্তু তোমার হস্ত ভগ্ন,—বাহুমূল অর্দ্ধাংশ কর্ত্তিত, ছিন্ন প্রায়,—এ অবস্থায় আমি তো তোমায় আক্রমণ করতে পারি না রাজা।"

"এ ধর্ম্ম জ্ঞান কোথায় কার কাছে শিখ্‌লে নবাব?"

"শিখেছি বাংলায়—বাঙ্গালী-বীর রাজা দেবনাথের নিকট।

দেবনাথ, যার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে একটা রাজ্য ভস্ম হয়,—যার ইঙ্গিতে লক্ষ শাণিত কৃপাণ, কোষ উন্মুক্ত হয়ে সূর্য্য কিরণে হেঁসে ওঠে—যার চরণতলে বঙ্গের ভূস্বামীগণের শির সদা আনত,—সেই অমিত পরাক্রমশালী মহাশক্তিধর—বঙ্গেশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে তুমি কুণ্ঠিত হও নাই—ভীত হও নাই। বারংবার নবাব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছ।

তোমার জীবনে এ উপেক্ষা,—এ ভীষণ সমরায়োজন—এ জীবন মরণ আহবে ঝম্প প্রদান—কিসের জন্য রাজা? স্ত্রী পুত্র পরিবার রক্ষার্থে—না ঐশ্বর্য্য সম্পদ মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য?"

"না নবাব, তা নয়। তাহলে আজ দেবনাথের জীবনের এত শীঘ্র অবসান হতো না। তাহলে তার পুত্র কন্যা পরিবার, এমন ভাবে এ সুন্দর সংসার হতে বিদায় নিতো না। তাহলে দেবনাথের এ বিশাল প্রাসাদ আজ শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হতো না। তাহলে দেবনাথের ভাগ্য ইন্দ্রের প্রাণে হিংসানল জাগিয়ে তুলতো। তাহলে তার ঐশ্বর্য্য সম্পদ কুবেরের ভাণ্ডারকে দীপ্তিহীন করে দিতো। তাহলে সে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে, নবাবের স্তুতিগানে, নবাবের করুণায়, বাংলায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন স্থাপন করতো। তাহলে এ হাহাকারের পরিবর্ত্তে আজ এই প্রাসাদে প্রেম প্রীতি আনন্দ উল্লাস পরস্পর হস্ত ধারণে নৃত্য করতো নবাব।"

"তবে নবাব বিরুদ্ধে বার বার এ সমরায়োজন কেন করেছিলে রাজা?"

"দেশের জন্য।"

"দেশের জন্য! সত্য বলছো দেশের জন্য?"

"ধর্ম্ম শপথ বলছি নবাব, দেশই আমার এক মাত্র উপাস্য বস্তু। দেশের সেবাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য—আমার একমাত্র লক্ষ্য। বঙ্গ-জননীই আমার আরাধনার হৃদয়ারাধ্য দেবী। আমি স্বর্গ জানি না, পুণ্য জানি না, জানি শুধু দেশের সেবাই ধর্ম্ম পুণ্য,—জানি শুধু জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী,—জানি শুধু বঙ্গ-মাতৃকার পূজাতেই মোক্ষ—দেশের সেবাতেই মুক্তি।"

"দেশকে তুমি এত ভালবাস রাজা?"

"হাঁ এত ভালবাসি। আমার পুত্র পরিবার অপেক্ষা, স্বর্গের অপেক্ষা,

আমার জীবনের অপেক্ষা আমি দেশকে ভালবাসি ভক্তি করি। দেশের মৃত্তিকাকে—প্রতি ধূলিকণাকেও আমি ভালবাসি—পূজা করি। আমার দেশের আকাশে বাতাসে মাটীতে জলে স্থলে আমি অমরার ছবি প্রত্যক্ষ দেখি। পাখীর গানে—তটিনীর কলতানে—আমি বিশ্ব বীণার ঝঙ্কার শুনি। শুনে নিজেকে ভুলি,—সর্ব্বস্ব ভুলি।

বাংলার আকাশে, অনাবিল উন্মুক্ত সদা পরিবর্ত্তনময় সৌন্দর্য্য ছটা, বাতাসে—পারিজাত পরিমল, তুহিনের স্নিগ্ধতা, জলে—শত আলোকোজ্জ্বল, বহুমূল্য মণিমাণিক্য স্থলে—কানন বল্লরীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময়ী মূর্ত্তি।

নবাব দেখেছো কি বাংলার প্রভাত? সে কত সুন্দর—কত মধুর—কত স্নিগ্ধ। কি তার হাস্য লীলা—কি অবর্ণনীয় অব্যক্তনীয় তার শোভা—তার পরেই অরুণোদয়। যেন রঙ্গমঞ্চে সৌন্দর্য্য অভিনয়,—নব দৃশ্যের অবতারণা। শঙ্খ ঘণ্টা ঐক্যতান বাজাল—পাখী সুমধুর কূজনে বন্দনা গীতি গাইল—পুষ্প বালিকারা সুরভি নিঃশ্বাস ত্যাগে নৃত্য করতে লাগ্‌লো। অপূর্ব্ব মধুময় সঙ্গীতময় সৌন্দর্য্যময় স্বর্গীয় সে দৃশ্য!

দেখেছ কি? নবাব কখনও কি সে দৃশ্য চোখ্ চেয়ে দেখেছ কি? আহা—হা এমন সুষমা—এমন মাধুর্য্য—এমন সৌন্দর্য্যের ছবি কোথাও কখন দেখেছ কি বঙ্গেশ্বর?”

“এত যখন তুমি দেশকে ভালবাস—এত যখন তোমার দেশপ্রীতি—তখন স্বেচ্ছায় মরণকে আহ্বান কর্‌ছো কেন রাজা?”

"কি করবো?"

"দেশকে উদ্ধার কর।"

"সে আশা—অসম্ভব।"

"অসম্ভব কেন বীর? তুমি অতি দরিদ্র, অতি সামান্য অবস্থা হতে নিজের শক্তি সাহস উদ্যম অধ্যবসায়ে বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছ। মানব আরাধ্য কমলাকে প্রাসাদে বন্দিনী করেছ, এ ক্ষুদ্র জীবনে বহু কীর্ত্তি খোদিত করেছ। তুমি আদর্শ কর্ম্মী, তাই বল্‌ছি আবার চেষ্টা কর, আবার সিদ্ধি এসে কণ্ঠে তোমার মাল্যদান করবে,—জয়-লক্ষ্মী বিজয় টীকা আবার তোমার ললাটে অঙ্কিত করবেন।"

"এ অন্তিম সময়ে কেন নবাব বৃথা কল্পনায়—বৃথা আশায়,—আমার হৃদয়ে ব্যথা দাও? শক্তিহীন, বাহুহীন, শোণিতহীন, সর্ব্বস্বহীনের চক্ষের সম্মুখে, আশার এ সু-মনোরম দৃশ্য, সু-মধুর বাণী শুনিয়ে তাকে ক্ষিপ্ত করো না নবাব।"

"বৃথা কেন রাজা? তুমিই তো সেই দেবনাথ, যে ভিক্ষুক থেকে,—নিজ শক্তিতে রাজ্যেশ্বর হয়েছে। তুমিই তো সেই দেবনাথ,—যে সর্ব্বস্বহীন হয়ে,—নিজ সাধনার বলে সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য সম্পদকে আকর্ষণ করে আবদ্ধ করেছে। তুমি অসাধারণ, অতুলনীয়, তুমি কর্ম্মের অবতার মানব-শিরোভূষণ।

হে মহতী মহান কর্ম্মী,—হে দেশ বন্ধু মহাত্মা, হে প্রলোভনজয়ী মহাপুরুষ, তুমি মুক্ত—স্বাধীন।

এস রথীন্দ্র,—এস নরেন্দ্র,—এস দেবেন্দ্র আমার শিবিরে এস। তোমার ছিন্ন বাহুর পরিবর্ত্তে আমার এই সুস্থ সবল অক্ষত বাহু দেব।

আমার গ্রন্থি ছিন্ন করে, তোমার বাহু সংযোজিত করবো। এস মানব পূজিত, আমার শিবিরে, তোমার শুশ্রূষায়—তোমার জীবন রক্ষায়—তোমার স্পর্শে—আমি ধন্য হই—পবিত্র হই।"

"নবাব—নবাব, অনন্ত পথগামীকে উপহাস বিদ্রূপবাণে জর্জ্জরিত করো না,—তাকে শান্তিতে মর্ত্তে দাও।"

"না রাজা, এ উপহাস নয়—বিদ্রূপ নয়—এ ধ্রুব সত্য—আমার অন্তরের কথা। আল্লার পবিত্র নামে বলছি—তোমার তুল্য বীর, আমি কখনও কোথাও দেখি নাই—কল্পনাও করি নাই। এই বাংলা-তেই অনেক বীর দেখেছি। বাংলায় প্রতাপাদিত্য অদ্বিতীয় বীর নামে অভিহিত। কিন্তু তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা নন। পাঠান সর্দ্দার নবাব দায়ূদ খাঁর প্রদত্ত বিপুল অর্থে, তাঁর পিতা বিক্রমাদিত্য রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতাপের যুদ্ধ দেশ রক্ষার জন্য নয়—জাতির জন্য নয়—স্বদেশের জন্য নয়—তাঁর যুদ্ধ রাজ্য বৃদ্ধির জন্য—গর্ব্বের জন্য—নিজের সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য। তাই তিনি বঙ্গের অজেয় বীর অমিত তেজা—কেদার রায়ের প্রভুত্ব প্রতাপ সহ্য করতে না পেরে ঘৃণ্য কৌশলে, অন্যায় অধর্ম্ম অবৈধ উপায়ে, বীরবর কেদার রায়ের শক্তি হ্রাস করেন।

তাই তিনি নিজের জামাতা মহাবলী রামচন্দ্রের বল বীর্য্য, বীরত্ব, বিক্রম দর্শনে হিংসাক্ষিপ্ত হয়ে, ছলনায় প্রতারণায় জামাতাকে বন্দী করেন, গুপ্তভাবে তাঁর প্রাণ সংহারের সঙ্কল্প করেন। তাই তিনি নিজ সেনা-পতি রডা অপেক্ষা বীর্য্যবান—শক্তিমান যোদ্ধা—কেদার রায়ের সেনা-পতি কার্ভালোকে ঘৃণ্য কৌশলে গুপ্ত ঘাতকের দ্বারায় নিহত করেন। কিন্তু তোমার যুদ্ধ স্বার্থ শূন্য—প্রকৃত দেশের জন্য—স্বজাতির জন্য।

কখনও তোমায় স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে কোন কাজ করতে দেখি নাই। কখনও অধর্ম্ম যুদ্ধে ব্রতী বা ঘৃণ্য কৌশলের আশ্রয় নিতেও দেখি নাই। আজ তুমি পুত্র কন্যা পরিবার পরিজন হারা—নিজের দেহ অবসন্ন—তবুও তুমি পর্ব্বত শীর্ষের ন্যায় সু-উন্নত মস্তকে স্ফীত বক্ষে আমার সম্মুখে অসি হস্তে দণ্ডায়মান। মৃত্যু স্থির জেনেও যুদ্ধোন্মুখ। হে পুরুষোত্তম, সফল তোমার আকাঙ্খা—সার্থক তোমার জীবন—ধন্য তোমার বীরত্ব। তোমার দেবোপম উদার অত্যুদার অভিনব চরিত্র—তোমার অনুপম অচিন্তনীয় অভাবনীয় বীরত্ব—তোমার অচঞ্চল অনাবিল অকৃত্রিম দেশভক্তি—আমার হৃদয়ের নিদ্রিত তামিজকে জাগিয়ে তুলেছে—আমার অন্ধ নয়ন উন্মীলিত করে দিয়েছে—আমায় ঘনীভূত অন্ধকার হতে—আলোকের পথে টেনে এনেছে। আজ এক অতি স্নিগ্ধোজ্জল আলোক ছটা, নয়নে আমার উদ্ভাষিত, হৃদয় আনন্দ উচ্ছ্বাসে উদ্বেলিত, কর্ণে এক মধুর আজান ধ্বনি ঝঙ্কৃত।

অন্ধ আমি—তাই তোমার স্বরূপ মূর্ত্তি দেখেও দেখতে পাইনি, অজ্ঞ আমি—তাই তোমায় চিনেও চিনি নাই, গর্ব্বী আমি—তাই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয়ে তোমার ন্যায় ত্রিভুবন জয়ী বীরের প্রাণ সংহারে উদ্যত হয়েছিলুম। আজ দেখছি—তোমার মহামহিম মহা জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি। আজ বুঝেছি—তুমি মর্ত্তবাসী নও, স্বর্গবাসী। আজ জেনেছি—পরের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করলে—দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করলে—কি ব্যথা বাজে—কি আঘাত লাগে তার মর্ম্মে। তোমার নিকট সামান্য পরাজয়ের অপমানে ক্ষিপ্ত হয়ে আমি সহস্র

সহস্র জীবন নাশ করেছি, গর্ব্বে দিশেহারা হয়ে পরাজিত পরাধীন বিধর্ম্মী জ্ঞানে হিন্দুকে প্রতিপদে লাঞ্ছিত অপমানিত পদ-দলিত করেছি—পশুর ন্যায় তাদের সঙ্গে ব্যবহার করেছি,—তাদের ধর্ম্ম—তাদের নারীর মর্য্যাদা ঘৃণার চক্ষে দেখেছি। কি বেদনা, কি আঘাত, কি যাতনা, হিন্দুর হৃদয়ে বেজেছে, লেগেছে, আজ তুমিই আমায় তা বুঝিয়ে দিলে—আজ তুমিই আমার ভুল ভ্রান্তি ভেঙ্গে দিলে—মোহ টুটে গেল—গর্ব্ব-বিনয়ে গলে গেল।

শপথ করছি রাজা, আর কখনও কারও প্রাণে আঘাত দেবো না—অযথা অত্যাচার করবো না,—ঘৃণার চক্ষে দেখবো না। আজ থেকে—আমার নব জাগরণ—নব জীবন।"

"সত্য বলছো নবাব? একি সত্যই তোমার অন্তরের কথা?"

"ধর্ম্ম সাক্ষ্য রাজা।"

"ব্যস, নিশ্চিন্ত আমি। আর আমার মৃত্যুতে কোন ক্ষোভ, কোন দুঃখ নাই। আর যুদ্ধেরও প্রয়োজন নাই। আমায় বিদায় দাও নবাব।"

"কোথায় যাবে?"

"পরপারে।"

"ফিরবে না?"

"না প্রয়োজন নাই। নবাব, আমি রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিনি,—করেছিলুম আমলা তন্ত্রের বিরুদ্ধে—করেছিলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কিন্তু দিল্লীতে সম্রাটকে দেখে, তাঁর মহৎ ব্যবহারে—উদার বাক্যে বুঝলুম—তিনি হিন্দুর বন্ধু! আর আজ তোমার কথায় জানলুম—বাংলার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আজ পূর্ণ আমার বাসনা—কামনা,—

আজ সফল আমার সারা জীবনের সাধনা—প্রার্থনা। তবে আর কেন এ দুর্ব্বহ জীবন ভার বহন করি?

নবাব, এই মৃত্যু সময়ে তুমি আমায় মহানন্দ দান করলে,—বড় তৃপ্তি দিলে। প্রার্থনা করি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। যদি কখন, কোনও দিন, কোনও পুণ্য কার্য্য করে থাকি—যদি কোনও সুকৃতি থাকে আমার,—সে সব তোমায় দান করলুম। বিনিময়ে তোমার আত্মা তৃপ্ত হোক। নবাব, প্রফুল্লান্তকরণে আমি তোমায় মার্জ্জনা করলুম।"

চীৎকার করিয়া নবাব বলিয়া উঠিলেন,—

"রাজা—রাজা আমিই তোমার পুত্র কন্যা পরিবারের মৃত্যুর কারণ, —আমিই তোমার রাজ্যাপহারক সয়তান"—

প্রশান্ত মধুরোজ্জ্বল হাস্যে—প্রশান্ত কণ্ঠে রাজা বলিলেন,—

"তুমি যা নিয়েছ নবাব—তার অধিক আমায় দিয়েছ।"

সাশ্চর্য্যে নবাব বলিলেন,—

"আমি দিয়েছি!!"

"হাঁ নবাব।"

"কি দিয়েছি?"

"আশ্বাস।"

"কিসের?"

"হিন্দু মুসলমানের মিলনের,—যা আমার একমাত্র চেষ্টা—একমাত্র প্রার্থনা—জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য।"

"রাজা, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসছে—কেমন করে কি ভাষায় হৃদয়ের

গভীর ভাব জানাব তোমায়! আজ তোমার নিকট আমি পরাজিত।
হৃদয় আমার শ্রদ্ধায় ভক্তিতে প্রণত।

হে শিক্ষাদাতা—মহিমার সাগর,—গুণ গরিমার আকর—আজ বঙ্গেশ্বর নত শিরে, স-ভক্তিতে তোমায় গুরুজ্ঞানে অভিনন্দিত করছে। তাকে পদধূলি দাও দেব।"

"ছিঃ—ছিঃ নবাব, আমায় লজ্জিত অপমানিত করবেন না। আপনি কোটী কোটী নর নারীর শাসনকর্ত্তা—মহাভাগ্যবান। আপনি বিশাল বাংলার অধীশ্বর। আর আমি, অতি সামান্য এক ব্যক্তি,—দীন হীন নগণ্য কাফের—অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র এক ভূইঞা।"

ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে নবাব বলিলেন,—

"রাজা-রাজা—তুমি সামান্য নও—নগণ্য নও—দীন হীন নও—তুমি পীর—পয়গম্বর—পরমেশ্বর।"

"নবাব, যদি আমায় ভালবেসে থাক, তবে বল, হরিধ্বনির পরিবর্ত্তে অবিরাম বল, 'হিন্দু তোমার ভাই।' আমি তোমার মুখনিঃসৃত, হরিনাম তুল্য এই অমৃতময় বাক্য শুনতে শুনতে—অনন্ত তৃপ্তিতে—অনন্ত পথে চলে যাই। বল নবাব—একবার বল—'হিন্দু তোমার ভাই।"

"একবার কেন, শতবার—সহস্রবার বলছি রাজা—হিন্দু মুসলমান আমরা দুটী ভারত জননীর সন্তান।"

"আঃ—তৃপ্ত—তৃপ্ত হৃদয় আমার, তৃপ্ত অতি তৃপ্ত কর্ণ আমার। যে বাণী শুনবার আশায় বহু দিন হতে সাগ্রহে ব্যাকুল প্রতীক্ষা করছিলুম,—আজ সেই মহাবাণী শুনলুম। সফল আমার জীবন,—

সফল আমার সাধনা। তবে চল্লুম বন্ধু—চল্লুম আত্মীয়—চল্লুম ভাই—বিদায়,—আবার দেখা হবে ঐ পরপারে। আবার আসবো, দুজনে হাত ধরাধরি করে ভারতবাসীকে হিন্দু মুসলমানের মিলন গান শোনাতে।

আজ এই অন্তিমে এত যে সুখ শান্তি পাব আশা করি নাই। আশার অতীত আনন্দ আজ আমায় তুমি দিলে ভাই। পরমেশ্বর, ধন্য তোমার মহিমা—অপার তোমার করুণা। যাই তবে—এ আনন্দ-বার্ত্তা, সদা হাস্যময়ী সঙ্গিনীকে প্রদান করতে। বিদায় নবাব—বিদায় বঙ্গ-জননী আমার।"

বাক্য শেষে সেই সু-উচ্চ প্রাসাদ শিখর হইতে রাজা সাগর দীঘির বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

আর্ত্তকণ্ঠে নবাব ডাকিলেন,—

"রাজা—রাজা—"

প্রতিধ্বনি উচ্চনাদে ডাকিল,—

"রাজা—রাজা—"

কিন্তু উত্তর কেহই পাইল না। উত্তর যে দেবার দেহ তার জল মধ্যে—আত্মা তার ঊর্দ্ধে চলে গেছে।

নবাব হতভম্বের ন্যায় শুধু অপলক নেত্রে সাগর দীঘির অনন্ত জলময় হৃদয়ের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলেন না। জল রাশির ক্ষণিক একটা আবর্ত্তন,—তারপরই যেমন ক্ষুদ্রোর্ম্মির ক্ষুদ্র তরঙ্গ উঠিতেছিল, তেমনি উঠিতে পড়িতে লাগিল। নবাবের দৃষ্টি সাগর বক্ষে—দেহ অকম্প—হৃদয় দুঃখভারাক্রান্ত। বক্ষ

কি যেন এক মহা অভাব পীড়নে নিপীড়িত হইতে লাগিল,—দুই নয়নে অশ্রু ধারা ছুটিল।

এমন সময়ে জনৈক সর্দ্দার সৈন্য সানুচরে নবাবের অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইয়া ডাকিল,—

"জাঁহাপনা"—

উত্তর নাই।

"সাহান সা।"

উত্তর নাই।

"জনাবালি"—

এবার নবাব চমকিত হইয়া পশ্চাতে চাহিলেন।

সর্দ্দার সসম্ভ্রমে কুর্নিশ সহকারে বলিল,—

"জনাবালি,—আমরা কি প্রাসাদ লুণ্ঠন আরম্ভ"—

বাধাদানে নবাব বলিলেন,—

"সাবধান, এ প্রাসাদের কোনও দ্রব্য স্পর্শ করো না। এ বাঙ্গালীর তীর্থ—হিন্দুর মন্দির—মুসলমানের মসজিদ। সকলে অস্ত্র কোষ বদ্ধ করে, নতশিরে কুর্নিশ করতে করতে এ প্রাসাদ পরিত্যাগ কর। যাও"—

অবাক্ বিস্ময়ে সর্দ্দার সৈন্য অনুচর সহ প্রস্থান করিল।

নবাব আবার পূর্ব্ব স্থানে আসিয়া পূর্ব্ববৎ ভাবে সাগর দীঘির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। নবাব অন্তরে অসহনীয় যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। যেন যাতনায় তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইল। সব গ্রন্থি শিথিল বোধ হইল। অবিরল অশ্রু ধারায় তাঁহার বক্ষস্থল

সিক্ত করিল। অশ্রু সজল সকরুণ নেত্রে নবাব ঊর্দ্ধে চাহিলেন,—যদি দেবনাথের জ্যোতি-মূর্ত্তি ফুটে ওঠে ঐ আকাশের গায়।

সহসা জলধি গর্জ্জনে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—

"নবাব"—

স-চকিতে নবাব পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন,—

তাঁহার প্রতি বন্দুক উত্তোলনে মহারাজা টোডরমল্ল দণ্ডায়মান।

মহারাজা পূর্ব্ববৎকণ্ঠে বলিলেন,—

"নবাব—প্রস্তুত হও।"

"কিসের জন্য?"

"মৃত্যুর জন্য!"

"মৃত্যুর জন্য! মনোমধ্যে মৃত্যুর ইচ্ছা জাগরণ মাত্র—অন্তর্যামীর ন্যায়—মহোপকারী হিতৈষীর ন্যায়—আমায় মৃত্যু পুরস্কার দিতে এসেছ মহারাজ? এত শীঘ্র এমন সুন্দর মৃত্যু যে আসবে আমার,—এযে ধারণা করি নাই। দাও—রাজা দাও—আমায় মৃত্যু ভিক্ষা দাও। বড় জ্বালা—বড় উত্তাপ—বড় দাহ রাজা। অনুতাপ, অনুশোচনায় হৃদয় আমার যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করছে। দেহের শোণিত, যাতনার উত্তাপে গলে অশ্রুরূপে বেরুচ্ছে। তাই এখনও দাঁড়িয়ে আছি, এখনও জ্ঞান আছে—রসনায় বাক্য আছে—কণ্ঠে স্বর আছে। নিজের হাতে শত সহস্র নর-নারীর জীবন নাশ করেছি—সতীর আর্ত্ত ব্যথিত পাষাণ দ্রবীভূত করুণ ক্রন্দন স্বকর্ণে কত শত বার শুনেছি—কত সৌভাগ্যবতীকে স্বামী হারা—পুত্রহারা করে ভিখারিণী করেছি,——তাদের শোণিতসম উষ্ণ অশ্রু আমার চরণসিক্ত করেছে;—তথাপি

এ প্রস্তর হৃদয় একটুও কাঁপেনি—একটুও টলেনি— নয়নে এক বিন্দুও অশ্রু দেখা দেয়নি। জীবনে ক্রন্দন কাকে বলে যে জানে না—জীবনে যার চক্ষে কেহ কখনও অশ্রুর লেশ মাত্র দেখে নাই—আজ সেই মহা পাষণ্ড সয়তানের চক্ষে বারি ধারার ন্যায় অবিরল অশ্রুধারা। এতেই বোঝ মহারাজ, কত জ্বালা, কত ব্যথা এ হৃদয়ে বেজেছে,—কত আঘাত লেগেছে। তাই মৃত্যু ইচ্ছা জেগে উঠেছিল। মেহেরবান খোদা, ইচ্ছামাত্র মৃত্যু পাঠিয়ে দিয়েছেন।

মহারাজ, কোন প্রশ্ন করবো না কোন বাধা দেব না,—আমায় হত্যা কর—শান্তি দাও।"

নবাব জানু পাতিয়া মহারাজা টোডরমল্লের সম্মুখে উপবেশন করিলেন।

মহারাজা টোডরমল্লের উত্তোলিত বন্দুক নমিত হইল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে মহারাজা বলিলেন,—

"একি! তুমিই কি সেই মহা অত্যাচারী, মহা পাপিষ্ঠ নবাব! যার পৈশাচিক অত্যাচারে, বাংলার সুরভিত স্নিগ্ধ মলয়, অভিশাপের উষ্ণ নিঃশ্বাসে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে! তুমিই কি সেই দুর্দান্ত দুর্দ্দমনীয় দানব? তুমিই কি সেই মায়া মমতাহীন, ধর্ম্ম বিবেক বিচার হীন, পিশাচ প্রকৃতি নবাব? না আমি প্রতারিত!"

"না মহারাজ, আপনি প্রতারিত হন নাই, আমিই সেই অত্যাচারী নবাব।"

"কিন্তু সহসা এত পরিবর্ত্তন!!"

"পরিবর্ত্তন! আমার দেহ দেখে—আমার মুখ দেখে—আমায়

কথা শুনে—কি বুঝ্‌বে মহারাজ, কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটেছে হৃদয়ে আমার। কি বিরাট ঝঞ্ঝায় হৃদয় আমার বিলোড়িত করেছে—আমার সমস্ত ওলোট পালোট করে দিয়েছে।"

"সহসা এ পরিবর্ত্তন কেন নবাব?"

"কেন শুন্‌বে? শুন্‌বে মহারাজ? শুনে বিশ্বাস করবে? না,—তুমি বিশ্বাস করবে না। এ যে বিশ্বাসেরও যোগ্য নয়।

শুনেছ কি রাজা, কে কোথায় কবে—পুত্র কন্যা পরিবারের হত্যা-কারীর মস্তকে আশীষ ধারা বর্ষণ করেছে?

দেখেছ কি রাজা, কোথাও কখনও দেখেছ কি ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রকারী, রাজ্যাপহারী বিধর্ম্মী শত্রুকে ভাই বলে ক্ষমা করতে?"

"না।"

"কিন্তু আমি দেখেছি।"

"কোথায়?"

"এইখানে—এই পুণ্য মন্দিরে,—এই প্রাসাদ শিখরে আমি সে সজীব দেবতার দর্শন পেয়েছি। তাঁর মুখ নিঃসৃত বিবেক বাণী শুনেছি—তাঁর অপার করুণা লাভ করেছি।"

"কে সে দেবতা?"

"সে দেবতা বাঙ্গালী বীর রাজা দেবনাথ। মহর্ষি দেবনাথ এ অজ্ঞান পাপীকে ভ্রাতৃ সম্বোধনে ক্ষমা করেছেন—আশীর্ব্বাদ করেছেন।"

"কি কি বল্লে? রাজা দেবনাথ তোমায় আশীর্ব্বাদ করেছেন। ক্ষমা করেছেন!! না—না—এ কখনই হতে পারে না—এ অসম্ভব।"

"না মহারাজ এ সম্পূর্ণ সত্য।"

"তুমি রাজা দেবনাথের ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী বিশাল রাজ্য হরণ করেছ, তাঁর মধুময়—আনন্দময়—শান্তিময়—সংসার তুমি প্রতিহিংসার অনলে ভস্ম করেছ। তোমারই নির্ম্মমতায় আজ তাঁর পুত্র কন্যা পরিবার প্রযাণের পথে চলে গেছেন এ জেনেও"—

"হাঁ মহারাজ, এ জেনেও রাজা দেবনাথ—আমায় ক্ষমা করেছেন।"

"তুমি সত্য বলছো? সত্যই রাজা তোমায় ক্ষমা করেছেন?"

"খোদার নাম স্মরণে বলছি—সত্যই রাজা আমায় ক্ষমা করেছেন।"

মহারাজ সজোরে বন্দুক দূরে নিক্ষেপে, নতজানু যুক্তকর হইয়া বলিলেন,—

"রাজা—রাজা—আমি ক্ষত্রিয়—রাজপুত, তুমি শূদ্র—বাঙ্গালী, তথাপি আমি তোমায় এই নিম্নদেশ হতে প্রণাম করছি। আমার প্রণাম গ্রহণ কর রাজা।"

তারপর দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন,—নবাব, তুমি যখন দেবতার ক্ষমা পেয়েছ, তখন তুমি আমাদের দণ্ডের অতীত। রাজা দেবনাথ তোমায় যখন ভ্রাতৃ সম্বোধন করেছেন, তখন তুমি **জগতের ভাই।**

সম্রাট আজ্ঞায় এসেছিলুম এক পিশাচকে বধ করতে—পরিবর্ত্তে পেলুম এক **নূতন ভাই।**

এস নবাব—এস বঙ্গেশ্বর—এস মুসলমান—আজ থেকে তুমি রাজপুতের বন্ধু—মহারাজ টোডর মল্লের অতিথি—আর আজ থেকে তুমি **হিন্দুর-ভাই।**

সমাপ্ত।